Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

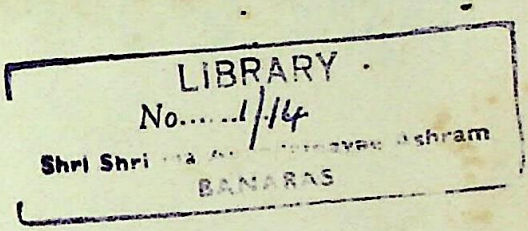

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের আলো

1/14

PRESENTED

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

LIBRARY
No. ২৫১
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Published by the University of Calcutta and Printed at Sree Saraswaty Press Ltd., 1, Ramanath Mazumder St., Calcutta, by S. N. Guha Ray, B.A.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. .....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
[illegible]

উপনিষদের আলো প্রকাশিত হল। এতে উপনিষদের সার কথাগুলি সহজ ও সরলভাবে বলবার চেষ্টা করেছি। তত্ত্ব গভীর, বাংলা ভাষায় এর আলোচনাকে সুখকর কর্‌তে চেয়েছি।

বইটী লিখ্‌তে বসে আমি আমার ছাত্র শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ ও শ্রীমান্ অরবিন্দের অনেক সাহায্য পেয়েছি। শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ বইখানিকে সুন্দর ও সহজ করবার জন্য খুব পরিশ্রম করেছে। কল্যাণভাজন শ্রীমান্ হরিদাস রায়, শ্রীমান্ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মহম্মদ রকিবও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাদের আন্তরিক স্নেহ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ দিয়ে তাদের আন্তরিকতার অমর্য্যাদা করতে চাই না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় আমার এ বইয়ের নামকরণ করে দিয়েছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে এ বইটী লিখবার জন্য আহ্বান করে' ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত করে' আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করতে আগ্রহান্বিত। বাঙ্গালী মাত্রই তাঁর সেবাকে চিরকাল কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করবে। ইতি—

'শারদপূর্ণিমা'
কলিকাতা
১৩৪৫ সাল

গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. . . . . .
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

উপনিষদের আলো

অবতরণিকা

ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ভেতর উপনিষদের মত বই বিরল। ভারতের কেন, সমস্ত জগতের অধ্যাত্ম-ভাণ্ডারে এমন গভীর অলৌকিক জ্ঞানপূর্ণ বই আর দেখ্‌তে পাই নে'। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এতে কখন কবিত্বে, কখন কথোপকথনে, কখন বিচারে, যেমন সরল অথচ গভীর, আনন্দদায়ক অথচ জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ আছে, অন্য কোথাও তা আছে কি না সন্দেহ। উপনিষদের আলোচনায় কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সর্ব্বত্রই মনীষীরা পেয়েছেন জ্ঞান ও আত্ম-প্রসাদ।

ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের অতুলনীয় সম্পদ। আর এই ব্রহ্ম-বিদ্যার আকর হচ্ছে উপনিষদ। আচার্য্যেরা উপনিষদের আলোচনা করেছেন, আর উপনিষদকে অবলম্বন করে ব্রহ্মবাদ স্থাপিত করেছেন। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের বাক্যকে নিয়েই। আচার্য্য শঙ্কর লিখেছেন, এই সূত্রগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্ত-বাক্যের পুষ্পস্তবক। উপনিষদের এমনি গাম্ভীর্য্য ও সারবত্তা যে পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা এরই তত্ত্বানুসন্ধানে দর্শন শাস্ত্র রচনা করেছেন।

উপনিষদ মন্ত্রের এত প্রতিষ্ঠা কেন? শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ প্রভৃতি আচার্য্যেরা উপনিষদ-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। এর তত্ত্ব উদ্ভাসিত করবার জন্যে তাঁদের মনীষাকে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন। শুধু এদেশের চিন্তা ও অনুভূতির ধারাকেই উপনিষদ প্রেরণা দেয়নি, পাশ্চাত্যের মনীষীরাও এর প্রেরণা পেয়েছেন। প্লটিনাসের মধ্যে পাই উপনিষদের স্পষ্ট ছায়া। তারপর সোপেনহার, দয়সন্, ল্যাম্‌ম্যান্ স্পষ্টই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন উপনিষদের। পাশ্চাত্যে অধ্যাত্মানুভূতির গভীরতা এসেছে উপনিষদের আলো পাবার পর থেকেই। তত্ত্ব একজাতির বা এক দেশের বিশিষ্ট সম্পদ না হলেও, এ কথা মান্‌তে হবে যে বিভিন্ন মানুষের বা জাতির ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হলে মনের দ্বার খুলে যায়। উপনিষদের গভীরতা, প্রবীণতা ও শালীনতা দেখে মনে হয় যে উপনিষদ অধ্যাত্ম-বিদ্যার চির-আশ্রয়।

উপনিষদের সত্য চিরন্তন সত্য। ভারতের চিন্তাধারার প্রাচীন আচার্য্যেরা যেমন উপনিষদকে অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি একালের আচার্য্যেরাও উপনিষদকে অবলম্বন করে শুধু চিন্তার ধারা নয়, জীবনের আদর্শকেও গড়ে তুলেছেন। রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিত্তি ছিল উপনিষদ। বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার মূল উৎস উপনিষদে। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে লিখেছিলেন, "উপনিষদের তত্ত্বকে আমি জীবনের সাধনা বলে গ্রহণ করেছি।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগসাধনার প্রথম সন্ধান পেয়েছেন ঈশা উপনিষদে। উপনিষদে অধ্যাত্ম জীবনের এমন সার তত্ত্ব নিহিত আছে যা আজও ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে আর ব্রহ্মানুভূতির তৎপরতায় আমাদের উদ্বোধিত করে। সেখানে পাই অধ্যাত্ম জীবনের চরম পরিণতি। পরবর্ত্তী যুগের সমস্ত ভারতীয় আদর্শগুলি উপনিষদে সূত্রাকারে আছে। কি জ্ঞানবাদ, কি ভক্তিবাদ, কি অধ্যাত্মযোগ, উপনিষদে সব পথগুলির নির্দ্দেশই দেখতে পাই। হিন্দুর সকল চিন্তাধারাই যেন উপনিষদের ব্যাখ্যা। তত্ত্ব-গবেষণায় অনেক নতুন তথ্যের উদ্বোধন হলেও, সিদ্ধান্তের দৃষ্টি উপনিষদকে পেরিয়ে যেতে পারেনি। তার কারণ মনে হয় মানুষের দিব্য প্রেরণার ও চেতনার উন্মুক্ত গতি উপনিষদে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, আর কোথাও তেমন পায়নি। অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ পথ অতি সূক্ষ্ম। সেখানে বিচার বিতর্কের চেয়ে বেশী আবশ্যক হচ্ছে অন্তঃবেদনার জাগরণ,—অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, বিজ্ঞানের দিব্য দ্যোতনায়। তত্ত্ব বিচারবুদ্ধিকে নিয়মিত করে, কিন্তু বিজ্ঞানেব ধারা স্বচ্ছ না হলে মানুষ দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। উপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্র প্রসাদগুণে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ—এমনি আশ্চর্য্য এর শক্তি আর দীপ্তি যে তা মানুষকে মহিমময় সত্তার বোধে পূর্ণ করে। সরল ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজ কথায় এত গভীর তত্ত্বের সংবেদন আর কোথাও দেখি নে'।

উপনিষদকে বলা হয় আরণ্যক। অরণ্যের গভীর শান্তির ভেতর ধ্যানলোকে তত্ত্বের হয় প্রকাশ। ঊর্দ্ধমানস লোক থেকে অবতরণ করে অমল জ্যোতি, এই জ্যোতিই দেয় অধ্যাত্ম সত্যের দৃষ্টি। সত্য নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ; বিশ্বশক্তি ও বিশ্ব প্রাণের সূত্র এই সত্যেই বিধৃত হয়ে আছে। ধ্যানেব গভীরতায় চিত্তের বৃত্তিগুলি উন্মীলিত হয়ে ওঠে। বিশ্ব-বিকশিত চেতনার সঙ্গে আমাদের অন্তরকে যুক্ত করে দেয়। আর এই যোগই দেয় সত্যের উদ্দীপ্তি।

সত্য অন্তঃচেতনাতেই নিহিত, তার উদ্ধার কর্ত্তে হয় অন্তঃচেতনায় সমাহিত হয়ে। অন্তঃচেতনা নিত্যযুক্ত হয়ে আছে দিব্য-চেতনার সঙ্গে। দিব্য-চেতনা হতে অবতরণ করে সত্যের মহিমা, জ্ঞানের অরুণালোক, আনন্দের সংবাদ। এত সত্যের ভাবনা নয়, সম্যক দৃষ্টি। ভাবনার গভীরতা থেকে পাই শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা সত্যকে বিধৃত কর্ব্বার শক্তি দেয়। ধারণ সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হলেই হয় জীবন সত্যের প্রতিষ্ঠা ; তাই উপনিষদ সত্যকে শুধু নির্ণয় করেনি। সত্যকে ধারণ করেছে প্রজ্ঞালোকে। ঊর্দ্ধ চেতনার সত্তায় জেগে উঠে উপনিষদের তত্ত্ববোধ। এই প্রসাদগুণে উপনিষদ অতুলনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংখ্যায় উপনিষদ হচ্ছে একশো আট। একশো আটের বদলে কেউ একশো বারও বলেন। সব উপনিষদই অবশ্য সমান প্রামাণ্য নয়। তবে ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, ঐতরীয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, এই দশটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। উপনিষদের শ্রেণী বিভাগ করা অসম্ভব নয়। তত্ত্বের গভীরতায় এবং ভাষার তারতম্যে বৃহদারণ্যক্, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এইগুলিই প্রধান। কিন্তু এদের ভেতরও ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় ঈশা, কেন, কঠ, মণ্ডুক প্রথম শ্রেণীর।

বিষয়-বস্তুর দিক দিয়েও উপনিষদের বিভাগ নির্ণয় করা যেতে পারে। সব উপনিষদেরই বিষয় এক নয়। বিশেষতঃ পরের যুগে উপনিষদগুলির ভাষা ও বিষয় প্রথম যুগের উপনিষদগুলি থেকে ভিন্ন। শুধু একরকম ব্রহ্মবিদ্যাই সব উপনিষদ শিক্ষা দিয়েছে, একথা বলা দুঃসাহসের পরিচয়। তাই জীব-গোস্বামী পাদ তাঁর ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে উপনিষদগুলিকে ব্রহ্মতত্ত্বপর ও ভাগবততত্ত্বপর বলে নির্দ্দেশ করেছেন। বৃহদারণ্যকে বা মাণ্ডুক্যে ব্রহ্ম তত্ত্বের মীমাংসা আছে ; কতকগুলি উপনিষদ যোগতত্ত্ব নিরূপণ করেছে, যেমন তেজবিন্দু, নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু। অবশ্য একথা খুবই সত্যি যে প্রত্যেক উপনিষদে আছে জ্ঞানের কথা, অনুশাসনের কথা। তবুও কতকগুলিতে তত্ত্বের মীমাংসার চেয়ে কবিতার ও ছন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেতর দিয়ে তত্ত্বের প্রকাশই আছে বেশী। অনেকগুলিতে—বিশেষতঃ ঈশা, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতরে—আছে অনুপম কবিত্ব। সত্য যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন তার প্রকাশ হয় ছন্দে; সত্যবোধ অনুপ্রাণিত করে সমস্ত জীবনকে। ছন্দের ভেতর দিয়ে অবতরণ করে সত্যের দীপ্তি। এই দীপ্তি বুদ্ধিকে অবলম্বন করে জীবনকে অনুপ্রাণিত করে তত্ত্বে। সত্যের স্বাভাবিক ভাষা ছন্দ।

সত্য ও ছন্দ

তত্ত্ববোধের সঙ্গে ছন্দের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। ছন্দোময় জীবন সত্যের বিধৃতি। জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তার সমস্তটাই ছন্দোবদ্ধ হয়। অরূপ সত্যের মূর্ত্ত প্রকাশ ছন্দ। সত্য "নিজের মহিমায় স্থিত"—প্রজ্ঞানঘন, আনন্দঘন।

উপনিষদ তত্ত্বালোচনায় আমরা প্রায়ই ছন্দের কথাটী ভুলে যাই। এক শান্তি মন্ত্রে উপনিষদের পাঠ আরম্ভ, আর এক মন্ত্রে সে পাঠ শেষ। এর সুগভীর কারণ আছে। মন্ত্র-ছন্দের সঙ্গে আমাদের চিত্তস্বাচ্ছন্দ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। চিত্তে ছন্দ ব্যাপকবোধ জাগিয়ে তোলে ও সত্যকে ধারণ কর্ব্বার সামর্থ্য দেয়। ছন্দের সুকোমল আঘাতে গভীর অনুভূতির দ্বার খুলে যায়। সমস্ত জীবনই তখন পল্লবিত হয়ে ওঠে নবীনভাবে। সত্যবোধ যতদিন না সমস্ত জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাকে দিব্য ক'রে না তোলে, ততদিন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। সত্য বোধই দেয় সত্য প্রতিষ্ঠা। সত্য প্রতিষ্ঠা পরম কাম্য। এতে জীবনের পার্থিব ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়। সত্যের ছন্দ যখন জীবনের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সত্তার সব স্তর আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সত্যের বিরাট-রূপের পরিচয় তখন পাই। বিশ্ববিকশিত জীবনের দিব্য মূর্চ্ছনার ভেতর দিয়ে আমরা পরিচিত হই সত্যের কল্যাণ মূর্ত্তির সঙ্গে।

ছন্দের নানা রূপ। সত্যের ছন্দ আছে, সুন্দরের ছন্দ আছে, জ্ঞানের ছন্দ আছে, আনন্দের ছন্দ আছে। কিন্তু সকলেরই ভেতর দিয়ে ফুট হয় সত্যের দ্যোতনা, কারণ ছন্দইত সত্যের অনন্ত প্রকাশভঙ্গী। জীবনের অনুভূতি যেখানে যত গভীর, ছন্দও সেখানে তত উদার ও বিকাশশীল। ছন্দ অনুভূতির রূপ। উপনিষদের তত্ত্ব যেমন গভীর, এর ছন্দও তেমনি গম্ভীর। প্রত্যেক মন্ত্রটীর, প্রত্যেক শ্রুতিটীর, ছন্দ-বিন্যাস অনন্ত সঙ্গতিসম্পন্ন। তাই ভাবেরও ভাষার ঐশ্বর্য্যে উপনিষদ পূর্ণ।

স্বাধ্যায় সম্পন্ন হয়ে বেদপাঠে প্রবেশ করতে হত। মন্ত্রের ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণই স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়ের ভেতর দিয়ে প্রত্যেক শব্দটীর শক্তি প্রকাশিত হয়। বেদমন্ত্র শুধু শব্দ-যোজনা নয়, এতে আছে স্বরের অভিব্যঞ্জনা—প্রতি স্বরভঙ্গি ভাবের দ্যোতনায় ভরা। সাধারণ বাক্য অর্থ প্রকাশ করে, স্বর ও ধ্বনি জানায় তার চেয়ে গভীরতর ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যের অর্থ আছে, স্বরেরও অর্থ আছে, কিন্তু সে অর্থ এত সূক্ষ্ম যে স্বরতরঙ্গ যতক্ষণ না মূর্ত্ত হয়ে ওঠে ততক্ষণ ধ্বনি ও স্বরের দ্যোতনা চিত্তে স্ফূর্ত্ত হয় না।

মানুষের অনুভূতি ছন্দের সূক্ষ্মতররূপ গ্রহণ করে। কারণ সূক্ষ্মের ভেতর পাই জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ। এই সূক্ষ্মের ধারণাকে উজ্জ্বল কর্ব্বার জন্যেই ছন্দের প্রয়োগ। শব্দের ভেতর ধৃত হয়ে থাকে জ্ঞানের অপার্থিবরূপ, সে রূপ আমাদের মানস প্রত্যক্ষের কাছে ধরা পড়ে না। অতিমানসের কাছে তা সুস্পষ্ট। তাই ছন্দের সূক্ষ্মরূপের সঙ্গে তত্ত্বের নিত্য সম্বন্ধ, তাকে প্রত্যক্ষ করি অতি-মানসচেতনার স্তরে। এই স্তরে চেতনাকে উন্নীত কর্ব্বার কৌশল হল মন্ত্র। উপনিষদ নিতে চেয়েছে চেতনাকে ঊর্দ্ধ হতে আরো ঊর্দ্ধতর স্তরে যেখানে চেতনা স্বয়ং অধিষ্ঠিত, নাম রূপ ক্রিয়া (world of appearance) থেকে স্বয়ং উন্মুক্ত। মুক্ত চেতনাই উপনিষদের লক্ষ্য। কিন্তু চেতনার এরূপ অবস্থিতি জ্ঞানের কাছে ধরা পড়ে না। মন্ত্রদ্বারা আমরা অন্তঃকরণকে এমন সূক্ষ্ম অবস্থায় ও সূক্ষ্মানুভূতিতে নিয়ে যেতে পারি, সত্যের যেখানে পরিচয়।

উপনিষদ বিচারশাস্ত্র নয়, সত্যদৃষ্টি। তাই তার অনুশীলনে দরকার আছে বিশ্বের কল্যাণরূপের নিবিড় পরিচয়। বিচার যত দৃঢ় হোক না কেন চিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ না হলে সত্যানুভূতির পথ খোলে না। এ জন্যেই চাই আমাদের জীবনের ভেতর কল্যাণস্পৃহা ও কল্যাণদৃষ্টির প্রেরণা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যানুভূতি স্বভাবতই মানুষের পক্ষে সুকঠিন, কারণ আমাদের সত্তার সব স্তর হতে কল্যাণস্পৃহা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না। প্রাণ, মন, চিত্ত কল্যাণস্পৃহায় পূর্ণ হলে দিব্য জীবনের ছন্দে আমাদের সত্তা ভরে ওঠে; তখন জড়তা, চাঞ্চল্য, সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়, পরিচয় হয় অতিমানসানুভূতির। উপনিষদের তত্ত্ব বোঝার যোগ্যতা তখনই লাভ করি। উপনিষদের তত্ত্বাবধারণ করতে হয় ধ্যানের প্রশান্তিতে, সেখানে চিত্তের অধিকার অবসিত।

প্রাণের কম্পন স্থির না হ'লে, মন ভাবনাশূন্য না হলে, সত্যসাধনা সিদ্ধ হয় না। বিষয় সংস্পর্শ থেকে মন ও প্রাণ মুক্ত না হলে ব্রহ্মানুভূতির দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রাণ ও মন ছন্দায়িত হলে বিজ্ঞান ও আনন্দের সঙ্গে পরিচিত হই। ধ্যান আমাদের নিয়ে যায় উন্মুক্ত, মহিমান্বিত সত্যের দিকে।

উপনিষদের দুটো দিক: একটা তত্ত্বের দিক, আর একটা সাধনার দিক। দুটোই প্রধান। তত্ত্বের সন্ধানই সাধনার দিকে আকৃষ্ট করে। সাধনা দেয় অন্তর্দৃষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য, যার ভেতর দিয়ে শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম বোধের উন্মেষ হয়। ধ্যানস্নাত ও ধ্যানমগ্ন হয়ে তত্ত্ব আহরণ করতে হয়। কল্লোলহীনচিত্তই সত্যপ্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

উপনিষদকে বলে জ্ঞানশাস্ত্র। এখানে চরম তত্ত্বের নির্ণয় দেখতে পাই। উপনিষদের ঋষিরা চেয়েছিলেন জীবচেতনা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচেতনার একত্ব প্রতিপন্ন কর্ত্তে। জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই হল পরম পুরুষার্থ। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এ কথা স্বীকার করেন না*। তাঁরা বলেন জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছেই —ব্রহ্ম এক, বহুকে নিয়েই, বহুকে বাদ দিয়ে নয়। মানুষ যখন পরম সত্তাকে ধ্যানের ভেতর দিয়ে লাভ করে তখন তাকে বিশ্বগরূপে পেয়েও বিশ্বাতীতরূপে পেতে চায়।

এ কথা ঠিক, যদিও প্রাচীনেরা তা স্বীকার কর্ত্তেন না যে, সব উপনিষদে একই তত্ত্ব নির্ণীত হয় নি। এমন সব উপনিষদ আছে, যেখানে অদ্বৈতবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এমন উপনিষদও আছে যেখানে শুধু উপাসনার কথা, সেখানে রাম, গোপাল বা নৃসিংহ বলা হয়েছে পরমতত্ত্ব। কতক গুলিতে কর্ম্মপূর্ব্বক উপাসনার কথা—হয়ত তত্ত্বের কথা আছে মাত্র একটী মন্ত্রে। এই জন্যেই দার্শনিকেরা বুদ্ধির কৌশলে উপনিষদগুলিকে নিজেদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য শুধু উপনিষদের মন্ত্রগুলির আলোচনাকল্পে একটী স্থির সিদ্ধান্ত পাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়।

উপনিষদের রহস্য শুধু দার্শনিক বিচার দিয়ে বোঝা যায় না, কারণ দর্শন তত্ত্বের আলোচনা করে মননের দ্বারা। বিচারের

---

* উপনিষদকে অবলম্বন করে চিন্তার মোটামুটি দুটীধারা এদেশের দর্শনের ভেতর প্রবেশ করেছে। একটি অদ্বৈতবাদ, অন্যটি দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদের নানারূপ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ভেদা-ভেদবাদ ইত্যাদি। এই রূপগুলি অবশ্য একটি বিষয়ে একমত। তারা নির্বিশেষ অদ্বৈতবিরোধী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী রূপ আছে, সে রূপকে সে অতিক্রম কর্ত্তে পারে না। বুদ্ধি বিচার করে, কিন্তু তার পেছনে থাকে অনুভূতি। সেই অনুভূতির রূপকে অবলম্বন করেই বিচারপ্রণালী প্রস্তুত হয়। উপনিষদ ছন্দের দ্বারা অনুভূতির স্তরবিশেষকে প্রস্ফুটিত করে। ক্রমোচ্চস্তরে আরোহণ কর্ব্বার উপায় এতে আছে। এই অতিমানসচেতনার যে স্তর যাঁর কাছে বিকশিত, তিনি সেই স্তরের দৃষ্টিকে অবলম্বন করে বিচার প্রণালী রচনা করেন। বিচার দেয় বুদ্ধির উৎকর্ষ, অনুভূতি দেয় তত্ত্বের সংবেদ। এইজন্যেই উপনিষদে অপরা ও পরা বিদ্যার ভেদ করা হয়েছে। পরাবিদ্যা সম্পূর্ণ বিচারমূলক নয়, অনুভূতি-মূলক।

কিন্তু উপনিষদ শুধু ব্রহ্মবিচারে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। উপাসনায় ও ধ্যানের ভেতর দিয়ে স্বরূপের বিকাশই এর লক্ষ্য, যদিও এই বিকাশের চরম-লক্ষ্যে পৌঁছিবার আগেই নানা অলৌকিক রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। চেতনার পূর্ণ জাগরণ ও চেতনায় অবস্থিতি এই বিদ্যার চরম ফল। পূর্ণভাবে চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হবার আগে অন্তরের সমতা ও শুদ্ধি চেতনার ব্যাপকতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ব্যাপকবোধ প্রতিষ্ঠিত হলেই আসে আরো উচ্চস্তরে উপনীত হবার যোগ্যতা। এই জন্যেই উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার পরেই নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা। সগুণে প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা এমন অবস্থায় আসি আর এমন শক্তি পাই যে নির্গুণকে আয়ত্ত করা সহজ হয়ে পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা এদেশে প্রাধান্যলাভ করেছে। সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা সম্পন্ন হলে যে ধৃতি ও শক্তি অর্জ্জিত হয়, তার দিকে আমরা তত অবহিত নই। মায়াময় বিশ্ব, এই মতবাদে উপাসনার স্থান থাকলেও তত্ত্ববোধে তার স্থান নেই। উপাসনা বুদ্ধি স্বচ্ছ করে, কিন্তু অজ্ঞানকে নাশ করে না। ফল হয়েছে, তত্ত্বসম্পন্ন হবার জন্যে আমরা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে অল্পই পরিচিত হচ্ছি। তত্ত্বজিজ্ঞাসায় দরকার অন্তরের নির্ম্মলতা। তত্ত্ববিচার দেয় সত্যবোধ। কিন্তু এর জন্যে চাই বুদ্ধির একাগ্রতা ও ঔজ্জ্বল্য। উপাসনা দুটীই দেয়। নির্ম্মল না হলে বিচারসম্পন্ন হয়েও ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া যায় না। সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের দীপ্ত করে তোলে, অভয়ে প্রতিষ্ঠা করে। চিত্তের সূক্ষ্ম পরিণামই প্রকাশ করে অদৃশ্য ও অলৌকিক জগৎ। উপনিষদ-বিদ্যার গাম্ভীর্য্য এই জন্যেই এত বেশী।

উপনিষদের উপাসনা শুধু দেবতার ধ্যান নয়। এ হচ্ছে নিশ্চিতভাবে ব্রহ্ম-চেতনার জাগরণ এবং তাতে অবস্থিতি। ধ্যান আমাদের চেতনাকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে বিরাট চেতনার যথার্থ প্রকাশের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেয়। উপাসনা দেয় চৈতন্যের যথার্থ জাগরণ। মানুষের সত্তার একটা স্বাভাবিকী বৃত্তি আছে আনন্দানুভূতির দিকে, কারণ এই হ'ল মানুষের প্রকৃত রূপ। তাই মানুষ প্রকৃতির শত প্রেরণায় তৃপ্ত হতে পারে না। সে চেয়েছে একটা অনাবৃত সত্তার অনুভূতি, এতেই তার পরম তৃপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণত মানুষের নিজ কর্ম্মানুযায়ী একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। কর্ম্ম দেশকালে কর্তৃত্ব বুদ্ধিকে নিয়ে প্রকাশিত হয়। মানুষ ব্যক্তিত্বে উদ্বোধিত হয়ে কর্ম্ম সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। উপনিষদ মুক্তি দেয় এই কর্ম্মগ্রন্থি থেকে।

মানুষের কর্ম্মপ্রেরণা তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কর্ম্মের ভেতর দিয়ে মানুষ চেয়েছে তার ভোগবাসনার তৃপ্তি। বাসনা মানুষকে চালিত করে নবীন সৃষ্টির পথে, তাকে দেয় ভোগ সম্ভার। কর্ম্মের ভেতর দিয়ে মানুষ যে মানুষী বৃত্তিই উপভোগ করে, তা নয়, সে দিব্য বিত্তও ভোগ কর্ত্তে পারে। এই দিব্য ভোগের জন্যই কর্ম্ম-মীমাংসা হয়েছিল। সাধারণ কর্ম্ম ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মের মধ্যে ভেদ আছে। সাধারণ কর্ম্মে এমন কোন অপূর্ব্বতা নেই যা তাকে দিব্যসম্পদ দিতে পারে। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সূক্ষ্ম ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে একটা শক্তি উদ্বোধিত করে যাতে মানুষ হয় দিব্য ভোগের অধিকারী। কর্ম্ম-মীমাংসা উচিত অনুচিতের সন্ধান দেয়, কিন্তু কর্ম্মপ্রেরণা স্থূল ভোগকে অবলম্বন করেই উদ্বোধিত হয় না। তার ভেতর থাকে সূক্ষ্মভোগের বীজ ও শক্তি। ভাবনায় সূক্ষ্মতা দেয় ভোগের সূক্ষ্মতা। এই সূক্ষ্ম-ভোগ সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই উদাসীন। তার কারণ সূক্ষ্ম-ভোগ কর্ব্বার শক্তির উৎপত্তি সূক্ষ্মানুভূতি থেকে। কর্ম্ম-মীমাংসা যে পার্থিব জীবনের ভোগকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে তা' নয়। তার ভেতর আছে একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মতর জীবনের সাড়া আর সূক্ষ্মতর বোধের সঞ্চরণ। এই বোধ ও সাড়াকে অবলম্বন করেই স্বর্গের কল্পনা। একে কিন্তু কল্পনা বলেই ত্যাগ করলে চলবে না। মানুষের অন্তঃকরণ যখন ভাবনায় ও মন্ত্রাদিতে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে জেগে ওঠে এক সূক্ষ্ম জগতের জীবন-লহরী ও তার ভোগ-বৈচিত্র্য। সাধারণত কর্ম্মের সম্বন্ধ ইহলোকের সঙ্গে, প্রাণস্তরের তৃপ্তির সঙ্গে, কারণ কর্ম্মজীবকেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের জীবত্বের সাড়া প্রাণস্পন্দনেই প্রকাশিত। প্রাণের আরাম, প্রাণের পুষ্টি, প্রাণের গতিই জীবত্বের প্রথম নিদর্শন, বিশেষত সৃষ্টির স্তরে। ক্রমবিকাশের স্তরে মানুষ এখনও জীব জগত থেকে উঁচুতে উঠতে পারেনি। মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান সত্ত্বেও তার অন্তরসত্তা প্রাণাভিমুখী ও ইন্দ্রিয়াভিমুখী। এই প্রাণের বৃত্তি তাকে অস্তিত্বের বোধ দেয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি দেয় ভোগ তৃপ্তি। আমাদের জ্ঞান সেই জন্যেই এই দুই সঞ্চারকে অতিক্রম করে সূক্ষ্মতর জগতের সত্তাকে গ্রহণ করতে পারে না। কর্ম্মেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মই দেয় এর পূর্ণ দৃষ্টি। এই জন্যেই কর্ম্মের দ্বারা প্রাণ-কেন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারিনে। শাস্ত্রীয় কর্ম্মের শক্তি এই পর্য্যন্তই। জীবসত্তাকে সে যতই সংস্কৃত করুক, কখনও তাকে ভোগস্পৃহা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এই জন্যে শুভ কর্ম্মের দ্বারা পূণ্যবিশেষ অর্জ্জিত হলেও তার ক্ষয় হয়। কর্ম্ম কোন স্থায়ী ফল দেয় না, দিতে পারে না। কারণ তার উৎপত্তি হয় আসক্তি থেকে। আসক্তি প্রাণের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সংবদ্ধ। যেখানে প্রাণ আসক্তির সংকীর্ণতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে মুক্ত, সেইখানেই প্রাণের সঙ্গে বিরাট সত্তার পরিচয়। সেখানেই পাই প্রাণের সরলতা ও অনন্ত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু সাধারণত প্রাণের সাড়া আসক্তির সংকীর্ণ বেগ থেকে মুক্ত হয় না। তাই প্রাণ তার বিরাট ছন্দকে উদ্বোধিত করে জ্ঞানের পথ মুক্ত করতে পারে না। লৌকিক কর্ম্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম দুয়েরই উৎপত্তি প্রাণের বেগ থেকে। অলৌকিক কর্ম্মের ভোগ সূক্ষ্ম হলেও আমাদের জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় সত্তার সাড়া জাগাতে পারে না। উপনিষদে তাই কর্ম্মের প্রশংসা দেখতে পাইনে। আত্মজ্ঞান শূন্য মানব প্রাণ-কেন্দ্রেই সংবদ্ধ।

মানুষের ভেতর আরও সূক্ষ্ম সংবেগ আছে, যেখানে সে প্রাণের স্থূল সংক্ষোভ থেকে মুক্ত। তখনই হচ্ছে উপাসনার আরম্ভ। উপাসনার ভেতর আছে সত্যানুসন্ধানের সংবেদ। মানুষের অন্তর-সত্তাকে সে দীপ্ত করে, জীবনের উচ্চস্তর প্রকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাণের ঊর্দ্ধ-গতি সঞ্চারে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মবিকাশে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি উপাসনার নিত্য প্রাপ্তি হলেও উপনিষদ শক্তির চেয়ে জ্ঞানকেই বরণ করে নিয়েছে। কারণ জ্ঞান দেয় সত্যে প্রতিষ্ঠা, শক্তি দেয় ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠা। ঊর্দ্ধ চেতনায় যার শক্তিতে সমস্ত বিশ্ববিধৃত ও অনুপ্রাণিত, উপাসনা তার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দেয়। দিব্যজীবনের, দিব্যজ্ঞানের, দিব্যঅনুপ্রেরণায় আমাদের পূর্ণ করে। সত্তার সমস্ত স্তর বিরাট পুরুষের বিশ্ব-লীলার সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছন্দায়িত করে। কিন্তু উপাসনা শুধু একটা দৃষ্টি নয়। উপাসনার উর্দ্ধতর স্তরে মানুষের জ্ঞান এমনি চেতনার অবকাশ লাভ করে যে ক্রমশঃ মানবচেতনা অনুভব করে বিশ্বচেতনার সঙ্গে তার অভিন্নতা। সেই চেতনাকে অবলম্বন করে চেতনার অতি মানসরূপের পরিচয় পাই। ছন্দের আকর্ষণে সগুণ ব্রহ্মের সন্ধান। অনন্ত-রূপ, অনন্তছন্দ মুখরিত হয় জীবনের উল্লাসে। কিন্তু এত বিভূতিসম্ভারেও চেতনা তৃপ্ত হয় না। তার লক্ষ্য থাকে চেতনার একত্ব অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠার দিকে। সত্তার বিরাটত্বের অনুভূতির চেয়ে তার স্বরূপকে জানাই বড়। উপাসনা যে বিজ্ঞানের অবকাশ দেয়, তার ভেতর দিয়ে সত্যের বিশ্বরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলেও, মানবাত্মা ও পরমাত্মার ভেতর যদি কিছুও ব্যবধান থাকে তা হলে উপনিষদের চরম তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না। উপাসনা ব্রাহ্মী শক্তিতে ও দীপ্তিতে আমাদের পূরণ করলেও জীব ও ঈশ্বরের ব্যবধান পূর্ণরূপে তিরোহিত করতে পারে না, চায়ও না। কারণ তার স্থিতিই এখানে। উপাসনা চায় দিব্যজীবনের সব বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য। এজন্যেই কখনো কখনো ঈশ্বরীয় স্থিতির সঙ্গে সে প্রতিষ্ঠা করে অভিন্নতা,—সে অভিন্নতা শক্তির অভিন্নতা, সত্তার অভিন্নতা নয়। উপাসনা ঈশ্বর-শক্তির সংবেগে জীবকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন করতে পারে। কিন্তু তার নিরুপাধিক স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটি পরিষ্কার করতে হবে। ঈশ্বরের জ্ঞানের ও শক্তির সীমা নেই। সীমা থাকলে তাঁকে ঈশ্বর বলা যেতে পারে না। তাঁর সত্তা সর্ব্বত্র বিকশিত। তার সংকোচ হতে পারে না। সবই ঈশ্বরের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তিনি মুক্তির কারণ— অনাদি, অব্যয়। তিনি তাঁর অপ্রতিহত শক্তিতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করেন। বিশ্ব উর্ণনাভের জালের মত তাঁর থেকেই প্রসূত।

জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য এই জ্ঞান ও শক্তির সীমা ও অসীমত্ব নিয়ে নির্দ্ধারিত হয়। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সসীম; ঈশ্বরের তা অসীম।

জীবের এই সীমাবোধ তাকে ক্ষুদ্র করেছে। এ সীমার বেষ্টনী তাকে বদ্ধ করেছে সংস্থতির প্রবাহে। কিন্তু তার নৈসর্গিক আস্পৃহা জ্ঞানের ও শক্তির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হবার। এই আস্পৃহার জন্যেই সে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। কোন প্রবৃত্তির প্রেরণাই তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। কারণ তাদের উৎপত্তি হয় জীবনের প্রাথমিক প্রেরণা থেকে। এ প্রেরণা স্বভাবের সহজ সংস্কার। তার সঙ্গে উচ্চতর চেতনার কোন সম্বন্ধ নেই। প্রাথমিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় জীব বিষয় হতে বিষয়ান্তর ভোগ করে।

মানুষ কেবল শরীর ও প্রাণ নয়, তার সব চেষ্টার মূলে আছে একটা বিকশিত হবার আস্পৃহা। এ বিকাশের বেগ উৎপন্ন হয় প্রাণস্তরে, মনস্তরে, বিজ্ঞানস্তরে, আনন্দস্তরে। স্থূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশে তার স্বভাবের তৃপ্তি নেই। তাই সূক্ষ্ম বিকাশের জন্যে সে চায় ঈশ্বরের সম্বন্ধ। উপাসনায় তা স্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে। ভাবনার আতিশয্যে ক্রমশঃ ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়।

এখানে সিদ্ধির দুটো পথ। উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের শক্তিকে আকর্ষণ করে সত্তাকে পূর্ণ করতে পারি এবং নানাবিধ যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হতে পারি। এই হল যোগের পথ। এ পথে শক্তির নানারূপ আবেগ অধিকৃত করে, দিব্য বিভূতি বিকশিত হয়ে ওঠে, মানুষ তার প্রবৃত্তির সংস্পর্শ ও সংবেগ থেকে উত্তীর্ণ হয়! কিন্তু যোগের এটিই মুখ্য ফল নয়। সে ফল ঈশ্বর-জ্ঞান ও শক্তির পরিচয়। প্রকৃতির অধীনতাই জীবত্ব, প্রকৃতির ওপোর কর্ত্তৃত্বই ঈশ্বরত্ব। উপাসনার ফলে জীবে কখনও ঈশ্বরত্বের আবেশ হয়। উপাসনা দ্বারা জ্ঞানের ও শক্তির আতিশয্যে পূর্ণ হই। উপাসনা বিশ্বের কল্যাণছন্দে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রাণের ও বিজ্ঞানের স্পন্দনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তবুও সে অতিক্রম করতে পারে না এই ছন্দোময় জীবনের কল্যাণ-মূর্ত্তি,—তার প্রতিষ্ঠা সেখানেই।

মানুষের অন্তর্জীবনের ছন্দ আছে। প্রকৃতির ছন্দ আছে। ছন্দের সঙ্গে প্রাণশক্তির নিগূঢ় সম্বন্ধ। সৃষ্টি ছন্দেরই বিকাশ। ছন্দোবদ্ধ প্রাণসঞ্চার সৃষ্টিকে এত মধুর করেছে। সৃষ্টির সব স্তরেই এক অন্তর্নিহিত ছন্দের প্রেরণা আছে। এই ছন্দের ধারাই সৃষ্টির সকল স্তরে প্রকাশিত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমগ্র বিশ্বকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। প্রাকৃতজগতের ভেতর দিয়ে যে জীবন ও ছন্দের প্রকাশ, তাকে উপনিষদের ভাষায় বলা যেতে পারে অধিভূত। আর অন্তর্জীবনের ভেতর যে ছন্দ অনুভূত হয়, তাকে বলা যেতে পারে অধ্যাত্ম। বহিঃপ্রকৃতির আর অন্তঃপ্রকৃতির এই ছন্দের ভেতর একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে। তার কারণ এক অনবচ্ছিন্ন জীবনধারাই প্রকাশিত হচ্ছে অন্তঃ ও বহির্জীবনের ভেতর দিয়ে। জীবনের গভীর ছন্দের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত অনন্ত জীবনধারা আমাদের ভেদবোধ অপসারিত করে। জীবনের এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত প্রকাশ ভিন্ন আরও উচ্চতর প্রকাশ আছে অধিদৈব জগতে। অধিদৈব জগত অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগতের সমন্বয়কেন্দ্র। সেখানে চৈতন্যের সূক্ষ্মতা, দীপ্তি ও প্রাণের সুখময় কম্পন। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের ছন্দ এক হয়ে যায়। এই অধিদৈব জীবন স্বচ্ছ, প্রকাশশীল।*

---

* উপনিষদে প্রায়ই অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এই তিনটি কথার উল্লেখ আছে। এদের অর্থ জানা উচিত। একই চৈতন্যের এই তিনটী রূপ। চৈতন্য এক হলেও, তার প্রকাশ হয় অন্তঃ ও বহির্বিশ্বে। অন্তরে, বিশেষতঃ অন্তরের নানাবিধ ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে, অধ্যাত্ম, বাহিরে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও ভূতবস্তুসমূহের ভেতর দিয়ে অধিভূত, আর অন্তরীক্ষে সূর্য্য, চন্দ্রমা, গ্রহাদির ভেতর দিয়ে, তার প্রকাশ হয় অধিদৈব। অধ্যাত্ম subjective, অধিভূত objective। অধিদৈব এ দুটীর সমন্বয়। সূর্য্য, চন্দ্রমা ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা অন্তঃ ও বহির্জীবনের মধ্যে এই অধিদৈব জীবনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। ধ্যানস্তর থেকে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে দেয়। উপাসনার প্রত্যক্ষ ফল সমস্ত বিশ্বের একটা দিব্যরূপ। সাধক এই দিব্যরূপের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের বিরাটত্ব ধারণা করতে থাকে। তার অন্তর দীপ্ত হয় ঈশ্বরপ্রকাশে, স্ফূর্ত্ত হয় তাঁর শক্তিতে। এ অবস্থায় মানুষ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। উপনিষদের দৃষ্টিতে এ জ্ঞানও পরাজ্ঞান নয়, জীবত্বের পরিধি থাকা পর্য্যন্ত মানুষ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করতে পারে না। আরোহণের পথে যত সুন্দর জীবনের বিকাশ হোক না কেন, আমরা যত সূক্ষ্মজ্ঞানের গভীর আধার হই না কেন, সমস্ত প্রকাশকে পেরিয়ে সত্য সেখানে নিজের মহিমায় ("স্বে মহিম্নি") স্থিত, উপাসনায় সেখানে পৌঁছুতে পারিনা। ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর লোকের স্বচ্ছতা, শুভ্রতা, প্রজ্ঞা বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করলেও অনাবৃত জ্ঞান প্রকাশিত হতে পারে না। এইখানেই তার লাঘবতা। তখন আবশ্যক হয় ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভাবনা; এই ভাবনা আমাদের মুক্ত করে বিশ্বলীলার ও বিশ্বসৃষ্টির স্পন্দন থেকে। যে সনাতন অবিদ্যা ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ সৃষ্টি করেছে তাকে অপসারিত ক'রে মুক্তির চরম সার্থকতা দেয়।

অন্তঃ ও বহিঃজগতের একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ (correspondence) আছে; যেমন বুদ্ধির সঙ্গে সূর্য্যের, মনের সঙ্গে চন্দ্রমার, চোখের সঙ্গে তেজের, ঘ্রাণের সঙ্গে গন্ধের। ধ্যানের একটা ভূমিকায় এ সম্বন্ধের জ্ঞান হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার দুটী পথ—একটী সদ্যমুক্তির, আর একটী ক্রমমুক্তির। মুক্তি বল্‌তে বুঝি জ্ঞানের ও শক্তির ক্ষুদ্রতার অপসারণ। এ অবস্থা এমনি যেখানে জীবত্বের সব সংবেগ, সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বৃহত্তর ও দিব্যতর জীবনের সন্ধান পাই। সাধক লাভ করে দৈবী সম্পদ। তখন জীবনের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় ভাগবত মূর্চ্ছনা। জীবন লীলায়িত হয়ে ওঠে ভাগবত ছন্দে। জীবনধারার অভিব্যক্তি মানবেই শেষ হয়নি, তার আরও ঊর্দ্ধবিকাশ আছে—এবং মানুষ উপাসনার দ্বারা সেই অলৌকিক পথে আরোহণ করে। এই হল তার দিব্য সিদ্ধি। এই পথে যোগজ শক্তির বিকাশ। তপঃশক্তিতে ইচ্ছা হয় অপ্রতিহত। এ অবস্থাবিশেষকেও মুক্তি বলা হয়। কারণ এখানে পাই সংকীর্ণ জীবনের সমস্ত খর্ব্বতা থেকে পরিত্রাণ। কিন্তু অবিদ্যা থেকে এও প্রকৃত মুক্তি দেয় না। আত্মস্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ, কাল, কর্ম্ম থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হই। আত্মস্বারাজ্য শ্রেষ্ঠতম মুক্তি। সিদ্ধির শক্তি এখানে অকিঞ্চিৎকর। এই আত্মস্বারাজ্যই চরম প্রাপ্তি, এখানে অবিদ্যা অপসারিত। আত্মবিকাশ স্পন্দনশূন্য, স্বপ্রভায় উদ্ভাসিত—শিবম্, শান্তম্, অদ্বৈতম্। বিশ্বছন্দের ঊর্দ্ধে প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত; ছন্দ, ভাষা, স্পন্দন অন্তর্হিত। সে ব্যক্ত ময় অব্যক্তও নয়। ব্যক্তাব্যক্তের অতীত। বিশ্বচক্রের বিবর্ত্তন শান্ত, শক্তি নির্ব্বাপিত, বিশ্বলীলা স্তব্ধ। এই সত্য, এই মহিমা, এই অভয়। উপনিষদ বিদ্যায় এই অভয় প্রতিষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম কী

সমস্ত উপনিষদে মাত্র দুটী প্রশ্ন—ব্রহ্ম কী? এবং ব্রহ্ম সাধনা কী? প্রথমটী করে তত্ত্বনির্ণয়, দ্বিতীয়টী দেয় তত্ত্ববোধ।

উপনিষদ অন্তরে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে, অজ্ঞান দূরীভূত করে। আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদ শব্দের এই রকম ব্যাখ্যা করেছেন। অজ্ঞান জ্ঞানের আবরণ। অবিদ্যার অপসারণ বিদ্যালাভের উপায়। একমাত্র উপনিষদই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ আচার্য্যের মুখে শুনতে হয়। শ্রবণ বিষয়ে অনুপ্রবেশ দেয়। বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হলে মনন করি। শ্রুতি অনুকূল বিচারের নাম মনন। মননের দ্বারা বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়। তত্ত্ববিষয়ে সকল সংশয় দূরীভূত হয়। তখন তত্ত্বধ্যানে মগ্ন হই। ধ্যান দেয় তত্ত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞান। উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা শুধু যুক্তির উপর স্থাপিত হয়নি। যুক্তির অনন্ত রূপ। তার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শ্রুতিতে যুক্তির কথা থাকলেও, অনুভূতি ও আপ্ত-বাক্যের ওপর বেশী আস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণের সার্থকতা উপলব্ধি হলেই গুরুর কাছে যাই ও প্রশ্ন করি—ব্রহ্ম কী?

তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই বিদ্যা অতি সরলভাবে নিরূপিত হয়েছে। ভৃগু তাঁর পিতা বরুণের কাছে গিয়ে ব্রহ্ম কী জানতে চাইলেন। পিতা উপদেশ দিলেন, "যা থেকে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হ'য়ে জীবিত থাকে, যাতে আবার প্রবিষ্ট হয়, তাকে জান, তাই ব্রহ্ম।" সকল কার্য্যেরই কারণ আছে; কিন্তু যা প্রথম কারণ, তার আর কারণ থাকতে পারে না। যা বিশ্ব-কারণ, তাকেই শ্রুতিতে ব্রহ্ম বলা যায়। ব্রহ্ম শব্দটীর অর্থ বৃহৎ: যার চেয়ে বৃহত্তর আর কিছু হ'তে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই বিশ্বসৃষ্টির একমাত্র কারণ। বিশ্ব উৎপন্ন হ'য়ে ব্রহ্মেই বিধৃত আছে। সৃষ্ট হয়েও জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক হয় নি। বিশ্বাধারে তিনি নানা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হ'লেও, কখনও বিশ্ব থেকে পৃথক হননি। তাঁর শক্তি ও সত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশিত। সৃষ্ট জগৎ তারই ভিন্ন মূর্ত্তি। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে জগৎ সৃষ্টি ক'রে দূরে দাড়িয়ে থাকেন নি, জগতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে জগতকে অনুপ্রাণিত করেন। জড়জগৎ, প্রাণজগৎ, চিন্ময় জগৎ সকলের ভেতর প্রবিষ্ট হ'য়ে তিনি সত্তারূপে, প্রাণরূপে, জ্ঞানরূপে, আনন্দরূপে প্রকাশিত হচ্চেন। জলে বুদ্‌বুদের মতই ব্রহ্মে উৎপন্ন হ'য়ে ব্রহ্মেই লয় হয়। ব্রহ্ম হতে সৃষ্টি, ব্রহ্মেই স্থিতি, ব্রহ্মেই তার লয়। সৃষ্টি ব্রহ্মের বিশ্বানুপ্রবেশ, লয় বিশ্বের ব্রহ্মানুপ্রবেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্যরূপে এইভাবে তত্ত্বনির্ণয় ক'রে সেই তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ করবার জন্যে ভৃগু ও তাঁর পিতা বরুণের মধ্যে একটি বিশদ আলোচনা হয়। সেই আলোচনায় নানা বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। তাতে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ভৃগু তপস্যা করে এসে বল্লেন, যা থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, যাতে বিশ্বের বিধৃতি এবং যাতে বিশ্বের অনুপ্রবেশ তাই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে অন্নই হবে ব্রহ্ম। কারণ "অন্নে এই প্রাণীরা উৎপন্ন, অন্নেই জীবিত, অন্নেই তিরোহিত হয়"। পিতা বল্লেন আবার তপস্যা করতে। দ্বিতীয়বারের তপস্যায় ভৃগু জানলেন "প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণে এই জগৎ উৎপন্ন, প্রাণেই স্থিত এবং প্রাণেই তিরোহিত হয়।" বরুণ কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না, আবার তপস্যা করতে বল্লেন। এবার ভৃগু জানলেন "মনই ব্রহ্ম। মনে বিশ্ব সৃষ্ট, মনেই বিশ্ব স্থিত, মনেই তার লয়।" বরুণ কিন্তু আবার তপস্যা করতে বল্লেন, চতুর্থবারে ভৃগুর মনে হ'ল "বিজ্ঞান ব্রহ্ম। বিজ্ঞানে বিশ্বের উৎপত্তি, বিজ্ঞানেই ধৃতি, বিজ্ঞানেই পুনঃ প্রবেশ।" বরুণ বল্লেন আবার তপস্যা করতে, এবারের তপস্যায় ভৃগু বুঝলেন, "আনন্দ ব্রহ্ম। আনন্দে এই ভূতসকলের উৎপত্তি, আনন্দে স্থিতি, আনন্দে অনুপ্রবেশ"। এই বিদ্যাকে ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা বলা হয়েছে।

সূত্রাকারে উপনিষদের তত্ত্ব বলা হ'ল। মানুষের তত্ত্বজিজ্ঞাসা এলেই সৃষ্টির মূল অনুসন্ধান করে। দৃষ্টি ক্রমশই গভীর ও সূক্ষ্ম হয়। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়—অন্নই ব্রহ্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নই তত্ত্ব। এই অন্নকে জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ বলা হয়েছে। এ অন্ন কিন্তু স্থূল অন্ন নয়। এ হচ্ছে শক্তি বা শক্তির সেই রূপ যা জড়জগতে ক্রিয়াশীল এবং জড়-জগতের সমস্ত ক্রিয়ারই নিরূপক। জড়জগতে অণুপরমাণুর সমাবেশ আছে, সৃষ্টবস্তুর রূপ আছে, আকার আছে। এর থেকেই বোঝা যায় এই শক্তির কোন বিশেষ রূপ বিশ্বের বিধৃতির ও বিকাশের কারণ। এই শক্তিই অন্ন। অন্ন কথাটী এখানে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্নের দ্বারাই আমরা জীবিত থাকি, অন্নের দ্বারাই আমরা পুষ্ট হই। অন্নই বিশ্ব-কারণ। এ শক্তির এমন কোন যোগ্যতা নেই যা প্রাণরূপে প্রকাশিত হতে পারে। অন্নদৃষ্টি সত্যের নিম্নতম দৃষ্টি। এ দৃষ্টি শক্তির জড়বিকাশকেই লক্ষ্য করে। এর সূক্ষ্মতর বিকাশকে লক্ষ্য করে না।

শক্তি আরও উর্দ্ধ পর্য্যায়ে প্রাণ, মন, বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়। অন্নের পর নির্দ্দেশ করা হ'ল প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণও শক্তি-বিশেষ। শক্তি যখন জড়ের ক্রিয়া অতিক্রম করে' প্রাণসঞ্চার করে, তখন সৃষ্টি আরও সূক্ষ্মস্তরে উন্নীত হয়। অচেতন শক্তির ক্রিয়ার স্থলে প্রাণনক্রিয়ার আকুঞ্চন প্রসারণ ও বর্দ্ধনের পরিচয় পাই। প্রাণের দৃষ্টিতে সমস্ত জগত জীবিত বলে মনে হয়। অন্নের জগত থেকে প্রাণের জগতের এই প্রভেদ। প্রাণজগতে একটী কেন্দ্র নিয়ে শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই। সৃষ্টির স্তরে এ এক নবীন বিকাশ। স্থূল জগতে প্রাণহীন ও চেতনাহীন শক্তির সঞ্চরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত অস্পষ্ট। সেখানে জড়তা বেশী। কিন্তু প্রাণস্তরে শক্তির প্রকাশ স্ফুটতর। প্রাণ কেন্দ্রগত সঞ্চারণে আত্মপ্রকাশ করে। জীবাণুতে এই প্রাণের ক্রিয়া সুস্পষ্ট। বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিস্তার করেও শক্তি এখানে কেন্দ্রগত। প্রাণের রূপ এ ভাবেই বুঝি।

উপনিষদে প্রাণকে বিশ্বতত্ত্ব বলে গ্রহণ করা হয়। একে সৃষ্টির পুংতত্ত্ব (Positive Principle) বলা যায়। প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, প্রজাপতি সৃষ্টিকাম হয়ে প্রাণ ও রয়ি সৃষ্টি করলেন। প্রাণ পুংতত্ত্ব, রয়ি স্ত্রীতত্ত্ব।* প্রাণ রয়িকেই অবলম্বন করে নানাবিধ সৃষ্টির বিকাশে লীলায়িত হয়। এ প্রাণ মহাপ্রাণ। বার্গসঁর ভাষায় তাকে Elan Vital বলা চলে। উপনিষদে প্রাণ শব্দকে অনেকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শক্তি যখন প্রাণন ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয় তখনই তাকে মূলতঃ প্রাণ বলে। কিন্তু তত্ত্বের এইটেই চরম দৃষ্টি হতে পারে না। প্রাণময় বিশ্বে পাই জীবনের সাড়া ও স্পন্দন, কিন্তু এখানেও পাইনে উচ্চতর বিকাশের রূপ।

প্রাণদৃষ্টিকে অতিক্রম করে' সত্যকে (তত্ত্বকে) মন বলা হয়েছে। মন সঙ্কল্পাত্মক, ইচ্ছার আশ্রয়। সঙ্কল্পের সঙ্গে

---

* প্রাণকে পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায় Life Principle বলা চলে, রয়িকে বলা চলে Matter।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সঙ্কল্পের জাগরণে প্রাণের চাঞ্চল্য হয়। মন প্রাণ একত্রেই ক্রিয়া করে। এদের বলতে পারি প্রাণমনশক্তি (Vital-Mental Principle)। প্রাণ সঙ্কল্পের সঞ্চারণে ক্রিয়াশীল হয়, তা অনুভবসিদ্ধ। মন এখানে উচ্চতর বিজ্ঞান নয়। মন সঙ্কল্প বিকল্পই করে। তাই একে প্রাণের ভেতর চেতনার সাড়া বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, অথচ এই চেতনা বিজ্ঞানজগতের মত সুস্পষ্ট ও প্রণালীবদ্ধ নয়। এদের ছন্দ আছে। ছন্দই দেয় এদের স্বচ্ছতা। স্বচ্ছতার অভাব থেকেই অনেক সময় এদের ক্রিয়া ও প্রকাশ হয় অস্পষ্ট।

মনকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানজগতের পরিসর। বিজ্ঞান মন হতে সূক্ষ্মতর সত্তা। এখানে আছে বোধের স্থির ও সত্য দৃষ্টি। এই স্তরে বোধের স্বচ্ছতায় পাই চিতির স্পন্দন (Idee-force)। এ স্তর মনেরও ওপরে। মনের আলো অস্পষ্ট, বিজ্ঞানের আলো স্পষ্ট, ভাস্বর ও দীপ্ত। কোন অস্পষ্ট ধারণা বা ভাবনা এখানে নেই, নেই কোন সঙ্কল্পের ক্রিয়া। সঙ্কল্প ক্রিয়াত্মক, বিজ্ঞান প্রকাশাত্মক। এই প্রকাশ ক্রিয়াহীন নয়। ক্রিয়াশীল হয়েও সে প্রকাশশীল। সঙ্কল্প ক্রিয়াশীল, কিন্তু প্রকাশশীল নয়। তত্ত্বচিন্তায় এইভাবে বিজ্ঞানকেও কখন বিশ্বসত্তা বলা হয়। প্রকাশশীল সত্তাই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা।

তত্ত্বের পর্য্যায়ে আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ করলে সত্তার আনন্দ-রূপ প্রকাশ হয়। আনন্দই ব্রহ্ম। প্রকাশের রমণীয়তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও কমনীয়তা দেয় আনন্দ। আনন্দ বিকাশের উল্লাস। সে বিকাশ বাধাহীন। পূর্ণতম বিকাশেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। অন্তহীন অবকাশে বাধাহীন প্রকাশেই আনন্দের স্থিতি। আনন্দ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এর চেয়েও সূক্ষ্মতর তত্ত্ব। সে দেয় ঋতময় বোধের সঙ্গে সুখময় বোধ। ঋত, প্রজ্ঞা ও আনন্দই পরম প্রতিষ্ঠা। এই আনন্দদৃষ্টি অলৌকিক দৃষ্টি। মানসভূমিতে সে প্রতিষ্ঠিত নয়, অতিমানস চেতনায় প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব আনন্দোদ্ভূত ও আনন্দধৃত। এ বেদনা (feeling) নয়—বিশ্বতত্ত্ব, পরম সত্য। আনন্দেই প্রাণ-মন সঞ্জীবিত। জ্ঞানের বিকাশ আনন্দেই। আনন্দই জীবনের মূল সূত্র। আনন্দই জীবন, জীবনই আনন্দ। এই আনন্দ-সংবাদ তৈত্তিরীয় উপনিষদের পরম বক্তব্য। আনন্দের দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যানুভূতি। পূর্ণসত্তার জ্ঞানেই মানুষ তার ক্ষুদ্রত্বকে অতিক্রম করে। পূর্ণজ্ঞান দেয় আনন্দে প্রতিষ্ঠা। তখন মানুষ তার সাধারণ মানসজ্ঞানকে অতিক্রম করে শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বের অন্তঃসত্তা অনুভব করে। তখন সে অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই অমৃত, এইই কল্যাণ।

বৃহদারণ্যকে এই আনন্দের কথা স্ফুটতর হয়েছে। এই আনন্দ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বিশ্বসত্তারূপে নির্ণীত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ ব্রহ্ম

উপনিষদে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে সঙ্কল্প কর্ল্লেন। তিনি তাঁর দুই পত্নীকে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাইলেন। মৈত্রেয়ী বল্লেন, "যা আমায় অমৃত দেবেনা তা নিয়ে কি করবো?" মৈত্রেয়ীর ধনসম্পত্তি ও বিত্তের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা নেই দেখে যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন, "মৈত্রেয়ী, তুমি চিরকালই আমার প্রিয়। আজ আরও প্রিয় হলে। তোমাকে অমৃতের উপদেশ দিচ্ছি।" তারপর যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিলেন "পতি যে জায়ার কাছে প্রিয় তার কারণ পতি নয়, পতির ভেতর জায়া নিজের স্বরূপ দেখে বলেই। তেমনি জায়া যে পতির প্রিয় তার কারণ জায়া নয়, জায়ার ভেতরে পতি নিজের স্বরূপ দেখে বলেই। আদতে আত্মাই পরম প্রিয়। আত্মসম্বন্ধশূন্য হয়ে কেউই প্রিয় নয়। আত্মপ্রীতি পরম প্রীতি, সে প্রীতি অহেতুকী প্রীতি। বস্তু-প্রীতি আনন্দেরই প্রকাশ।

এই বিরাট বিশ্ব, তার অপরূপ দৃশ্য, তার রূপরাশি, তার অনন্ত অবকাশ—সমস্তই আমাদের অন্তরে আনন্দ জাগায়। বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই আমরা এর ভেতর দেখতে পাই। তাই এরা আত্মারই বিশ্বরূপ। যে আনন্দ বিশ্বের মূলে, সে আনন্দ আমাদের হৃদয়-গুহায়ও। সে আনন্দই আত্মা। বিশ্ব-আত্মাই আমার আত্মা, আমার আত্মাই বিশ্ব-আত্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাই পরমাত্মা। আত্মা আনন্দ বলেই প্রেমাস্পদ। পরমাত্মা আত্ম-স্বরূপ বলেই পরম প্রীতির বিষয়। মানুষ চায় আনন্দ কারণ তার স্বরূপই আনন্দ। তার ভেতর আছে আনন্দের আস্পৃহা, আর সে আনন্দ পায় সত্ত্বার বিকাশে। আত্মার বিশ্বরূপ জাগায় বিশ্বপ্রীতি। বিশ্বপ্রীতির মূলে আত্মপ্রীতি। আত্মারই ছায়া বিশ্ব। বিশ্ব আত্মারই রূপ।

ব্রহ্ম ও রস

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে রস কথাটী ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্মকে 'রস' বলা হয়েছে। 'রস' বলতে সাধারণতঃ এমন কিছু বুঝি যা আমাদের ভেতর আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়। জীবনের মূলে আছে রস। রস প্রাণকে সঞ্জীবিত করে। এই রসই আনন্দ; আনন্দের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আনন্দ যেখানে পূর্ণ, প্রাণ সেখানে প্রশান্ত। আনন্দে প্রাণ পুষ্ট হয়। প্রাণের উপজীব্য আনন্দ। প্রাণের চাঞ্চল্য আনন্দের অভাব থেকে উৎপন্ন। তখন তার রসসঞ্চার হয় না। ব্রহ্মই রস, এই রসকে লাভ ক'রে আমরা আনন্দকে লাভ করি। শ্রুতি বলেছেন জীবনের মূলে আছে আনন্দ রস—'আকাশ আনন্দ না হ'লে'কে প্রাণ ধারণ করত ?'

বিশ্বে সকলের মূলে এই রস আছে বলেই তারা আনন্দ দেয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকর্ষণ এখানে। যেখানে আনন্দ, ব্রহ্মরস সেখানে। বিষয়ের আনন্দও ব্রহ্মানন্দ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবুও সেখানে নেই তার পূর্ণবিকাশ। তাই সে চিরন্তন আকর্ষণের কারণ হয় না। তাতে পাইনে পূর্ণতৃপ্তি। কারণ, আনন্দ এখানে বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়।

সৃষ্টির স্তরবিশেষে আনন্দেরও বিকাশ হয় ভিন্নরূপে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে মানুষের আনন্দ, গন্ধর্ব্বের আনন্দ, দেবতার আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দ, প্রজাপতির আনন্দের উল্লেখ আছে। এই সব আনন্দলোক ব্রহ্মানন্দেরই ছায়া এবং এইখানে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাও ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ এই স্তরে বিকশিত হয় না বলেই এই সব স্তরকে অতিক্রম করতে হয়। তবেই হয় ব্রহ্মানন্দের লাভ। উপনিষদে আনন্দসাধনার এই বিশেষত্ব। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির সব স্তরে একই আনন্দের বিকাশ। বিষয়কে বিষয়রূপে না দেখে আনন্দরূপে দেখলে, বিষয় ব্রহ্মানন্দের দিকে বাধা না হয়ে বরং উপায়ই হয়। এই দৃষ্টি বিষয়দৃষ্টি নয়, এও ব্রহ্মদৃষ্টি। বিষয়ের ভেতর একটী অনুপম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পাই। এইভাবে বিষয়ের বিষয়রূপ অপসারিত হয়। বিশ্বের সকল বস্তু ও সকল সঞ্চারের ভেতর দিয়ে হয় আনন্দের প্রকাশ। অন্তঃস্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্যে এই আনন্দ-বিশ্ব উদ্ভাসিত। আনন্দরূপ বিশ্ব দেয় ব্রহ্মানন্দের সন্ধান— আনন্দস্নাত বিশ্বের ধ্যানে ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠা। আনন্দ-সাধনার প্রাপ্তি ব্রহ্ম। আনন্দ সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে আনন্দই সাধনা, আনন্দই সাধ্য। বিশ্বদৃশ্যের আনন্দমূর্ত্তিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবলম্বন করেই আনন্দস্বরূপকে প্রাপ্ত হই। আনন্দ দেয় অমৃত। আত্মানন্দের সঙ্গে সব আনন্দের যোগ আছে বলেই সকল আনন্দের ভেতর আত্মানন্দকে পাই। আত্মানন্দের ভেতরে সব আনন্দের নির্য্যাসকে দেখি। আনন্দসংবেদনের দুটি স্তর আছে। একটী বিশ্বের সকল বস্তুর ভেতর দিয়ে আনন্দের অনুভূতি। স্থূলে, সূক্ষ্মে ও কারণ-সত্তায় এই আনন্দ বিদ্যমান। অন্তরের সূক্ষ্ম সংবেদনা যত বিকশিত হয়, ততই আনন্দের সূক্ষ্মবিকাশ অনুভব করি। দ্বিতীয়টী কম্পন ও স্পন্দন থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দের আনন্দ মাত্র রূপ অনুভূতি। আনন্দ এখানে ঘনীভূত। এই অনুভূতি শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি। আনন্দ এখানে শুধু রস নয়, রসঘন।

আত্মার একত্ব

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে আত্মার একত্বও প্রতিপন্ন করা হয়েছে। একই আত্মবস্তু সকল পদার্থে অনুগত। আত্মভিন্ন হয়ে কারুরই স্বাধীন সত্তা নেই বলে আত্মসত্তা সর্ব্বত্রই অখণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন শঙ্খধ্বনিকে শঙ্খ বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, যেমন বীণার ঝঙ্কারকে বীণা বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, তেমনি এই বিশ্বের বিকাশকে—যাবতীয় বস্তুসমূহকে—আত্মসত্তা থেকে ভিন্নরূপে গ্রহণ করা যায় না; কারণ তারা সবই আত্মাসত্তার প্রকাশ। ভিন্নরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীয়মান হ'লেও তারা আত্মা বা ব্রহ্মের * সঙ্গে অভিন্ন। যেমন অগ্নি হতে বহির্গত তেজ, ধূম, শিখা, অগ্নিরই রূপ, তেমনি এই বিশ্ব, তার অনন্ত সম্ভার, (নামরূপ ক্রিয়া) ব্রহ্মেরই রূপ। এই বিশ্ব শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বতঃই ব্রহ্মসত্তা থেকে উদ্ভূত হ'য়ে তাতেই প্রকাশিত হচ্চে। এক প্রশান্ত স্থিতি থেকে লীলায়িত ঢেউএর মত নামরূপ ক্রিয়াত্মক জগত উৎপন্ন হচ্ছে। ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এই জগত। এই বিশ্ববৈচিত্র্য ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। কি সৃষ্টিতে, কি স্থিতিতে, কি সংহারে কোন কালেই এই বৈচিত্র্য ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়।

---

* ব্রহ্ম শব্দ ও আত্মশব্দ এক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণ ভাষায় ও ব্যবহারে "আত্মা" ও "পরমাত্মা" বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাকেই আমরা আত্মা বলি যা অন্তরে থেকে দীপ্ত ও নিয়মিত করে; তাকেই পরমাত্মা বলি যা বিশ্বের অন্তরে থেকে বিশ্বকে দীপ্ত ও নিয়মিত করে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ হলেও তাকে প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সকল অবকাশের অতীত ও আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা যায়। এইজন্যে তার বিরাটত্ব কেবল একটা মানসিক ধারণা হ'তে পারে না। কালের ও দেশের অতীত তত্ত্বই ব্রহ্ম। এমন কি তিনি সকলের নিয়ামকও নন, নিয়ামক হলেন ঈশ্বর। উপনিষদের দৃষ্টিতে আত্মা ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। তাই অনেক সময় আত্মশব্দ ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ আত্মার এইটেই স্বরূপ। যদিও আত্মশব্দে অন্তর্যামী পুরুষকেও বোঝায়, কিন্তু তিনি যখন "সত্যস্য সত্যম্", তখন তাঁর স্বরূপকে ব্রহ্মরূপেই বুঝতে হবে। এই দৃষ্টি অবলম্বন করেই এখানে আত্মশব্দ ব্যবহার করেছি। শ্রুতিতে এই ব্যবহার সুস্পষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমা-বিদ্যা

নারদ সনৎকুমার সংবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদে গভীর রহস্য পূর্ণ। নারদ নানা বিদ্যায় বিভূষিত থেকেও তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। তিনি ঋষি সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বলেছিলেন "ভগবন, আমি মন্ত্রবিৎ, আত্মবিৎ নই। শুনেছি শুধু আত্মবিদেরাই শোক থেকে মুক্ত। আমি শোকমগ্ন, আমাকে শোক থেকে মুক্ত করুন।" সনৎকুমার উত্তর করলেন্ "ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।"

সনৎকুমার দুটী শব্দ ব্যবহার করেছেনঃ ভূমা ও অল্প। অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে যে সব বিষয় উপস্থিত করে, তাকেই অল্প বলা হয়। আমরা দেখি, শুনি; কোন বিষয় বিশেষকেই নিয়ে আমাদের জ্ঞান। এ জ্ঞান অল্পেরই জ্ঞান। ভূমা জ্ঞান অসীমেরই জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান অশোক হবার কোন সন্ধান দেয় না। এইজন্যে তিনি নারদকে অসাধারণ জ্ঞানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের কথা হঠাৎ তিনি বলেন নি। বুদ্ধিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে উপনীত করে শেষে সেই তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, যা সর্ব্ব উপাধিশূন্য, নির্ব্বিশেষ। তাই ভূমা। ভূমা শব্দের অর্থ বিরাট, অপরিচ্ছিন্ন। সনৎকুমারের ভাষায় এ ভূমার জ্ঞান এমনি যে, এখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না। যেখানে অন্যকে দেখা যায়, শোনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, জানা যায়, তাই অল্প। যা ভূমা, তাই অমৃত ; যা অল্প তাই মর্ত্ত্য। নারদ প্রশ্ন করলেন, "ভগবন। এ ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত ?" সনৎকুমার উত্তর দিলেন, "মহিমায়।" সম্বন্ধশূন্য হ'য়ে, অতিমানস অনুভূতিতে এ মহিমা পরিস্ফুট হয়। এ জ্ঞানের ভেতর কোন সম্বন্ধ নেই বলেই এই ভূমাকে অন্তরে, বাহিরে, চতুর্দ্দিকে, উর্দ্ধে, অধেঃ কল্পনা করা হয়েছে। পরাজ্ঞান বিশ্ববোধকেও অতিক্রম করে। থাকে শুধু বোধিসত্তা। এখানেই আত্মক্রীড়া, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ অবস্থার প্রাপ্তি।

আত্মাতেই হয় গভীর রতি। জ্ঞানী বিষয়ের আবরণমুক্ত হ'য়ে বিচরণ করে। সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল স্পৃহা, চঞ্চল আকর্ষণ হ'তে মুক্ত হয়ে আত্মস্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবত্বের ক্ষুদ্রতা ও অল্পতা, ঈশ্বরত্বের বিরাটত্ব ও অপ্রতিহত শক্তির অধিকার থেকে জ্ঞানী মুক্তাত্মার অনুপম স্বাধীনতার আনন্দে তৃপ্ত হয়। দ্বিতীয় কিছুই থাকে না—থাকে শুধু উদার অসীম প্রশান্তি, সকল উপাধির বন্ধন মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি, বিশ্ববিজ্ঞান থেকে মুক্তি। এ মুক্তি আনন্দ স্বরূপ, শূন্য নয়। আনন্দ, কেন না পূর্ণসত্তার স্বরূপ বিকাশ এখানে। সকল উপাধির শেষেই আত্মস্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

উপনিষদ ব্রহ্মকে নানা দিক থেকে দেখেছে, তার কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। এবার দেখব সৃষ্টির ভেতর তিনি কি ভাবে অবতরণ করেন; কি সম্বন্ধ তাঁর দেশ ও কালের সঙ্গে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশ, কাল ও ব্রহ্ম

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনে দেশ, কাল ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে চমৎকার কথা পাই। সহজ হ'বে বলে নীচে সেই কথোপকথনের কিছুটা তুলে দিলুম।

গার্গী—এই পৃথিবীর ও অন্তরীক্ষ লোকের মধ্য, উর্দ্ধ ও অধঃ দেশ কার দ্বারা ব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য—আকাশের দ্বারা।

গার্গী—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কার দ্বারা ব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য—কালের দ্বারা। কাল আবার আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত।

গার্গী—আকাশ কার দ্বারা ব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য—অক্ষয়, অবিনাশী ব্রহ্মের দ্বারা, যিনি স্থূল নন্, সূক্ষ্ম নন, অজর অমৃত।

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে একটি গভীর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন —দেশ ও ব্রহ্ম নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কালের কথাও এসে গেছে। দেশে হয় সব বস্তুরই অবস্থিতি। কালে হয় ঘটনার পারম্পর্য্য। এ থেকে বোঝা যায় যে স্থিতি আকাশকে অবলম্বন করে এবং গতি কালকে অবলম্বন করে। কাল যেখানে নেই সেখানে গতিকে বুঝিনে। একথা স্পষ্ট। কিন্তু উপনিষদে আকাশকে যত বড় করে দেখা হয়েছে, কালকে তত বড় করে নয়। যাকে অবলম্বন করে সব বস্তুর পরিস্থিতি হয়, তার ভেতর স্থিতিরূপ যতটা পরিস্ফুট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যত্র ততটা নয়। এই আকাশই ব্রহ্মবোধের রূপ। গতি ও স্থিতির ভেতর কোনটা প্রাথমিক তা নিয়ে অনেক তর্ক থাকলেও সাধারণ ভাবে বুঝি স্থিতিকে অবলম্বন করেই গতি থাকে। আকাশ তাই পরম স্থিতি নয়—অনন্ত আকাশ যাতে অবস্থিত, তাই ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব ফুটে উঠেছে যাজ্ঞবল্ক্যের কথায়।

পরমকারণসত্তা

ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী আখ্যায়িকা আছে। ঋষি আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলে তাকে প্রশ্ন কর্‌লেন "যাকে জানলে সব জানা যায় তাকে কি জেনেছো?" পুত্র উত্তর দিলেন, "না।" তখন আরুণি পুত্রকে উপদেশ দিলেন কার্য্য কারণ তত্ত্বনিয়ে। কার্য্য কারণের বিকার, কারণ হতে ভিন্ন নয়। কার্য্য-গুলির আকার ভিন্নপ্রকারের বলেই কার্য্যকে কারণাপেক্ষা ভিন্ন বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারণ হতে কার্য্যের সত্তা পৃথক নয়। ঘট কার্য্য, মৃত্তিকা কারণ। দেখতে দুইই ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপে ঘট ও মৃত্তিকা আকারভেদ মাত্র। বিকার সত্য নয়, সত্য হ'ল কারণ। স্বর্ণ কারণ; বলয়, মুকুট, বিকার মাত্র।

কার্য্যকারণের এই দৃষ্টি অবলম্বন করে আরুণি বল্লেন, এই বিশ্ব কার্য্য, ব্রহ্ম কারণ। জগত ব্রহ্মেরই রূপ। কার্য্যরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর নাম, রূপ, ক্রিয়া আছে। কারণ রূপে এই ব্রহ্ম। নাম, রূপ, ক্রিয়া বিকার মাত্র। সৃষ্টি কারণের কার্য্যানুপ্রবেশ। সৃষ্টির ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কারণ নেই বলে তাকে অদ্বিতীয় বলা হয়েছে।

সাধারণতঃ কারণ বলতে দুটী কারণ বুঝি, উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার। উপাদানকে বিবিধভাবে সন্নিবেশিত করে নানা রূপ দেয় কুম্ভকার। জগতসৃষ্টিতে উপনিষদ কখনও দুই পদার্থ স্বীকার করে না। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের কোন কারণ নেই। ব্রহ্মই উপাদান কারণ, ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ। জগত ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। তিনি জগত সৃষ্টি করেন, অথচ সৃষ্টিতে তাঁর স্বরূপের কোন পরিণতি হয় না। সৃষ্টিতে তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হলেও তাঁর স্বরূপ বিচ্যুত হয় না। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন থাকেন, সৃষ্টির পরেও তেমনি থাকেন। তাঁর স্বরূপে কোন পরিবর্ত্তন নেই। স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হয়েও তিনি সৃষ্টিতে বহুরূপে প্রকাশিত। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে। গার্গী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়ে জনকসভায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি কার্য্য কারণ সূত্রকে অবলম্বন করে স্থূল হতে সূক্ষ্ম সত্তার বিষয়ের অবতারণা করেন। কারণ সত্তা কার্য্য সত্তা থেকে ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। এটা প্রত্যক্ষ। ঘট কার্য্য, মৃত্তিকা কারণ, ঘট থেকে মৃত্তিকার সত্তা ব্যাপক। পৃথিবীর কারণ জল, জলের কারণ অগ্নি, অগ্নির কারণ বায়ু, বায়ুর কারণ অন্তরীক্ষ। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হই কারণ সত্তার অন্বেষণে। যাজ্ঞবল্ক্য অন্তরীক্ষ লোকেরও সূক্ষ্মতর আশ্রয়ের কথা বলতে লাগলেন। অন্তরীক্ষ লোক গন্ধর্ব্ব লোকের দ্বারা, গন্ধর্ব্বলোক আদিত্য লোকের দ্বারা, আদিত্য লোক নক্ষত্রলোকের দ্বারা, নক্ষত্রলোক দেবলোকের দ্বারা, দেবলোক ইন্দ্রলোকের দ্বারা, ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোক দ্বারা ব্যাপ্ত। এই প্রজাপতিলোক পরিব্যাপ্ত সূক্ষ্মতর ব্রহ্মলোকের দ্বারা। ব্রহ্মলোকই পরম সূক্ষ্ম। গার্গী জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্রহ্মলোক কোথায় অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য এ প্রশ্নের গভীরতা উপলব্ধি করে গার্গীকে আর প্রশ্ন করিতে নিষেধ করলেন কারণ ব্রহ্ম কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার অতীত।

কথা উঠতে পারে তিনি পূর্ণ হয়েও কি করে বিশ্ব সৃষ্টি করেন? এক হয়েও কিরূপে বহুরূপে প্রকাশিত হন? শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মের একটী শক্তি আছে 'মায়া'। এ মায়াকে অবলম্বন করে তিনি এক হয়েও বহুরূপী হন। "ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপ গ্রহণ করেন।"

মায়া

মায়া ব্রহ্মের সৃজন শক্তি। তিনি এ শক্তিকে অবলম্বন করেই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। যে শক্তির দ্বারা অসীম থেকে সীমার উৎপত্তি, সেই শক্তিই মায়া। সৃষ্টি অসীমের সীমায় প্রকাশ, দেশ কাল রহিত বস্তুর দেশ কালের ভেতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ। এ শক্তিকে অবলম্বন করেই তিনি পরম কারণ, কারণের কারণ। শক্তি তারই চেতনায় বিধৃত হয়ে সৃজন করে। এই জন্যেই সৃষ্টিতে আছে আনন্দের উন্মেষ। সৃষ্টিতে আনন্দের কোন স্বরূপচ্যুতি হয় না -অথচ তার স্ফূর্ত্তি হয় অনন্তরূপে। সৃষ্টি তাঁরই সঞ্চার। যে শক্তি এই একরূপ তত্ত্বকে বহুরূপে দেখায় সে বিস্ময়ের বস্তু, সে শক্তি কৌতুকময়ী। সৃষ্টি ব্রহ্মশক্তির কৌতুকক্রীড়া। আনন্দের সঞ্চার ভিন্ন, অন্তর উন্মেষ ভিন্ন এর কোন কারণ নেই—থাকতে পারে না। পূর্ণের বিশ্বরূপে প্রকাশ, তাঁর খেলা বা লীলা। লীলার কৌতুকময়ী শক্তিই মায়া। এর স্বরূপ রহস্য পূর্ণ। পূর্ণকে অখণ্ডকে কেমন করে খণ্ডরূপে দেখায়, বুদ্ধির কাছে তা বিস্ময়কর। মায়ার কিন্তু কার্য্য এই। এ রহস্য চিরকালই বিস্ময়াবৃত।

সংবর্গ বিদ্যা

ব্রহ্মশক্তি যে জগতের মূল থেকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করছেন, তা সংবর্গ বিদ্যায় সুস্পষ্ট হয়েছে। এ বিদ্যার বিষয় ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। এই বিদ্যা বিশ্বকে দুই ভাগে বিভাগ করেছে—অন্তর্বিশ্ব ও বহির্বিশ্ব। এ দুই বিশ্বই ক্রিয়াশীল। অন্তঃশক্তি 'প্রাণ', বহিঃ শক্তি 'বায়ু'। অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হয়, তা লীন হয় বায়ুতে। সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তা বায়ুতেই হয় লীন। এ হল শক্তির অধিদৈব ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন পুরুষ নিদ্রিত হয়, তখন বাক্‌শক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, চক্ষু, শ্রোত্র, মন—সকলই প্রাণে প্রবেশ করে। অন্তর্জগতে যা প্রাণ, বহির্বিশ্বে তাই বায়ু। প্রাণ ও বায়ু একই শক্তির দুই বিকাশ। এর থেকে বোঝা যায় যে শক্তিই বিশ্বের বিধৃতি। প্রাণ ও বায়ু শক্তিরই রূপ বিশেষ। এই শক্তিই 'মায়া'। এ শক্তি সকল বিশ্বে বিরাজ করে। সেই প্রাণ, সেই বায়ু, সেই বিশ্বধার। ব্রহ্মতে ওতপ্রোতভাবে সে বিদ্যমান। বিশ্ব এই শক্তিরই পরিণতি। এ শক্তিকেই সংবর্গবিদ্যায় প্রাণ ও বায়ু বলা হয়েছে। মায়া ছাড়া জগতে কিছুরই কোন ক্রিয়া হয় না। মায়া বিশ্ব শক্তি।

অন্তর্যামী বিদ্যা

ব্রহ্ম অন্তর্যামী পুরুষ, তাঁর বিশ্বরূপ আছে। তিনি অন্তরের অন্তর্যামী—বিশ্বেরও অন্তর্যামী। ইনি যখন অন্তরে থেকে আমাদের নিয়মন করেন তখনই হয় তাঁর অধ্যাত্মরূপ। শ্রুতি বলেছেন—

"যিনি প্রাণে থেকে প্রাণের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, প্রাণ যাঁকে জানতে পারে না, প্রাণ যাঁর শরীর তিনি অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি বাক্যে থেকে বাক্যের অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাঁকে বাক্য জানতে পারে না, বাক্য যাঁর শরীর, তিনিই অন্তর্যামী অমর আত্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি চক্ষুতে থেকে চক্ষুর অভ্যন্তরে রয়েছেন, চক্ষু যাঁকে জান্‌তে পারে না, চক্ষু যাঁর শরীর—তিনিই চক্ষুর অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি কর্ণে থেকে কর্ণের অভ্যন্তরে রয়েছেন, কর্ণ যাঁকে জান্‌তে পারে না, কর্ণ যাঁর শরীর—তিনিই কর্ণের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি মনে, বুদ্ধিতে ও বীর্য্যতে থেকে, মন, বুদ্ধি ও বীর্য্যের অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাঁকে মন, বুদ্ধি ও বীর্য্য যাঁকে জান্‌তে পারে না, মন বুদ্ধি ও বীর্য্য যাঁর শরীর—তিনি অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

যিনি স্পর্শেন্দ্রিয়ে থেকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাঁকে স্পর্শেন্দ্রিয় জানতে পারে না, স্পর্শেন্দ্রিয় যাঁর শরীর, তিনি স্পর্শেন্দ্রিয়ের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

তাঁর অধিভূত রূপের প্রকাশ হয়, ভূত পদার্থের সংস্পর্শে। যিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপাদির অভ্যন্তরে আছেন, অথচ শব্দ-স্পর্শাদি ভূত সকল যাঁকে জান্‌তে পারে না, ভূত সকল যাঁর শরীর—তিনি ভূতসকলের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।”

তাঁর আধিদৈবিক রূপের কথা এখন বলা হচ্ছে। তিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোকে, সূর্য্য, চন্দ্রমা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারকা, আকাশ, আলোক, অন্ধকারে থাকাতেও তারা তাঁকে জান্‌তে পারে না। এরা তাঁর শরীর, তিনি এদের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

একই আত্মা অন্তর্যামী রূপে ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে আছে। তিনি আমাদের অন্তরে অন্তর্যামী, বিশ্বের অন্তরে অন্তর্যামী। সূক্ষ্ম ও দিব্যতে তিনি অন্তর্যামী, ব্যষ্টির অন্তর্যামী, সমষ্টির অন্তর্যামী।

চিত্ত প্রদীপ্ত হলে আমরা এই অন্তর্যামী পুরুষকে অনুভব করতে পারি। প্রথমে অন্তঃসত্ত্বায় তাঁকে উপলব্ধি করি। অবশেষে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্বে তাঁকে অনুভব করি। সংবর্গ বিদ্যা ও অন্তর্যামী বিদ্যা ব্রহ্মের বিশ্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় (cosmic divine)। কিন্তু এতেই তাঁর স্বরূপের শেষ হয় না। তাঁর নিজের স্বরূপে তিনি বিশ্বাতীত (transcendent divine)।

মধু বিদ্যা

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মধুবিদ্যার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বের সব পদার্থের আনন্দ রূপ আছে। সকলের ভেতরই ব্রহ্মানন্দের স্ফূর্ত্তি হয়। এই আনন্দ থাকে ওতপ্রোত ভাবে। মধুবিদ্যায় বিশ্বের একটি আনন্দরূপের ছবি দেওয়া হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ শুধু আনন্দের আনন্দমাত্র অনুভূতি নয়, আনন্দের উৎসব। * আনন্দে বিশ্বে উদ্বেলিত। সকলে আনন্দ, সকলেই অন্যের ভেতর আনন্দ আস্বাদ করে। প্রত্যেকে হয় প্রত্যেকের আনন্দ।

এ বিশ্বময় আনন্দবোধ ব্রহ্মজ্ঞানের ভূমিকা। ব্রহ্মানন্দের বিশ্বাতীত স্বরূপের অনুভূতির পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা সাধক লাভ করে থাকেন। এখানেও অধ্যাত্ম, আধিদেব, অধিভূত বিশ্বের অনুভূতি হয়। উপনিষদের দৃষ্টি খুলে গেলে এই আনন্দকেই

---

* "পৃথিবী মধু, ভূত সকল পৃথিবীর মধু। অপ মধু, ভূত সকল মধু। অপ ভূত সকলের মধু, ভূত সকল অপের মধু। অগ্নি মধু, ভূত সকল মধু, অগ্নি সকল ভূতের মধু, ভূত সকল অগ্নির মধু। বায়ু মধু, ভূত সকল মধু; বায়ু সকল ভূতের মধু, ভূত সকল বায়ুর মধু। আদিত্য মধু, ভূত সকল মধু; আদিত্য সকল ভূতের মধু, ভূত সকল আদিত্যের মধু। দিক মধু, ভূত সকল মধু; দিক সকল ভূতের মধু; ভূত সকল দিকের মধু। চন্দ্র মধু, ভূত সকল মধু; চন্দ্র ভূত সকলের মধু, ভূত সকল চন্দ্রের মধু। বিদ্যুত মধু, ভূত সকল মধু; বিদ্যুত ভূত সকলের মধু; ভূত সকল বিদ্যুতের মধু। মেঘ মধু, ভূত সকল মধু; মেঘ সকল ভূতের মধু, ভূত সকল মেঘের মধু। আকাশ মধু, ভূত সকল মধু; আকাশ সকল ভূতের মধু, ভূত সকল আকাশের মধু। ধর্ম্ম মধু, ভূত সকল মধু; ধর্ম্ম সকল ভূতের মধু, ভূত সকল ধর্ম্মের মধু; সত্য মধু, ভূত সকল মধু; সত্য ভূত সকলের মধু, ভূত সকল সত্যের মধু। মানুষ মধু, ভূত সকল মধু; মানুষ ভূত সকলের মধু, ভূত সকল মানুষের মধু। আত্মা মধু, ভূত সকল মধু, আত্মা সকল ভূতের মধু; ভূত সকল আত্মার মধু।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সর্ব্বত্র অনুভব করি কি অন্তর সত্তা, কি বিশ্বসত্তা, কি বিশ্বাতীত সত্তায়। মধুবিদ্যা আনন্দ ছন্দে পূর্ণ। এর ছন্দে আমাদের চিত্ত এই বিশ্বময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। বিশ্বময় আনন্দ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দ এখানে উদ্ভাসিত সৃষ্টির সব স্তরে ও ছন্দে। মধু বিদ্যা এই উদ্বেল আনন্দের রূপ সঞ্চার করে। এই বিদ্যায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রত্যেক পদার্থের অন্তরে এক তেজোময় পুরুষ আছেন, যিনি অমৃতময়। তিনি অন্তরে আছেন বলে সকলেই তেজোময় ও আনন্দময়। পৃথিবীতে তিনি অন্তর্নিহিত আছেন বলেই পৃথিবী আনন্দময়, শরীর তেজোময়, আনন্দময়। অপে তিনি বর্ত্তমান, তাই অপ অমৃতময়। রেতে তিনি বর্ত্তমান বলেই রেত তেজোময়, অমৃতময়। বায়ুতে তিনি আছেন তাই বায়ু তেজোময় ও অমৃতময়। প্রাণে তিনি আছেন বলেই প্রাণ অমৃতময়। আদিত্যে, দিকে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, মেঘে, আকাশে —তিনি আছেন বলেই তারা তেজোময়, অমৃতময়; তেমনি চক্ষু, কর্ণ, মন, ত্বক, শব্দ, হৃদয়ে ত আছেন বলেই তারা দীপ্তিময় ও অমৃতময়।

পদার্থের (ভূত সকলের) অন্তরে এক দীপ্তি আছে; প্রত্যেক অধ্যাত্ম শক্তির অন্তরে আছে এক দিব্য চেতনা। চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ও বাইরে এরূপ দিব্য আনন্দের পরিচয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশ্বানর বিদ্যা

সত্যের বিশ্বমূর্ত্তির কথা আগেই বলেছি। তার বিশ্বরূপের ভাবনা বৈশ্বানর বিদ্যায় আরও পরিষ্কার হয়েছে। এই বিশ্বরূপ এক একটী অবয়বে বদ্ধ নয়। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহরাশি—সকলই তাঁর রূপ হলেও ব্যষ্টিরূপে এরা তাঁর বিশ্বমূর্ত্তি নয়। সমগ্র বিশ্ব সেই বিরাটেরই রূপ। এই পুরুষ প্রাণে, বাকে, মনে, বিজ্ঞানে প্রকাশিত—তাঁর সত্তা গ্রহমণ্ডলে ব্যাপ্ত। তিনি সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বময়। এই বৈশ্বানর পুরুষের ভাবনা শুধু বিশ্বেই আবদ্ধ নয়। তাঁর ভাবনা ব্যক্তি বিশেষের ওপোরে হতে পারে। মানুষ তার ইন্দ্রিয় ও শক্তির সঙ্গে আধিদৈবিক শক্তি অভিন্ন দেখে নিজেকে বৈশ্বানর পুরুষ রূপে ভাবনায় লিপ্ত হয়। ভাবনা ব্রহ্ম দৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করে। ব্রহ্ম ভাবনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম সত্তার অনুভব হওয়া দরকার। এই ব্রহ্মানুভূতির জন্যে বুদ্ধির সাধারণ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যে জগতে যেমন ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন করা দরকার, তেমনি দরকার আমাদের সত্তার ব্যাপক দৃষ্টি স্থাপন করা। দুয়ের ভেতর একটা ঐক্য স্থাপন করাও আবশ্যক। এরূপ দৃষ্টি স্থাপন করতে পারলে স্বাভাবিক 'সংকীর্ণতা থেকে মানুষ মুক্ত হয়। ব্রহ্ম-দীপ্তির অন্তর উজ্জ্বল হয়ে অন্তরে বাহিরে—এক দিব্য জ্ঞান লাভ করে। এক স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় সত্তার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে জ্ঞানে পূর্ণ হয়। বিশ্বময় একই সত্তার হয় অনুভূতি—জ্ঞানদীপ্ত, ভাস্বর, তেজোময়, জ্যোতির্ময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরণ্যগর্ভ

সৃষ্টিতে অনেক স্তর থাক্‌লেও একটা শৃঙ্খলা আছে। শৃঙ্খলা-সূত্র নিয়ে সমষ্টিবোধের বিকাশ হয়। এই সমষ্টিবোধ বিরাট বোধ।

কিন্তু সমষ্টিবোধও ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত : ব্যষ্টির বিকাশ সৃষ্টির একটি স্তর। এই বিকাশের প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। এঁরই সঙ্গে ব্যষ্টিজীব জগতের (world of personality) সরণ হয়। সৃষ্টির অব্যক্ত ও ব্যক্ত রূপ আছে। ব্যক্ত রূপই ব্যষ্টিরূপ। এই ব্যষ্টিজগতের ভেতর আছে জীবজগৎ। জীবজগৎ চেতনাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়। হিরণ্য গর্ভের সৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিজগতের স্ফুরণ হয়। হিরণ্যগর্ভই মুখ্য জীব, অন্য জীবেরা গৌণ।

চেতনা যখন ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে, সৃষ্টির তখনই অপূর্ব্ব প্রকাশ। এই ব্যষ্টিজগতে জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের যে পরিমাণ বিকাশ হবার সম্ভাবনা অন্য কোথাও তা নেই। সৃষ্টি-ধারায় একদিকে চেতনার অস্ফুট বিকাশ, আর এক দিকে স্ফুট বিকাশ। জড়জগতে চেতনার অস্ফুট বিকাশ থাক্‌লেও তার উপাদান এমন নয় যে সেখানে চেতনা মূর্ত্ত হয়ে বিকশিত হতে পারে। আর ঊর্দ্ধচেতনা সবিশেষ রূপে প্রকাশিত হলেও তাতে ব্যষ্টিত্বের স্ফুরণ হয় না, আকাশের মত সে অপরিচ্ছিন্ন। ব্যষ্টিত্বের ভেতর একটা পরিচ্ছিন্ন ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরণ্যগর্ভ পুরুষ চেতনার প্রাথমিক ব্যক্তিবোধ। তার সঙ্গে সকল ব্যষ্টিজীবের সম্বন্ধ আছে, কারণ ইনি হলেন মুখ্য বক্তি। কিন্তু ইনি ঈশ্বর নন, ইনিও জীব। সূক্ষ্ম জ্ঞানবিজ্ঞানের ইনি আধার, প্রকাশশীল ও স্বচ্ছ। এঁর ব্যক্তিত্বে চেতনার স্ফুটতর প্রকাশ। কারণ ইনি ব্যক্তিচেতনার মূল আশ্রয়। এঁর বিকাশ হয় সৃষ্টির কোনো কালে, ইনি আদিম পুরুষ নন। আদিমপুরুষের অসৃষ্টব্যক্তিত্ব (uncreated personality) আছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্থ এই যে তাঁর মত আর কেউ নেই। তিনি সবিশেষ বলেই ব্যক্তি—তাঁকে পুরুষোত্তম বলা যায়। তাঁর ভেতর স্থূল ও সূক্ষ্ম, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে। কিন্তু হিরণ্যগর্ভের ব্যক্তিত্ব এ রকম নয়, তাঁর জ্ঞান ও শক্তি গৌণ। জীবের অপেক্ষা অধিকতর হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তার সীমা আছে। তিনি তাঁর জীবভাবকে অতিক্রম কর্ত্তে পারেন না। সত্ত্বাতিশয্যে তাঁর উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, জ্ঞান, শক্তি, সাধারণ জীবের চেয়ে অনেক বেশী। যোগযুক্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ, কল্যাণরত তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, তাই পরিচিত ঈশ্বরীয় জ্ঞানধারার সঙ্গে। এই সব কারণে তাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলে—তাঁর অন্তর তেজময়।

শব্দ ও ব্রহ্ম

উপনিষদে শব্দব্রহ্মের কথা আছে। প্রাচীনকাল থেকেই শব্দ ও অর্থের সঙ্গে একটী নিবিড় সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দ অর্থকেই জ্ঞাপন করে। ঘট, পট, মঠ এরা শব্দ ; এদের বিষয় হচ্ছে ঘট-বস্তু, পট-বস্তু, মঠ-বস্তু। কিন্তু প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে শব্দের কারণ ও কার্য্যাবস্থা স্বীকার করা হয়। সৃষ্টবস্তুর একটা সংজ্ঞা আছে। এই সংজ্ঞা শব্দ বা নাম। কিন্তু এ শব্দ সাধারণ শব্দ। এ শব্দ ভিন্নও পরা শব্দ আছে তা অনাদি, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান। তাকে কানে শোনা যায় না। এ হ'ল নিঃশব্দের শব্দ (Voiceless Voice)। শব্দ শাস্ত্রের আচার্য্যেরা একেই বস্তু বলেছেন। বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা বাঙ্ময় বিশ্ব। নামরূপ ক্রিয়াই বাস্তব বিশ্ব। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম স্পন্দনই শব্দ বা নাদ। নাদে বিন্দুর উৎপত্তি। সাধারণ দৃষ্টিতে রূপ যেমন বস্তু থেকে পৃথক, যোগজ দৃষ্টিতে কিন্তু বস্তু রূপ থেকে পৃথক নয়। পদার্থের সূক্ষ্মরূপের বিচার কর্‌লে দেখি শব্দ সমাবেশ ভিন্ন অর্থ বলে কোন কিছুই নেই। শব্দ-তরঙ্গ রূপ ও সংজ্ঞা (form and name) প্রাপ্ত হয় এবং বস্তুর মত অবভাসিত হয়। শব্দতরঙ্গই সৃষ্টির মূল। বাকের স্থূল বিকাশ অর্থ। বাকের সূক্ষ্মরূপে শব্দই নিহিত আছে। বাক্‌ই শব্দ। প্রজ্ঞা বাক্ রূপেই প্রকাশিত হয়। এই বাক্‌কে অবলম্বন করে প্রজ্ঞালোকে আরোহণ করতে পারি।

বাক্ ও অর্থের সম্বন্ধ বলা হয়েছে। এই যে সম্বন্ধ এর সংযোগ হয়েছে সৃষ্টির আদিম অবস্থা থেকে। তাই কেউ কেউ বলেন এই সংযোগ ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত। ঈশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছাকৃত বলার চেয়ে নৈসর্গিক বলাই আরও ভাল। ঈশ্বর ইচ্ছা করলেও এই সম্বন্ধের বিচ্যুতি কখনও হয় না।

স্থূল বস্তু এখানে কিছু নেই। যা আছে তা নাম ও রূপ। তাই বাঙ্ময় জগতই জগতের প্রকৃতরূপ। বস্তু রূপ জগতের পেছনে থাকলেও অপার্থিব—তা সৃষ্টির মূল উৎস। এই বাঙ্ময় বিশ্বে প্রবেশ করতে পারলে আমরা সাধারণ বস্তু-বোধের সীমাকে অতিক্রম করি।

শব্দ বিকশিত হবার আগে প্রাণের সঞ্চার হয়। প্রাণই বিশ্ব প্রকাশের শক্তি। অব্যক্তের ব্যক্তপ্রকাশ প্রাণেরই কম্পনে। প্রাণের কম্পন আকাশকে অভিঘাত করে' শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই জন্যেই প্রত্যেক শব্দের একটা রূপ আছে। প্রাণকম্পন ও আকাশের ব্যাপ্তির তারতম্য অনুযায়ী এই রূপের বিকাশ হয়। কোন শব্দে প্রাণের কম্পন হয় গুরু কোথাও বা লঘু। মন্ত্রের উৎপত্তি প্রাণের আকাশের ওপোর অভিঘাত থেকে। প্রাণের কম্পন ও অভিঘাত যত ধীর (শব্দ যত সূক্ষ্ম হবে), আকাশের ওপোর অভিঘাতও তত শান্ত। এই অভিঘাতের তারতম্যানুসারে মন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়। মন্ত্রের দ্বারা মহাপ্রাণে ও সূক্ষ্মাকাশে কম্পনের সঞ্চার। প্রত্যেক মন্ত্রটি এরূপ শক্তির দ্যোতক। তার ভেতর এমন শক্তি আছে যে আমাদের চেতনাকে ক্রমশঃ উর্দ্ধাভিমুখে নিয়ে যায় এবং বৃহত্তর বোধে প্রতিষ্ঠিত করে। মন্ত্রের কাজ এই। স্বাভাবিক আমাদের চেতনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে বিষয়ে আকৃষ্ট ও বদ্ধ। অপরিচ্ছন্ন চেতনার স্বাভাবিক বৃত্তি অনুভব করি নে। এই অনুভব বিকাশের জন্যে শব্দ বা মন্ত্রের প্রয়োজন। চেতনার অবকাশে প্রতিষ্ঠিত হবার শব্দ একটা কৌশল মাত্র।

উপনিষদ শব্দ-ব্রহ্ম বাদকে এই জন্যেই গ্রহণ করেছে। ব্রহ্মই শব্দরূপে প্রকাশ পান। শব্দ তাঁর প্রতীক। এই শব্দ প্রণব (ওঁ)। অনুভবসিদ্ধ ব্যক্তিরা বলে থাকেন এর এমন শক্তি আছে যে আমাদের চেতনাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় থেকে মুক্ত করে মহা অবকাশের বোধে প্রতিষ্ঠিত করে। মহাকাশে সব বিশ্ব লীন হয়। থাকে মাত্র অবকাশ, নাদ ও চেতনা। আমরা স্থূল আকাশ (Physical Space) থেকে মুক্ত হয়ে চেতনার অবকাশে (Spiritual Space) প্রবিষ্ট হই।

এই অবকাশের সাক্ষীই আত্মা। শব্দের একটি কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি আছে। সেই শক্তি বিক্ষিপ্ত চেতনাকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে। এমন কি চেতনাকে অন্তঃকরণের সংকীর্ণ সীমার গণ্ডী থেকে মুক্তি দেয় ও তার স্বাভাবিক অসীমত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ ভাবে শব্দ-ব্রহ্ম সাধনা ব্রহ্মনিষ্ঠা ও স্থিতির কারণ হয়। চেতনা সাধারণতঃ কাল ও দেশের ভেতর দিয়ে বিশ্ব প্রকাশ করে। এ কিন্তু দেশ ও কালের ব্যবধানের অতীত। চেতনার পূর্ণ সাড়া হলে মনে করি চেতনা অসীম, অন্তঃকরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেতনার উপাধি মাত্র। এই উপাধি থেকে মুক্ত হলেই চেতনার স্বরূপ আপনিই প্রকাশ পায়। শব্দ ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা দেয় বলেই তাকে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। অবশ্য সব শব্দের এশক্তি নেই। যার আছে তাকেই শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়।

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ

আগে যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছি তা থেকে ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা হওয়া উচিত। সে ধারণাকে আরও সুপষ্ট করবার চেষ্টা করবো। উপনিষদে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে।

ব্রহ্মকে জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ দ্বারা নির্ণয় করা যায় এবং তাকে সকল সম্বন্ধশূন্য স্বরূপেও জানা যায়। যখন তাঁর শুদ্ধ স্বরূপেরই কথা হয় তখন তিনি উপাধিশূন্য, নির্গুণ। নির্গুণ বলতে বুঝি তাঁর স্বরূপে তিনি আছেন—আর কিছু নেই। এমন কি কোন গুণ বা ধর্ম্মও না। তিনি স্বরূপে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ—সচ্চিদানন্দই তাঁর স্বরূপ, ধর্ম্ম নয়।

বস্তুর দুটোদিক, 'সত্তা আর ধর্ম্ম। ফুলের গুণ সৌন্দর্য্য, সৌরভ, কোমলতা। কিন্তু এই গুণগুলিই ত' ফুল নয়—তার একটা সত্তাও আছে যাতে এই গুণগুলি সন্নিবিষ্ট। সাধারণতঃ প্রত্যেক পদার্থেরই এই রকম দুটী দিক। গুণগুলি পদার্থের বৈশিষ্ট্য। সত্তারূপে একটী ফুলও যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী ফলও তা। ফুলের সত্তাও সত্তা, ফলের সত্তাও সত্তা। গুণই দেয় সত্তার বৈশিষ্ট্য। জলের শৈত্যগুণ জলকে অগ্নি থেকে পৃথক করে। কিন্তু সত্তারূপে তাদের কোন ভেদ নেই। জল-সত্তা সত্তা, অগ্নি-সত্তাও সত্তা।

ধর্ম্মী-ধর্ম্ম সম্বন্ধ নির্গুণে থাকে না। নির্গুণ শব্দে গুণের অভাব বুঝোয়। এই ধর্ম্মবিহীন সত্তা ব্রহ্মেরই আছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে ব্রহ্মে সৎ, চিৎ, আনন্দ ধর্ম্মরূপেই থাকে। এই ভাবকে অবলম্বন করে তাঁরা ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ মানেন না। এবং তাঁরা নির্গুণ শব্দের অর্থ করেন গুণের আতিশয্য, অভাব নয়। ব্রহ্মে এত দিব্য গুণ অছে যার নির্ণয় হয় না। এমতে ব্রহ্ম সগুণ। তাঁর নির্গুণ ভাব থাকে না। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্পর্কে যেখানেই গুণের কথা বলেছে, সেইখানেই সগুণ ব্রহ্মের কথা। যদি ব্রহ্মের গুণাতিশয্যই নির্গুণবোধক হয় তবে নির্গুণ কথাটি নিরর্থক। কারণ গুণাতিশয্যকে সগুণ শব্দ দ্বারাও বোঝা যেতে পারে। মানসানুভূতির স্বভাববশে সৎ, চিৎ, আনন্দকে পৃথক ভাবে বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু পদার্থের এই ধর্ম্মকল্পনা তার স্বরূপ কল্পনা নয়। সৎই চিৎ, চিৎই আনন্দ।

উপনিষদে পরম সত্তাকে আনন্দ বলে গ্রহণ করার ভেতর একটা বিরাট দৃষ্টি আছে। আনন্দকে মনে করি বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এতে দৃষ্টির প্রসারতা নেই। সৃষ্টিতে আনন্দকে অনুভব করি, স্থিতিতে আনন্দকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভব করি। আনন্দের ধারণা সাধারণতঃ এ দুই স্তরে নিবদ্ধ। কিন্তু উপনিষদে আনন্দকে বলা হয়েছে তত্ত্ব। তত্ত্বে আনন্দ না থাকলে, প্রকাশেও আনন্দ থাকে না। সৃষ্টিতে আনন্দ বহুধা প্রকাশ পায়—নামে, রূপে, ক্রিয়ায়—কিন্তু ব্রহ্মে আনন্দের কোন রূপ নেই, সঞ্চরণ নেই। প্রকাশ ও আনন্দ অভিন্ন। যেখানে প্রকাশ নেই আনন্দও সেখানে নেই। পূর্ণ প্রকাশই আনন্দস্বরূপ। সত্তা, প্রকাশ ও আনন্দকে পৃথক করে বুঝি বলেই এদের অভিন্নভাব ধারণা করা কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মের নিরাবরণ সত্তার ভেতর প্রকাশ ও আনন্দ অভিন্ন হয়েই থাকে। মানস ধারণায় সত্তা, চেতনা ও আনন্দকে পৃথক করে বুঝি। যাঁরা ব্রহ্মের এই অপ্রাকৃত স্বরূপের ভেতর গুণভেদ স্বীকার করেন, তাঁদের মতে ব্রহ্মের তিনটি গুণ (attributes)। স্বীকৃতির মূলে আছে অন্তরানুভূতি, যা আমাদের সত্তার, চেতনার ও আনন্দের বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়ে দেয়। কিন্তু জ্ঞানের যে ভূমিকায় সত্তা আনন্দরূপে ও চেতনারূপে প্রতিভাত, তার সঙ্গে পরিচয় নেই বলেই এ কথা বলি।

ব্রহ্মশক্তি ও দেবশক্তি

ব্রহ্মই শক্তির আধার। জগতের সকলের শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। সূর্য্য, চন্দ্রমা, বরুণ সকল দেবগণের শক্তিও ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেকের শক্তিকে নিজস্ব কল্পনা করা যে ভুল এ বিষয়ে উপনিষদে সুন্দর একটী আখ্যায়িকা আছে। দেবাসুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হয়ে এলে তাঁদের ভেতর অভিমান উপস্থিত হয়। তাঁরা মনে করেন তাঁদের শক্তির দ্বারাই সংগ্রামে জয় লাভ হয়েছে। তখন এক যক্ষ তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হল।

এ যক্ষ কে দেবগণ বুঝতে পারলেন না। তখন তাঁরা অগ্নিকে বল্লেন, "জাতবেদ! তুমিই আমাদের মধ্যে তেজস্বী, তুমি দেখত এ যক্ষ কে?"

অগ্নি স্বীকৃত হয়ে যক্ষের কাছে গেলেন। যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে?"

অগ্নি উত্তর করলেন—"আমি জাতবেদা।"

যক্ষ প্রশ্ন করলে—"কী তোমার শক্তি?"

অগ্নি উত্তর করলেন—"পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমার শক্তির দ্বারা দহন করতে পারি।"

তখন যক্ষ একগাছি তৃণ অগ্নির সামনে ধরে বল্লে—"এই তৃণগাছ দগ্ধ করত!"

অগ্নি যথাবিধি শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তৃণ দগ্ধ করতে সক্ষম হলেন না।

অগ্নি তখন দেবগণের কাছে ফিরে গিয়ে বল্লেন, "কে এ যক্ষ তা জান্‌তে পারলাম না"।

তখন দেবগণ বায়ুকে বল্লেন "তুমি একবার যাও দেখ ত এ যক্ষটি কে?"

বায়ু উপস্থিত হলে যক্ষ জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ু জবাব করলেন্—"আমি বায়ু"

প্রশ্ন হল—"কী তোমার শক্তি ?"

"আমি সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

তখন একগাছি তৃণ রেখে যক্ষ বল্‌লে—"বেশ! এ তৃণগাছটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাও ত দেখি।"

বায়ু তাঁর যথাযোগ্য শক্তির ব্যবহার করলেন বটে, কিন্তু তৃণগাছ বিন্দুমাত্রও স্থানচ্যুত হ'ল না। বায়ু প্রতিহত হয়ে গিয়ে দেবতাদের বল্লেন যে তিনি যক্ষের বিষয় কিছুই জানতে পারলেন না।

তখন দেবগণ ইন্দ্রকে বল্লেন "তুমি যাও, দেখ কে এই যক্ষ।" ইন্দ্র স্বীকৃতি জানিয়ে, সেখানে উপস্থিত হলে, যক্ষ তিরোহিত হ'ল—ইন্দ্র তাকে দেখতেই পেলেন না। তিরোহিত হয়ে' সে যক্ষ আকাশমণ্ডলে হৈমবতী বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এই হৈমবতীই ব্রহ্ম শক্তি। ইনিই 'মায়া'।

সকল শক্তির মূলে এ শক্তিই আছে। দেবতাদের আত্ম-শক্তির অভিমান দূর করবার জন্যেই এ আখ্যায়িটির অবতারণা। বিশ্বশক্তিই মায়া। পাছে কারও মনে হয় তার শক্তিতেই সে মহীয়ান, এইটেই সংশোধন করে দেয় উপনিষদের সুন্দর গল্পটী। উপনিষদে সর্ব্বত্রই চেষ্টা হয়েছে ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করে বিরাটকে বরণ করার। নিজের শক্তির ওপোর অভিমান হলেই বিরাট দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাটের সংস্পর্শচ্যুতি হলে কোন শক্তিই থাকে না। শক্তির বিরাট দৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি আমাদের প্রভূত শক্তিসম্পন্ন করে।

জীব ও ব্রহ্ম

উপনিষদে চারিটী বাক্য আছে, যাকে মহাবাক্য বলা হয়। মহাবাক্য চরম সত্যকে প্রকাশ করে—বিশেষতঃ জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধ বিষয়ে। এই চারিটী বাক্য হচ্ছে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "তত্ত্বমসি"। চারিটী বেদের এই চারিটী মহাবাক্য।

শ্রুতিবাক্য পর্য্যালোচনা করে জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধ মীমাংসায় উপনীত হতে হবে। সাধারণতঃ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। জীব ব্যষ্টিচেতন, ঈশ্বর সমষ্টিচেতন। ঈশ্বর থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্ব সৃষ্টির আগে সৎরূপেই থাকে, সেই সৎ এক ও অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় কোন পদার্থেরই সৃষ্টিতে প্রয়োজন হয় না। উপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যদিও জীব ঈশ্বর থেকে পৃথক তবুও আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। মহাবাক্যগুলি এই সত্যেরই পরিচয় দেয়।

মহাবাক্যগুলির অর্থ পরিষ্কার করে বলা উচিৎ। জীব অল্পজ্ঞ, তার বেদনা আছে, ক্রিয়া শক্তি আছে, জ্ঞান আছে। এগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার অহংবোধের ভেতরই প্রকাশ হয়। আমি জ্ঞানী, আমি কর্ত্তা। এই বোধ তার প্রকৃত স্বরূপ। এই "আমি" বোধকে অবলম্বন করেই তার জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। "আমি" কি? এই প্রকৃত প্রশ্ন। এবং এই "আমি" জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থায় কেমন ভাবে প্রকাশ পায় তাই হল দ্রষ্টব্য।

জীবত্ব আমাদের ওপোর আরোপিত। অবস্থাবিশেষে থাকে, অবস্থাবিশেষে থাকে না। এই আরোপিত জীবত্বকে নিয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা উঠ্‌তে পারে। কারণ সম্বন্ধ ব্যক্তিতে। যেখানে ব্যক্তিত্বের লয় সেখানে সম্বন্ধের কথা ওঠে না। সেইজন্যে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধের কথা তখনই হয়, যখন আমরা জীবের ও ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা মনে করি। ব্যক্তিত্ব (personality) কথাটা দর্শনের বড় কথা। কারণ একে অবলম্বন করেই আমাদের ব্যবহার, আমাদের সাধারণ জ্ঞান, আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। তাই জীবের সঙ্গে বিরাট ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্বন্ধের কথা ওঠে। উপনিষদে এই ব্যক্তিবোধ স্বীকৃত হয়েছে, স্বপ্নে ও জাগরণে। অতএব এই দুই অবস্থাকে নিয়ে ঈশ্বরের ও ব্যক্তিবোধের কথা আছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টিচেতনাকে নিয়েই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। এই দুই অবস্থাতেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবকে অবলম্বন করে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ দেখান হয়েছে। ঈশ্বরকে কখনও অন্তর্যামী পুরুষ বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের ভেতর অনুস্যূত। স্বপ্ন-জগতে আমরা সূক্ষ্ম বিশ্বে বিচরণ করি। সমষ্টিচেতন এখানেও সমষ্টি-স্বপ্নের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ। জ্ঞানের প্রসারতায় সমষ্টিগত চেতনার সকল শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পরিচিত হই। এই পরিচয় প্রত্যক্ষ পরিচয়। যদিও উপনিষদে ঈশ্বরোপাসনার কথা অনেক আছে, তার কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। অভিন্নভাব প্রতিষ্ঠা করেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়। ভেদ বুদ্ধিকে উপনিষদ স্বীকার করেনি।

জীব ব্রহ্ম সম্বন্ধ নিয়ে পরবর্ত্তীকালে উপনিষদকে অবলম্বন করে, নানাবিধ মত প্রচারিত হয়েছে। সম্বন্ধ নির্ণয় তিনটী ন্যায়ের দ্বারা করা যায়। একটী ভেদ ন্যায়, একটী ভেদাভেদ ন্যায়, একটী অভেদ ন্যায়।

ভেদ ন্যায় সকল বিষয়েই পরস্পর ভেদকে অবলম্বন করে। বিষয় বিষয়ীতে ভেদ, গুণগুণীতে ভেদ, জ্ঞাতা জ্ঞেয়তে ভেদ, নানা ভেদের ধারণা করা হয়। এই মতে জীব ও ব্রহ্মে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান। কখনও এই ভেদ নষ্ট হবে না। জ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের মতে দুটী বস্তু বিভিন্ন এবং পরস্পর পৃথক ভাবেই বিরাজ করে। এই হল মধ্ব সম্প্রদায়ের মত।

ভেদাভেদ ন্যায় পদার্থের ভিতর চিরন্তন ভেদকে গ্রহণ করে না। ভেদ ও অভেদকে সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভেদ ও ভেদ পরস্পর সংবদ্ধ। অভেদের ভেতর ভেদ থাকে। ভেদ অভেদেরই কোন বিশেষ ভাবকে বা রূপকে ব্যক্ত করে। ভেদ অভেদের সঙ্গে যুক্ত। যারা ভেদাভেদবাদী তারা জীবকে ঈশ্বর থেকে অত্যন্ত ভিন্নও বলেন না, অভিন্নও বলেন না। তাদের মতে ঈশ্বর অঙ্গী, জীব তার অঙ্গ। ভেদাভেদবাদীর মতে জীব ও ঈশ্বর দুইই সত্য পৃথকরূপে নয়, অপৃথকরূপে। ব্রহ্ম অবয়বী, জীব অবয়ব। এই হ'ল রামানুজ সম্প্রদায়ের মত।

তা ছাড়াও অভেদ ন্যায় আছে। এই ন্যায় ভেদাভেদের একত্র অবস্থিতি স্বীকার করে না। অভেদ ও ভেদ পরস্পর পৃথক। অভেদে কখনও ভেদ থাকতে পারে না। ভেদটা প্রতিভাস মাত্র, অভেদই সত্য। অভেদবাদীরা এক অখণ্ড সত্যেরই মহিমা ঘোষণা করেন। উপনিষদে জীব ও ঈশ্বরের কথা বলা হলেও পরমতত্ত্বের কথা তখনই বলা হয়েছে যখন তাদের একত্বের প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই একত্ব চৈতন্যের একত্ব। জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব একই চৈতন্যের উপাধিভেদ মাত্র। এই উপাধিকে বাদ দিলে এক চেতন সত্তাই থাকে। উপনিষদে জীব ও ঈশ্বরের অভিন্ন ভাবে ভাবনার কথা আছে। অভিন্ন ভাবনা তাদের স্বরূপকে অবলম্বন করেই হয়। তাদের কোন শক্তিকে অবলম্বন করে নয়। এই জন্যই ভাবনার গভীরতায় জীবের সে ব্যাপক বোধের অনুভূতি, তা তার শক্তির বিকাশ হলেও, স্বরূপের প্রকাশ নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বমসি

জীব ও ব্রহ্মের আলোচনা আগেই করেছি। দ্বৈত, বিশিষ্টা-দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদের দিক দিয়ে এই বাক্যের অর্থ ভিন্ন হয়। দ্বৈতবাদ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মানে। (তত্ত্বমসিকে অতত্ত্বমসি বলে ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম হতে ভিন্ন ও ব্রহ্মে আশ্রিত)। বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ "তৎ"ও "ত্বম", ঈশ্বরও জীবের সঙ্গে একটী সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। এই মতে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ। এই জন্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মতে "তৎমসি" বাক্যের অর্থ, "তুমি তাহার"। অদ্বৈত বাদে অর্থ হয় "তুমি তাই।" দার্শনিক সিদ্ধান্ত যা হোক না কেন অধ্যাত্ম জীবনে এই বাক্যের একটী গভীর অর্থ আছে। সম্বন্ধ নির্ণয় করে 'বিশিষ্ট' ও 'অদ্বৈতের' মিশ্রণ সম্ভব কি না সেটা দর্শনের বিচার্য্য। অধ্যাত্ম জীবনের অনুভূতি সম্বন্ধ মূলক হ'তে পারে কিন্তু সম্বন্ধবোধই অধ্যাত্ম জীবনের সবটা নয়। সম্বন্ধবোধ বুদ্ধি প্রসূত, অধ্যাত্ম জীবনের অনুভূতি বুদ্ধির অতীত।

দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদকে দার্শনিক মীমাংসা-রূপে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এদের একটা অধ্যাত্মানুভূতির দিক আছে। কোন দার্শনিক মীমাংসা শুধু তত্ত্ব-বিষয়ের বিশ্লেষণেই পরিতৃপ্ত হয় না। সে মানব জীবনের গভীরতম অধ্যাত্ম রহস্য সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য। নইলে সে কার্য্যকরী হয় না জীবনের পক্ষে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের সত্তার গভীরতা থেকে উত্থিত হয় একটা আস্পৃহা বিপুলতর জীবন ও বোধের দিকে। এই আস্পৃহাকে ভারতীয় চিন্তাধারা শ্রদ্ধা করে, কারণ জীবনের মূলে আছে এইরকম একটা প্রেরণা অসীমের জন্যে। কি দ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী সকলেই বিরাট ও ভূমার অনুভবকেই অধ্যাত্ম জীবনের পরম সম্পদ বলে মনে করেছেন। কিন্তু এই ভূমাকে আস্বাদন ও অনুভব করবার প্রণালী হচ্ছে বিভিন্ন।

দ্বৈতবাদী বিরাটকে গ্রহণ করলেও নিজের জীবাত্মাকে পরমাত্মা থেকে পৃথক করেছে সর্ব্বকালের জন্যে, এমন কি মুক্তির অবস্থাতেও। পরমাত্মা কখনও জীবাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না, যদিও জীবাত্মা পরমাত্মাকেই মুক্তি-ভূমিতে আস্বাদ করে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবের ভেদ কল্পনাই করা হয়। প্রত্যেক জীবের একটা জগত আছে। তারই ভাবানুযায়ী পরমাত্মাকে গ্রহণ করে। পরমাত্মানুভূতি-জনিত সুখ, কল্যাণের আশ্রয় জীব হলেও জীবত্বের ভেদ চিরকাল থেকে যায়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এই বিরাট চেতনসত্তা ও আনন্দের অনুভূতিকে অধ্যাত্ম-জীবনের পরমবস্তু বলে গ্রহণ করেছে, এবং জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করেছে। অধ্যাত্মজীবনে জীব বিরাটকে শুধু অনুভব করে না, আস্বাদ করে, আপনার প্রিয়রূপে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রিয়ভাবনাই দেয় আনন্দ ও অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ। জীবনকে সে নানা রসে করে সমৃদ্ধ। সম্বন্ধ-বোধ দেয় জ্ঞান, প্রিয়বোধ দেয় আনন্দ। এই প্রিয়-বোধেই আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা। আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রিয়ভাবের সঞ্চার হয়। এইজন্যেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মভাব যত দৃঢ় হয়, প্রিয়ভাব বা রতি তত গাঢ় হয়। এই প্রীতি বা রতিই হল অধ্যাত্ম জীবনের স্বরূপ। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে এই মমত্ব ভাব অধ্যাত্ম জীবনের মূলে থাকলেও, ভেদ জ্ঞানকে একেবারে লোপ করে না। দ্বৈতবাদী পরমাত্মার সঙ্গে প্রিয়বোধ প্রতিষ্ঠিত করলেও জীবকে চিরকালই ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে। জীবের স্বরূপই সেবক। কিন্তু সেব্য, সেবক ভাবের ভেতরে যে একটা একত্বের সূত্র আছে, যাকে অবলম্বন করে সেব্য, সেবক ভাবের ভেতর রস ও আনন্দ সঞ্চার হয়, সে দিকটা তাঁরা দেখেন না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এই প্রেমসূত্রকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেন। যিনি প্রিয়, তাঁর ভেতর আমাকেই পাই—তিনিও আমার ভেতর তাঁকেই পান। প্রিয়ের ভাবনা এই দুইকে এক করে। যেখানে দুইএর ভেতর এই একত্ব বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত না হয় সেখানে প্রিয়ের ভাবনা পরিপূর্ণরূপ নিতে পারে না। অধ্যাত্ম-জীবন ভেদকে অতিক্রম করেই চলতে চায়, কারণ ভেদ দূরত্ব সৃষ্টি করে, অথচ অধ্যাত্ম জীবনের মূল হচ্ছে দূরত্বকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরিয়ে দেওয়া। এই একত্ব অনুভব স্পৃহাই দিয়েছে অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তি, তাই পরতত্ত্বকে প্রিয় বলে গ্রহণ করলেই তার সঙ্গে সাযুজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সাযুজ্য শুধু সম্বন্ধ নয়, তার ভেতর আছে একাত্ম ভাবের সঞ্চার। ভেদ থাকার জন্যেই প্রিয়কে পাবার আবেগ। শক্তি সঞ্চারের দ্বারা জীবে ঈশ্বরের বিরাট রূপের বিকাশও হয়। কিন্তু তাঁর সত্তার সঙ্গে পূর্ণরূপে এক হওয়া যায় না।

ঈশ্বরানুভূতি বহুরসপূর্ণ। ভেদ থাকার জন্যেই জীব এই রসের অনুভব করে। অথচ এইরূপ ভোগ করে অভিন্ন হয়ে। আদান প্রদান আনন্দ যজ্ঞের রীতি। এই বিশ্ব উল্লাসের স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ। এই আনন্দ-যজ্ঞে আত্ম নিবেদন করে ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করা জীবের চরম শান্তি। এই আনন্দযজ্ঞ, বিশ্বযজ্ঞ। জীব তার ক্ষুদ্রতা, তার দেশ কালের জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করে। বিশ্ববোধে ঈশ্বরের যন্ত্র হয়ে বিশ্বযজ্ঞ উদ্‌যাপন করে; বিশ্বাতীত যজ্ঞে জীব মুক্ত হয়েও হয় ঈশ্বরের সেবা ও সুখের কারণ। বিশ্ব যজ্ঞের কাল আছে। বিশ্বাতীত যজ্ঞের ও আনন্দোৎসবের কোন কাল নেই। সর্ব্বকালে সে নিত্য আনন্দে পূর্ণ। এখানে শক্তির আবেগ এত গভীর যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদবোধ সর্ব্বদা প্রকাশ পায় না। প্রেমের ও শক্তির আবেগে এই ভাব হয় ক্ষণিক। এটা স্থায়ী নয়। কারণ তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নভাব তাঁরা স্বীকার করেন না। এবং তত্ত্বতঃ অভিন্ন হ'লে প্রেমের কোন ক্রিয়া থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি বিরাট সমন্বয়ের বোধ এই অবস্থায় স্ফূর্ত্ত হয়।

এখানেই অদ্বৈতবাদের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ থেকে তফাৎ। অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রেমের উপজীব্য আনন্দ—আনন্দই রস। আত্মাই আনন্দস্বরূপ। প্রেমের স্বাভাবিক গতি আত্মার দিকে। এই আত্মবোধের স্ফুরণ সকলের ভেতর, তাই তারা প্রিয়। আত্মবোধ বা স্পর্শ যেখানে নেই সেখানে প্রিয়ভাবও নেই। আত্মার প্রিয়ত্ব অদ্বৈতবাদে যেরূপ স্বীকৃত হয়েছে, অন্য বাদে সে রকম হয়নি। অন্যত্র পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে গণ্য করা হয়েছে, অদ্বৈতবাদেও পরমাত্মাকে প্রিয় বলা হয়েছে। পরমাত্মা আত্মা থেকে অভিন্ন এবং আত্মারই স্বরূপ। তাই মনে হয় যে অদ্বৈত-বাদে আত্মা পরমাত্মার অভিন্ন অবস্থাই আনন্দের স্বরূপ অবস্থা।

এই সব অবস্থা ভিন্ন "তত্ত্বমসি" বাক্যের আর একটা অর্থ করা হয়। এখানে সত্তার অভিন্নতা অপেক্ষা শক্তির অভিন্নতাকে গ্রহণ করা হয়। পরমাত্মার ইচ্ছায় জীবের ইচ্ছাকে মিলিয়ে শক্তিপূর্ণ হওয়াই এর লক্ষ। একে শক্ত্যাদ্বৈত বলা যায়। একেই অহংগ্রহ উপাসনা বলে। এতে জীবকেই পুষ্ট করা হয়, ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছাকে আকর্ষণ ক'রে। এখানে জীবের ব্যক্তিত্ব বা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের লয় করা হয় না। কিন্তু জীবের ইচ্ছা ঈশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছার সঙ্গে হয় অভিন্ন—ফলে জীব নানা শক্তিতে বিভূষিত হয়। অহংগ্রহোপাসনা দেয় শক্তি, ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে একত্ব। প্রেম দেয় আনন্দের সঙ্গে একত্ব, জ্ঞান দেয় সত্তার ও চিতের সঙ্গে একত্ব। জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রেমের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে ব্রহ্মানুভূতির দিকে। ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একত্ব লাভ কর্‌তে পারলেই তার কৃতার্থতা। ব্রহ্মানন্দ লাভ করে' প্রেম পুষ্ট। জ্ঞান সত্তার অপরিচ্ছন্নত্বের অনুভূতিতে পূর্ণ। এ সব অনুভূতির তারতম্য থাকে। নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসত্তা ক্রিয়াশীল হয় না, তাই সে ভূমিতে ইচ্ছার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রেমের কোন বিকাশ এখানে নেই—যদিও থাকে, তা নিরূপাধিকের। ইচ্ছা ও প্রেম,—এদের বিকাশ হয় সগুণ ভূমিতে। এই বিভিন্ন প্রকারের অভিন্নত্ব "তত্ত্বমসি" বাক্যে নিহিত আছে। কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের পূর্ণ অভিন্নত্ব সগুণে সম্ভব হয় না। এ জন্যে এ বাক্যকে নির্গুণের দ্যোতক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সত্তার ভেতরে একটি অন্তর্নিহিত প্রেরণা আছে পূর্ণপ্রকাশ উপলব্ধি করবার জন্যে; ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-ভূমিকা লাভ হয় এই প্রেরণা থেকে; এই প্রেরণায় সত্তা পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়। কিন্তু তার জাগরণের শেষ-ভূমিকা অদ্বৈত জ্ঞান। কারণ জীবের আবরণ সেখানেই উন্মোচিত। অপ্রতিহত ইচ্ছা, প্রেমস্ফূর্ত্তি, বিশ্ববিজ্ঞান—এরা সকলেই আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের সংবেগ থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু তখনও থেকে যায় জীবত্বের সীমা। জীবত্ব যতই পুষ্ট হোক না কেন, তার লাঘবতা দূরীভূত হয় না, যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে তার নিরূপাধিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়। জীবন-কল্লোল সেখানে অপসারিত; মেঘমুক্ত আকাশের মত, বন্ধনমুক্ত আত্মা তখন বিরাজ করে নিজের মহিমায়। এটা শূন্য নয়, পূর্ণ নয়—শূন্য ও পূর্ণের অতীত—শান্তং শিবং অদ্বৈতং।

আত্মা ও জ্ঞানের ভূমিকা

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয় গভীর ও নিগূঢ়। তত্ত্ববিদ্যাও অনুশীলনের জন্যে তা বোঝা দরকার।

জ্ঞানের চারিটি ভূমিকা আছে। আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হ'লে জাগ্রত,স্বপ্ন,সুষুপ্তি ও তুরীয়—এই চারিটি ভূমিকার সুস্পষ্ট বিবরণ জানা দরকার। জ্ঞানই আত্মা। কিন্তু এই সত্য ও সিদ্ধান্তকে বুঝতে হলে জ্ঞানের যে সব স্তর আছে তার বিশ্লেষণ আবশ্যক। সামান্যরূপে জ্ঞান আমাদের সব অবস্থায় থাকে। জাগ্রত-জ্ঞানও জ্ঞান, স্বপ্ন-জ্ঞানও জ্ঞান, কিন্তু এদের ভেতর জ্ঞানের সামান্য ভাব থাকলেও কেউ স্বরূপ নয়।

বিজ্ঞেরা মানুষের অন্তঃসত্তার ভেতর স্বতঃসিদ্ধ বস্তু অনুভব করে থাকেন। সেটি হচ্ছে "আমি-বোধ" (Self-consciousness) এই "আমি-বোধ" আমার জ্ঞানের মূল ভিত্তি। আমার জ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেতর দিয়ে এই "আমি"র স্বতঃসিদ্ধ স্ফূর্ত্তি। এটা অনুভবসিদ্ধ, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই "আমি" জ্ঞানের কেন্দ্র। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জ্ঞান এই "আমি"তেই লাভ করছে তাদের শৃঙ্খলা। সংশয়েও স্ফূর্ত্ত হয় এই বোধ। জ্ঞানের অন্তঃকেন্দ্র "আমি" হলেও, আমাদের বোধে শুদ্ধ "আমি"র (কেবল জ্ঞান-স্বরূপ আমি) সব সময় বিকাশ হয় না। জ্ঞানের অবস্থান্তর আছে। এই অবস্থাগুলির পর্য্যালোচনা করলে বুঝতে পারবো যে সর্ব্বত্র জ্ঞানে এই "আমি-বোধ" অনুস্যূত হলেও, এর স্বরূপ সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় না।

জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করলেও শুধু বিষয় প্রকাশ করাই তার স্বরূপ নয়। আলোকের স্বভাব অন্ধকার নাশ করা। কিন্তু আলোকের স্বরূপ তাই নয়। আলোকের স্বরূপ দীপ্তি, জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ। আলোকের কাছে যেমন কিছু থাকলে তা আপনই প্রদীপ্ত হয় তেমনি জ্ঞানের কাছে বিষয় থাক্‌লে স্বতঃই তার প্রকাশ হয়। কিন্তু এই জন্যে বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বরূপ একথা বলা চলে না। বিষয় আর জ্ঞানের সম্বন্ধ নিত্য নয়। জ্ঞান বিষয়কে অপেক্ষা না করেই থাকে। সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞানের অনুভূতি দেয় আত্মস্বারাজ্য। এ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় বড় হয় না। চিত্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত, বিষয়কে অতিক্রম ক'রে জ্ঞানের স্বরূপের দিকে অবহিত নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাজ্ঞবল্ক্যের কথার সার মর্ম্ম এই যে জ্ঞানের নিজের একটা রূপ আছে যা স্বয়ংজ্যোতি, যা স্বপ্রকাশ। সাধারণতঃ আমরা বিষয়প্রকাশরূপী জ্ঞানকে অনুভব করি। তার স্বরূপকে জানি না।

জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞানের কী রূপ? জাগ্রত ভূমিতে দেখি, শুনি, আঘ্রাণ করি; জ্ঞান এখানে ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে বিষয়ের সংবেদন দেয়। এতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের জ্ঞান হয়। রূপের জ্ঞান কিন্তু রূপ নয়, শব্দের জ্ঞানও শব্দ নয়। জ্ঞান বিষয় হতে ভিন্ন, যদিও এতে আছে বিষয়ের প্রকাশ। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ভিন্ন জাগ্রত ভূমিতে বিষয়ের কিছু জানি না; কতকগুলি স্পন্দনই চেতনার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। স্পন্দনের রূপ দেয় ইন্দ্রিয়। কিন্তু জ্ঞানে এই স্পন্দন ভিন্ন আর কোন পদার্থ অনুভূত হয় না। স্পন্দনের কারণ থাকতে পারে কিন্তু আমাদের জ্ঞানে সেই কারণের পরিচয় পাই না। আমাদের অন্তর্বেদনাই সৃষ্টি করে জ্ঞানের জগৎ। প্রত্যেক জ্ঞাতার এক একটা জগৎ আছে। জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞান বিভিন্ন। জ্ঞান যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে' ক্রিয়াশীল হয়, তখনই জ্ঞাতৃত্বের অনুভূতি জাগে। আমাদের জগৎ এই কেন্দ্রকে নিয়েই সৃষ্ট। জাগ্রত জ্ঞানের দুটী অবস্থা দেখতে পাই—কখনও তাতে স্পন্দন থাকে, কখন থাকে না। স্পন্দনই জ্ঞানের ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বিষয় প্রকাশ করে। কিন্তু জ্ঞানের এই ক্রিয়া অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ক'রেই। অন্তঃকরণ সংযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেই জ্ঞান হয় জ্ঞাতা। আগেই বলেছি জ্ঞানের স্বরূপে এই জ্ঞাতৃত্ব নেই।

জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞাতারূপেই প্রতিভাত, কেননা তখন অন্তঃকরণযুক্ত হয়ে বিষয়কে দেখি, স্পর্শ করি, শ্রবণ করি। একথা সত্যি হ'লেও জ্ঞানের উন্মুক্ত স্বরূপের কখনও বিনাশ হয় না। জ্ঞাতারূপেও জ্ঞান উন্মুক্ত যদিও এর প্রকাশ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট নয়। জ্ঞানের কোন পরিধি নেই, কোন বিশেষ কেন্দ্র নেই। কিন্তু জ্ঞাতার পরিধি আছে, কেন্দ্র আছে।

জাগ্রত ভূমিতে এই পরিধিবিহীন জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না হলেও, কখনও কখনও জ্ঞানের সাক্ষীরূপের পরিচয় পাই। সাক্ষী দেখে মাত্র, বিষয় গ্রহণ করে না। বস্তুতঃ সে শুধু দৃশি। সাক্ষী স্পন্দনহীন জ্ঞান।

জাগ্রত অবস্থায় একের জগত অন্যের জগৎ থেকে ভিন্ন; কিন্তু এই বিভিন্ন জগৎ একটি জগতেরই অনুসন্ধান দেয়—ব্যবহারের বিষয় একটা সাধারণ জগৎ। একটি ফুলের সংবেদনা দু'জনের বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়কে নিয়েই তাদের সংবেদনা। বিষয় বহু নয়, যদিও সংবেদনা বহু। সংবেদনাকে অতিক্রম করে একটি জগৎ আছে। কিন্তু এরকম জগৎ থাকলেও তার প্রকাশ জ্ঞানে। পদার্থ আছে অথচ তার জ্ঞান নেই—এ অসম্ভব। জ্ঞানই অস্তিত্বের সাক্ষী। সমগ্র বিষয়ের বোধ এইজন্যে এক সমগ্র জ্ঞানের ভেতরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ফূর্ত্ত। এই সমষ্টি-জ্ঞানে বিশ্ব বিধৃত। ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জগৎ নিয়েই বিশ্ব। সমষ্টি-জগৎ বিরাট চেতনায় স্থিত, ব্যষ্টি-জগৎ খণ্ডচেতনায় প্রতিভাত। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জগতের একটী সূক্ষ্মরূপ আছে, যা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নয়। সেটা প্রকাশিত হয় স্বপ্নলোকে। স্বপ্নলোকে সংবেদনা আছে, কিন্তু সে সংবেদনা সংস্কারের, বিষয়ের নয়। তখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্তঃকরণের কোন যোগ থাকে না। এই সংস্কার নানাবিধ ; মনের নানা স্তর থেকে তার উৎপত্তি। তাই স্বপ্ন জগতের তত্ত্বনির্ণয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। অন্তঃকরণের প্রসারিত সত্তার পূর্ণরূপের পরিচয় না থাকায় স্বপ্নজগতের সম্যক ধারণা পাই না।

উপনিষদে স্বপ্নজগৎ সম্বন্ধে ধারণা এই—স্বপ্ন সংস্কারের সৃষ্টি। এই সংস্কার অন্তঃকরণেই। নিদ্রাভিভূত হলে বিষয় থেকে অন্তঃকরণ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করে না। এই অবস্থায় অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হয়। স্বপ্ন জগৎও জগৎ। এই জগতের দ্রষ্টা ও ভোক্তা আত্মা। স্বপ্নের সৃষ্টি বলে এর কোন খর্ব্বতা নেই। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে বিষয়-অভিমুখী হয় বলেই আমরা জাগ্রতকে স্বপ্নের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিই। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কিন্তু স্বপ্ন বলেই স্বপ্নসৃষ্টি মিথ্যে নয়। বরং সৃষ্টির মায়াময় রূপ স্বপ্নেই বুঝি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্নের দুটী অবস্থা। এক রকম স্বপ্নে আমরা স্বপ্নজগতকে ভোগ করি—যা কিছু শুনি, যা কিছু দেখি, তা থেকে আনন্দ লাভ করি। এরূপ স্বপ্নে বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করে। আত্মা এই বিষয়কে ভোগ করে। আর একরকম স্বপ্নে আত্মা জগতকে দেখে, কিন্তু ভোগ করে না। কোন সুখ-দুঃখে আত্মা লিপ্ত হয় না। অবিশ্রান্ত ধারায় স্বপ্নজগতের সৃষ্টির প্রবাহ বয়ে যায়; আত্মা উদাসীনরূপে তা দেখে। সৃষ্টির দুটী রূপ—একটী বাস্তব রূপ, আর একটি মায়িক রূপ। বাস্তব রূপে এই বিশ্বদৃশ্য প্রকৃত সত্য এবং এর সৃষ্টি ঈশ্বর করেন। মায়িক সৃষ্টি স্বপ্নসৃষ্টি। তার প্রকাশ আছে, উপস্থিতি আছে, কিন্তু বাস্তবতা নেই। মায়িক রূপে এই দৃশ্য থাকলেও তা সত্য নয়। তার উপাদান মায়া, রূপও মায়া। মায়িক, কেন না একে দেখি, স্পর্শ করি, অনুভব করি, তবু তার কোন বাস্তব রূপ নেই। এই আছে অথচ নেই। বাস্তব সৃষ্টি চিরকালই আছে, চিরকালই থাকবে। মায়িক সৃষ্টি কখনও হয়নি, থাকবেও না, অথচ একে আমরা দেখি। এর মায়িকত্ব এখানেই—সে জ্ঞানের বিষয় হয়েও সত্য হয় না।

মায়িক সৃষ্টির আর এক বিশেষত্ব আছে। সেটা হচ্ছে কোন বাস্তব উপাদানকে গ্রহণ না করেই সৃষ্ট হওয়া। বাস্তব উপাদানকে গ্রহণ করলেই সৃষ্টি নিত্য সত্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সৃষ্টি যেখানে শক্তির কেন্দ্রচ্যুতি, সেখানে বাস্তব উপাদান নেই। এ সৃষ্টি একটা বিকাশ মাত্র সে বিকাশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলে কোন উপকরণ নেই। স্বপ্নবিকাশের মত এ অবাস্তব। উপনিষদে এইজন্যে ঈশ্বরকে "মায়ী" বলা হয়েছে। ব্যষ্টি স্বপ্ন ব্যষ্টি সংস্কারের পরিণতি। সমষ্টি-স্বপ্ন সমষ্টিগত সংস্কারের পরিণতি।

এই জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা ব্যতিরেকে আর একটা অবস্থা আছে। তার নাম 'সুষুপ্তি'। সুষুপ্তিতে সংস্কারের কোন ক্রিয়া থাকে না। জাগ্রতে বা স্বপ্নে বিষয় আছে। সুষুপ্তির কোন বিষয় নেই। বিষয়ের অভাবই তার বিষয়। বিষয় হতে নির্ম্মুক্ত বলে বোধ এখানে প্রশান্ত, উদার, কিন্তু অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত নয়। এ জ্ঞানের স্বরূপ "আমি কিছু জানিনে"।

সুষুপ্তি ছাড়াও আর একটী অবস্থা আছে—তুরীয়। এ ভূমিতেও জ্ঞানের কোন বিষয় নেই। শুধু জ্ঞানই আছে। এ নির্ব্বিষয় জ্ঞানই চরমানুসন্ধান। এ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থা। বিষয়-বিষয়ী বোধ হতে সে মুক্ত। এ অবস্থায় মানুষ হয় অশোক ও অভয়। মানুষ তৃপ্ত, শান্ত ও সমাহিত হয়। সে দেয় জীবত্বের সীমা-সংকীর্ণতা থেকে চিরমুক্তি। সুষুপ্তিতে বিষয়ের জ্ঞান নেই, তুরীয়তেও নেই। সুষুপ্তিতে বিষয়ের অভাবের জ্ঞান আছে, কিন্তু তুরীয়তে তাও নেই। তুরীয়ের এখানেই সুষুপ্তির থেকে পার্থক্য। আচার্য্যেরা বলেন, সুষুপ্তিতে অবিদ্যার বৃত্তি আছে, তুরীয়তে কোন বৃত্তিই নেই। দুইই অবশ্য বিষয়-বিষয়ীর জ্ঞান হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্ত, কিন্তু এখানেই তাদের তফাৎ। বেদান্তের ভাষায় বলতে গেলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে—স্বপ্ন ও জাগ্রত-ভূমিতে অবিদ্যার বিশেষ আকারে ভাণ হয়, সুষুপ্তিতে তার কোন আকার থাকে না, তুরীয়তে অবিদ্যার, কি সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ, কোন ভাবই থাকে না। থাকে আত্মজ্যোতি।

আত্মাই আলো।

বৃহাদারণ্যক উপনিষদে আত্মজ্যোতি সম্বন্ধে এই উপখ্যানটি দেখতে পাই।

জনক—জীব কোন্ আলোর সাহায্যে কাজ করে ?
যাজ্ঞবল্ক্য—সূর্য্যের আলোতেই সব কাজ নিষ্পন্ন করে।
জনক—আকাশে সূর্য্যের আলো যখন না থাকে ?
যাজ্ঞবল্ক্য—তখন চন্দ্রালোকের সাহায্য নেয়।
জনক—আর যখন চন্দ্রের আলোও পাইনে ?
যাজ্ঞবল্ক্য—অগ্নির আলোকে তখন বিশ্ব আলোকিত।
জনক—আর যখন অগ্নিও থাকে না ?
যাজ্ঞবল্ক্য—আত্মজ্যোতিতে বিশ্ব তখন প্রকাশিত।

যাজ্ঞবল্ক্য এর দ্বারা বুঝালেন আত্মজ্ঞানই সব জ্ঞানের আধার, সকল ভূমিকাতে এই আত্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলেই অবস্থাবিশেষের জ্ঞান পাই। সকল জ্ঞানই আত্মাকে অপেক্ষা করে হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান কাউকেই অপেক্ষা করে না—স্বয়ংজ্যোতি সে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার রূপ

উপনিষদের আলোচনায় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তফাৎ নেই। আত্মার স্বরূপই হচ্ছে, উপনিষদের ভাষায় সাক্ষী, চেতা, কেবল ও নির্গুণ। আত্মার চেতন স্বরূপ আগেই লক্ষ্য করেছি, তার নির্গুণ স্বরূপকে নিয়েও আলোচনা করেছি। তিনি 'কেবল', কারণ তাঁর সত্তাই একমাত্র সত্তা; তিনি সাক্ষী, কারণ জ্ঞানস্বরূপ, দৃশি।

আত্মার সাক্ষীরূপকে ভাল করে বুঝতে হবে, এর ওপরেই উপনিষদ বিদ্যার সাধনা ও সিদ্ধি দুইই নির্ভর করে। সাক্ষী উদাসীন দ্রষ্টা, তার ক্রিয়া নেই জ্ঞান আছে। সব জ্ঞানেরই সাক্ষী আছে, সাক্ষী জ্ঞানের রূপ। জাগ্রতে সাক্ষী আছে, স্বপ্নে সাক্ষী আছে, সুষুপ্তিতে সাক্ষী আছে। প্রত্যেক জ্ঞানের দুটি রূপঃ একটি বিষয়-প্রকাশ ও বিষয়-ভোগ করার ধর্ম্ম, আর একটি বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা। যে জ্ঞান বিষয়ভোগ করে সে সাক্ষী নয়, যে সব ভোগ দেখে অথচ ভোগ করে না সেই সাক্ষী। (সত্যি করে অবশ্য দেখা ক্রিয়াও এখানে নেই, তবু উপযুক্ত ভাষার অভাবে "দেখা" কথাটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই।) বিষয়ের সঙ্গে তার কোনও সংস্পর্শ হয় না বলেই সাক্ষী-চেতনার রূপ সব অস্থাতেই এক—শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ অবভাস।

উপনিষদে এই সাক্ষীর কথা খুব অল্প বলা হলেও তার স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ, এ কথার যথেষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাই। এই সাক্ষী-চেতনা অধিগম হলেই উপনিষদ-বিদ্যা লাভ করবার পথ সহজ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মবিদ্যা কী ?

ভারতের চিন্তার চরম লক্ষ্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা।

কঠোপনিষদের প্রেয় ও শ্রেয় মার্গের কথা তুলেই তা পরিষ্কার করা হয়েছে। নচিকেতা ও যমের কথোপকথনে এ তত্ত্বের অবতারণা হয়েছে। প্রেয়মার্গ সুখের পথ, শ্রেয়মার্গ মঙ্গলের পথ। প্রেয় মার্গ দেয় সুখ ও ভোগ। শ্রেয়মার্গ দেয় মুক্তির আনন্দ। প্রেয়মার্গের ফল সংসার, শ্রেয়মার্গের ফল মুক্তি।

প্রেয়মার্গের সাধনা যাগযজ্ঞাদির সাধনা। তা দেয় সূক্ষ্মভোগ স্বর্গাদি লোকে। এ সুখের সাধনায় মানুষ পায় নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও ভোগ, কারণ তার বেশী এর লক্ষ্য নয়। অন্তর-লোকের সূক্ষ্মতাসম্পাদনের দ্বারা কামনাকে পূর্ণ করাই পথের লক্ষ্য। এতে আছে সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি—নেই জ্ঞানের প্রশান্তি।

শ্রেয়মার্গের সাধনা ব্রহ্মসাধনা। এতে ভোগ নেই, আছে মুক্তি। ইন্দ্রিয়ের শাসনের দ্বারা, চিত্ত সংযমের দ্বারা ব্রহ্মানুসন্ধানে তৎপর হয়ে ব্রহ্মসন্নিধি ও ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা পরম শ্রেয়। প্রেয় সাধনার ভেতর আছে মানুষী ও দৈবী বৃত্তি, শ্রেয় সাধনার ভেতর ব্রাহ্মীবৃত্তি। সত্য লাভে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তবিশ্রান্তি। পরম সুখ তাই। প্রেয়ের অনুসন্ধানে আছে সূক্ষ্মভোগের আস্পৃহা ও চিত্তের চিরন্তন ভোগমুখী বৃত্তি।

এই শ্রেয় প্রতিষ্ঠার জন্যে দরকার অন্তঃসত্তার স্বচ্ছতা। দর্শন দেয় সত্যের পরিচয়। সাধনা দেয় সত্যপ্রতিষ্ঠা।

সত্য-জিজ্ঞাসার সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির সম্বন্ধ। মানুষের স্বাভাবিক সংস্কার চালিত তাকে করে প্রবৃত্তির নানা প্রেরণায়। এই সব প্রেরণা থেকে মুক্ত হয়ে সত্য-জিজ্ঞাসুর চিত্তবিশ্রান্তির আবশ্যক। চিত্ত শান্ত না হলে জ্ঞানের সূক্ষ্ম চিন্তা ও অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রাণের ও মনের স্তরে আছে কত আবর্জ্জনা, কত বিরুদ্ধ সংস্কার যা সত্যদৃষ্টির পথে বাধা। এই আবর্জ্জনারাশি থেকে মুক্ত না হতে পারলে' সত্যপ্রতিষ্ঠা হয় না। মন, প্রাণ, হৃদয় বিশুদ্ধতায় পূর্ণ না করতে পারলে সত্যের বিমল শান্তি, অপরিমেয় তৃপ্তি, অপরাজেয় শক্তি লাভ করতে পারি না। প্রাণের বিশুদ্ধি দেয় শক্তি, বিজ্ঞান ও মনের বিশুদ্ধি দেয় দৃষ্টি, হৃদয়ের বিশুদ্ধি দেয় ধৃতি।

সাধনার কথা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করেছি। উপনিষদের সাধনা প্রধানতঃ জ্ঞানের সাধনা। অবশ্য যোগের সাধনা ও ভক্তির সাধনাও এতে আছে। বিচারের পথে পাই জ্ঞানকে, ধ্যানের পথে পাই যোগকে। জ্ঞান বুদ্ধির জড়তাকে নাশ করে যোগযুক্ত করে। যোগ তপঃশক্তির সঞ্চার করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের অন্তরে সত্যলাভের আস্পৃহা থেকে যে বৃত্তির স্ফুরণ তারই নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই সত্যকে ধারণা করবার শক্তি দেয়। সত্য-অনুসন্ধান ও সত্য-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যদি সত্যের ধারণাশক্তি না থাকে তবে সত্য-প্রতিষ্ঠা হয় না। সত্যকে আহরণ করাই মুখ্য কথা নয়, সত্যকে ধারণ করাই মুখ্য কথা। সত্যের চিন্তা দেয় সত্যের আকর্ষণ; আকর্ষণ দেয় ধৃতি। এই আকর্ষণ ও ধৃতি হল শ্রদ্ধা। চিত্তের সাত্ত্বিক উৎকর্ষ থেকেই এই শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা। উপনিষদে বলা হয়েছে "যাঁদের দেবতার ওপোর ও গুরুর ওপোর পরম ভক্তি আছে তাঁদের কাছেই সত্য প্রকাশিত।" এই শ্রদ্ধা অন্তঃসত্তাকে দৈবী সম্পদে পূর্ণ করে' চিত্তকে উন্মুক্ত করে। শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা এক অলৌকিক সম্পদ। তার শক্তি স্বতঃই সত্যাভিমুখী। কি জ্ঞানের পথ, কি যোগের পথ—সকলই শ্রদ্ধার ওপোর প্রতিষ্ঠিত। শ্রদ্ধা দেয় জ্ঞান, জ্ঞান দেয় সত্যের অকুণ্ঠ দৃষ্টি। শ্রদ্ধা থেকে আসে ধারণা। ধারণার গভীরতা থেকেই ধ্যানের উৎপত্তি।

যোগের দুটি রূপ আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ। উপাসনার যে যোগ তাতে আমাদের অন্তর স্বচ্ছ হয়ে ঈশ্বর-সত্তাকে ও শক্তিকে অনুভব করে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

সর্ব্বগত, বিভু, পুরাণ-পুরুষকে তখন জানতে পারা যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর অসীম সত্তার, বিরাট শক্তির,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরিমেয় আনন্দের জ্ঞানলাভই যোগের চরমাবস্থা নয়। কারণ তখনও থেকে যায় তার সঙ্গে জীবাত্মার পার্থক্য-বোধ ; অবশ্য অবস্থাবিশেষে এমনও হ'তে পারে যে কখনও সাধক ঈশ্বরীয় শক্তি দ্বারা এমন অভিভূত হন যেন কোন পার্থক্যের বোধ থাকে না। এটা একটা অবস্থা বিশেষ। পার্থক্য স্বরূপতঃ থেকেই যায়, তবে যোগের গভীরতায় তা স্ফূর্ত্ত হয় না। এ অবস্থা অধ্যাত্ম-জীবনের অতি উচ্চ অবস্থা, সাধক এই অবস্থায় তাঁর নিজের জীবনের ভেতর সাক্ষাৎভাবে অনুভব করে ঈশ্বরের সত্তা ও সংযোগ। ক্রমশঃ সে দিব্য-ভাবের বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যাদি তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যুক্ত হবার যে আনন্দ ও স্থিতি তা ঐশ্বর্য্যে নেই। যোগৈশ্বর্য্য প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা। ঈশ্বর-সংযোগে প্রকৃতির আবরণ দূর হয়। ঈশ্বর-সংযোগের ঈশ্বরের বা পরমাত্মার রূপ বা শক্তি বিশেষের বিকাশ হয়। যখন এই বিশ্বরূপের বিকাশও রুদ্ধ হয়, তখন সাধক তার ভেতরে ধ্যাতা ও ধ্যেয়কে হারিয়ে ফেলে। এক প্রশান্ত অমল জ্যোতির প্রকাশ হয়, যার উদয় নেই, অস্ত নেই, যা স্বয়ংপ্রভ, শাশ্বত, নির্ব্বিশেষ। জ্ঞানের এই হল অত্যুচ্চ শিখর। কোন শক্তির স্পন্দন এখানে নেই, থাকে না। অথচ এ চিত্তের স্তব্ধভূমিও নয়। চিত্তের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভাবের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। সে বাক্যের অতীত, মনের অতীত, সূক্ষ্ম ও কারণ-জ্ঞানেরও অতীত। যোগদৃষ্টিতে জ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম ভূমিকা আছে যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থূল জগৎ নেই, শক্তির তরঙ্গ যেখানে লীলায়িত। কিন্তু নির্ব্বিকার প্রশান্তির স্তর নেই। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের কোন স্পন্দন সেখানে নেই, ব্যক্তাব্যক্তের অতীত সে। এই হল উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা।

উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা মানুষের স্বরূপের সঙ্গে পরমাত্মার স্বরূপের কোন ভেদ স্বীকার করে না। এই জন্যে মুক্তির ভূমিতে মানুষ উপলব্ধি করে আত্মার যথার্থ স্বরূপ তার মিথ্যা রূপকে ত্যাগ করে'। এই মুক্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্তি নয়, নিত্যস্থিতি। তাই উপনিষদে মুক্তিকে স্বরূপস্থিতি বলা হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে একেই স্বারাজ্যসিদ্ধি বলা হয়েছে। আত্মার স্বরূপই স্বারাজ্য। এখানে মানুষ সকল ভয় থেকে উত্তীর্ণ হয়। জ্ঞানই মুক্তির প্রতিষ্ঠা। প্রাণ এখানে স্তব্ধ ও শান্ত, মন সংকল্প-বিকল্পহীন, সত্তাস্পন্দন রহিত—আকাশের মত স্তব্ধ ও মৌন, তবু ভাস্বর।

মুক্তির উপায় কি?

মুক্তি যখন অজ্ঞানের তিরোভাব, তার প্রধান উপায় অজ্ঞানেয় অপসারণ; জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। এই হল মুখ্য মার্গ। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশ করে, আলোই অন্ধকারকে করে দূর। জ্ঞান ভাবনাকে অবলম্বন করে' প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানমার্গে মুখ্য ভাবনা 'আমি ব্রহ্ম'। এই ভাবনা আমাদের অন্তঃকরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাটবোধ প্রতিষ্ঠা করে। ব্রহ্মাকাররূপে একটী বৃত্তির উদয় হয়। এই ভাবনা জীবভাবকে ক্রমশঃ অপসারিত করে এবং ব্রহ্মস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, বস্তুকে প্রকাশ করাই তার ধর্ম্ম। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করলেও তার আত্মকেন্দ্রচ্যুতি হয় না। আত্মাই তো জ্ঞান।

ভারতের সাধনার এই চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন। অনেকেই বলেন, এরূপ লক্ষ্যে কোনই লাভ নেই। জীবনের সকল আকর্ষণ এখানে স্তব্ধ, এবং সে জীবনে কার্য্যকরী হয়ে জীবনের সুখ বৃদ্ধি করে না। জীবনের চরম আদর্শ হবে জীবন—এর পূর্ণ সংবেগ, এর পূর্ণ তৃপ্তি, এর নিত্য কমনীয় বিকাশ। মুক্তি যখন সাবলীল জীবন-ছন্দকে অতিক্রম করে তখন তার সার্থকতা কোথায়?

আপাততঃ কথাটি ঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু পর্য্যালোচনা করলে এর সারবত্তা বুঝতে পারি না। মানুষের চরম লক্ষ্য হতে পারে প্রধানতঃ তিনটী :—(১) ক্রম-অভ্যুদয়ের গতি (২) ঈশ্বরের সঙ্গে, সকল আত্মার সঙ্গে সংস্থিতি (৩) মুক্তি।

গতিবাদীরা প্রথম লক্ষ্যকে গ্রহণ করেন; এঁরা জীবনের নানা বিকাশ ও অভ্যুদয়ের পূর্ণতা দেখতে চান; এর ভেতর একটা জীবনের লীলায়িত বিকাশের আস্পৃহা আছে, কিন্তু এতে কোনো স্থির লক্ষ্য পাই না। চলাই যদি জীবনের স্বরূপ হয়, তবে তা চিত্তে একটী কবিত্বময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেরণা জাগিয়ে তুলেও কোন স্থির সিদ্ধান্ত দেয় না। জীবন হচ্ছে পথ। দার্শনিক দৃষ্টিতে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই। জীবনের অভিজ্ঞতা বলে দেয় যে যাকে আমরা নবীন বলি সেটা প্রাচীনেরই পুনরাবৃত্তি। একটা অনির্দ্দিষ্টের দিকে ধাবিত হওয়ার ভেতর কৌতুকময় কল্পনার সঞ্চার থাক্‌তে পারে। কিন্তু জীবনের সৃষ্টিধারা কি শুধুই গতি? জীবনের সকল আকর্ষণ কি শুধুই গতিরই ওপরে? জীবন কি চায় না এই অনিশ্চিত গতি হতে মুক্ত হয়ে বিরাটের স্বরূপকে জান্‌তে? গতি আমরা চাই না, চাই ব্যাপকত্ব, বিরাটত্ব—যে বিরাটের ভেতর জীবনের সকল প্রবাহ, সব স্পন্দন গরীয়ান, মহীয়ান হয়ে ওঠে।

এই জন্যে ভারতের সাধনা কোনদিন কেবল গতিকেই লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেনি। গতির চেয়ে ছন্দের কথাই সাধনায় বড়। জীবনের ছন্দের ভেতরে পাই নানা বৈচিত্র্য, এবং সব বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে পাই একটা সুসঙ্গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য।

সমষ্টিবোধের এই স্বাচ্ছন্দ্য যখন মানস-প্রত্যক্ষের কাছে বিকশিত হয় তখন ব্যক্তিগত জীবনের সকল সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে, বিরাট জীবনের আনন্দ ও রসকে অনুভব করি। বুদ্ধি এই বিরাটের স্বরূপকে ধারণা করে, প্রাণ এর ছন্দে পূর্ণ হয়। এরূপ দৃষ্টিকেই মুক্তি বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। মুক্তি সত্যিই ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আকুতি ও ক্ষুদ্র বাসনা থেকে নিষ্কৃতি।

ক্ষুদ্রতার তিরোধান হওয়া মাত্রই বিরাট বিজ্ঞানের সূত্র ধরতে পারি। ভারতীয় দৃষ্টিতে এরূপ আদর্শকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ আদর্শে সমষ্টিগত চৈতন্যের সঙ্গে বিশ্বের সকল সত্তার এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সংযোগ।

মুক্তির এই ভূমিতে আমাদের সমস্ত বৃত্তিই অনন্তের অভিমুখী হয়। জীবনের চেষ্টা হয় সকল প্রকাশ ও গতির ভেতর দিয়ে অনন্তকে বরণ করা, আস্বাদ করা। ব্রহ্ম-স্বরূপ না হলেও, এ অবস্থায় জীব ব্রহ্মে বিচরণ করে।
কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টি এখানেই শেষ নয়। এ মুক্তি সংকীর্ণ জীবন হতে মুক্তি হলেও ব্রহ্মরূপ হওয়া নয়। দেশ ও কালের অতীত হয়ে পরিপূর্ণ চেতনার সন্ধান এ দেয় না। উপনিষদে এরূপ মুক্তির কথা থাকলেও একে সাধনার চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয় নি। কাল ও দেশের অতীতে সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য হয়ে চেতনার স্বরূপ-বোধে অবস্থিতিকেই চরম মুক্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে। চেতনার যেখানে বিকাশ সেখানে ছন্দও আছে, কিন্তু জীবনের ছন্দ যেখানে সম্পূর্ণরূপে লয় পায় সেখানেই উচ্চতর সত্তার সন্ধান পাই। জীবনের সকল চাঞ্চল্য সেখানে তিরোহিত, জ্ঞানের স্ফুরণ সেখানে নিত্য এবং সত্য সেখানে পূর্ণরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভাসিত। ব্রহ্মের ও জীবের সেখানে কোন ভেদ থাকে না, থাকতে পারে না। এরূপ অবস্থার নামই সদ্যমুক্তি—চেতনার স্বরূপে স্থিতি। এরূপ মুক্তিতেই কাল এবং দেশের অতীত হয়ে আমরা চেতনাস্বরূপকে উপলব্ধি করি। এ স্বরূপ আমাদের আত্মার স্বরূপ। জ্ঞানের এরূপ কাল ও দেশগত সংকীর্ণতা হতে মুক্তিই চরম মুক্তি।

মুক্তির উপায় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু আভাষ দিয়েছি। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভেদ বুদ্ধি প্রতিষ্ঠাই মুক্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এ'তো সহজে হয় না। এর জন্যে সাধনের প্রথম ভূমিকাতে চিত্তশুদ্ধি দরকার। চিত্তশুদ্ধি বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয় নিয়মিত করে। একেই বলে 'শম' ও 'দম'। এই শম ও দম দূরীভূত করে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য। উপাসনা দেয় মনের একাগ্রতা। উপাসনা গভীর হলে হয় ধ্যান ও ধারণা। তা থেকে চিত্ত সমাহিত হয়। সমাহিত চিত্তেই জ্ঞানের স্ফুরণ।

যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের কথোপকথনে এই সাধনা সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট উপদেশ পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বাক্‌কে, প্রাণকে, চক্ষুকে, মনকে, বুদ্ধিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। এরা ব্রহ্মের রূপ নয়, কিন্তু এদের ব্রহ্মরূপে ধারণা করবার ইঙ্গিত সর্ব্বত্রই আছে। বিশ্বের যাবতীয় শক্তিকে ব্রহ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখলে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। প্রত্যেক বস্তু বা শক্তির ভেতর অনুগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে ব্রহ্মসত্তা, এই ব্রহ্মরূপ দৃষ্টিতে তাদের সত্তার ও শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ। ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যাপক দৃষ্টি। এই দৃষ্টি থাক্‌লে সকল পদার্থেরই ব্রহ্মরূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

উপনিষদে বিশ্বের সকল পদার্থের ভেতরই ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপিত করার প্রয়াস আছে। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সত্তাই উপনিষদ স্বীকার করেন না। প্রত্যেকের ভেতর এই বিরাট ব্রহ্মদৃষ্টি যতই প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই তাদের রূপ আমাদের কাছে বদলে যায়। ব্রহ্মবোধে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে তাদের সূক্ষ্মতার, রমণীয়তার প্রকাশ হয়। এইরূপে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি অধ্যাত্মশক্তিগুলির, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্রমা, বরুণ প্রভৃতি অধিভূত শক্তিগুলিরও ব্রহ্মদৃষ্টিরূপে উপাসনার উপদেশ উপনিষদে আছে। এই উপাসনার দ্বারা এদের ব্রহ্মরূপ ও শক্তিরূপ জানা যায়। তখন সাধকের নানাবিধ যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়। শক্তিগুলির সংকোচ তার কাছে দ্রবীভূত হয়ে যায়। সাধক নানাবিধ সূক্ষ্মজ্ঞানের আধার হয়। প্রাণের, মনের ও বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও সমতা সাধনসম্পন্ন হলেই তাদের হয় অব্যাহত শক্তি। উপাসনা এইভাবে শক্তি জাগ্রত করে তোলে।

এরূপে উপাসনাদ্বারা আমরা এদের স্বরূপ বুঝতে পারি এবং ক্রমশঃই বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। একই শক্তি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হচ্ছে। উপনিষদে এই শক্তিকে প্রাণ বলা হয়েছে, কখনও বা অব্যক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হয়েছে—এই অব্যক্ত বা প্রাণ পরমাত্মা দ্বারা বশীভূত হয়ে বিশ্বরূপে পরিণত হয়। ব্রহ্ম ছাড়া এর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। কার্য্যরূপে নানা ভেদসম্পন্ন হলেও কারণরূপে সে এক। এই ভাবে উপাসনাদ্বারা কার্য্যের ভেতরই কারণের সন্ধান পাই। উপাসনা বিদ্যাবিশেষ। অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করে উপাসনা বিষয়ের স্বরূপ-বোধ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাণ মন বুদ্ধিতে মনঃসংযোগ ক'রে তাদের সূক্ষ্মসত্তার ভেতর কারণের সংবেগ অনুভব করি। এই উপাসনা একরূপ তত্ত্বানুপ্রবেশের কৌশল। এদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি প্রত্যেক পদার্থের মূলকারণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে। অধ্যাত্ম ও অধিদৈব শক্তিগুলির পরস্পর সম্বন্ধ আছে। এসম্বন্ধ গভীর—এই সম্বন্ধকেই অবলম্বন করে উপাসনা দ্বারা প্রভূত শক্তি লাভ করা যায়। প্রাণোপাসনার দ্বারা বিশ্ব-প্রাণের পরিচয়, বুদ্ধির উপাসনারদ্বারা বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয়। এই অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের পরস্পরানুযোগিতার ভেতর সাধক অন্তঃজগতে স্থিত হয়েও পায় বিশ্বজগতের সন্ধান। উপনিষদের উপাসনার বৈশিষ্ট্য এখানেই; এ শুধু একটা ভাবাবস্থা নয়, এ দেয় বিরাটের জ্ঞান। অন্তঃশক্তির সঙ্গে বহিঃশক্তির একটা সামঞ্জস্যসূত্র আছে। এই সূত্রের ধারণা করতে পারলেই সাধক নিজের অধ্যাত্মশক্তিকে জাগিয়ে অধিদৈবশক্তির অধিকারী হতে পারে। এটা শক্তিবিজ্ঞানের পথ। এ পথ মানুষের শক্তিগুলিকে স্ফূর্ত্তি দেয় এবং মানুষ ক্রমশঃ তার ভেতর পায় ঈশ্বরীয় শক্তির সাড়া ও ক্রিয়া। ঐশ্বর্য্যবোধের ভেতর থাকে একটা বিরাট রূপের জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তঃজগতের ক্ষুদ্রতা ক্রমশঃ অপসারিত হয়ে সাধকের ভেতর বিরাটের সত্তা জাগ্রত হয়। উপনিষদের সাধনার (এমন কি উপাসনা প্রকরণেও) থাকে একটা অভেদ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি ক্রমশঃ আমাদের ভেতর বিশ্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাণ বিশ্ব-প্রাণের, মন বিশ্বমনের, বুদ্ধি বিশ্ববুদ্ধির সঙ্গে একত্বপ্রাপ্ত হয়ে বীর্য্যে পূর্ণ হয়, জ্ঞানে দীপ্ত হয়। এইভাবে উপাসনা শুধু অভেদ দৃষ্টি দেয় না। সে দেয় সাধকের একটা বৃহত্তর স্বরূপের মানস-প্রত্যক্ষ। অন্তর বাহির ভেদ যখন লয়প্রাপ্ত হয় তখনই সাধক বিশ্বের অন্তর্যামী পুরুষের সঙ্গে হৃদয়ের অন্তর্যামী পুরুষের অভিন্নতা অনুভব করে। তখনই সে বলতে পারে, আমি সূর্য্যে, আমি আমি চন্দ্রমায়। প্রাণ, মন, বুদ্ধিকে অতিক্রম করে সাধক সূক্ষ্ম অবস্থায় উপনীত হ'য়ে এই বিশ্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক বিশ্বশক্তির সঙ্গে আত্মশক্তির অভিন্নতা-বোধেই সাধকের অগ্রগতি। সাধকের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হলেই তেজোময় ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার ভেতর প্রত্যেক শক্তির বিরাটরূপের ধারণা জাগে। এই ধারণাই বিশেষ শক্তির কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করে। এই ধারণা দৃঢ় হলেই সাধকের কাছে প্রতিভাত হয় বিশ্ব-চক্রের শৃঙ্খলা, গতি ও নিয়ামক শক্তি। এই জন্যই উপনিষদে উপাসনার একটা বিশেষ অর্থ আছে। প্রাণের, মনের, বুদ্ধির শুদ্ধতায় বিশ্বজ্ঞানের উৎপত্তি। তার আছে বিশ্বরূপের সংবেদনশক্তি। এই সংবেদন শক্তি দেয় বিরাট বা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসন্ধানে তৎপর হয়ে অন্তর বৃত্তিগুলিকে, প্রকৃতির শক্তিগুলিকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা হয়েছে। এতে সমস্ত শক্তিগুলির সঙ্গে পরিচয় হয়, এমন কি এদের সার্ব্বভৌমিকতা অনুভব করি। তাদের সূক্ষ্ম ভাব ও শক্তির সঙ্গে পরিচিত হই। এইভাবে বাক্, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান সকলকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে এবং ব্রহ্মবোধে তাদের উপাসনার কথা আছে। তাতে ব্রহ্মস্বরূপের অবতারণা না হলেও, অন্তরের বিকাশ হয়। এ ভাবে পরিজ্ঞান হলে একটা সমষ্টি জ্ঞানের অধিকারী হই। বাক্য হয় দিব্য প্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি, প্রাণ হয় অসীম শক্তির আধার, বিজ্ঞান হয় বিশ্ববিজ্ঞানের আধার। জ্ঞান, সাধারণ ভাবকে অতিক্রম ক'রে একটা অসাধারণ রূপ নেয় এবং বিরাটের অববোধে আমাদের পূর্ণ করে। জিহ্বা, উদঙ্ক, বর্কু, গর্দ্দভী-বিপীত, সত্যকাম, বিদগ্ধ জনককে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তার সার মর্ম্ম বোধ হয় এই। বাক্‌ব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, চক্ষুব্রহ্ম, শ্রবণশক্তি ব্রহ্ম, মনব্রহ্ম, বুদ্ধিব্রহ্ম। এ থেকে প্রত্যেক বৃত্তি ও শক্তিকে যে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে তার ভাবনা দ্বারা ব্রহ্ম-সংযোগ অনুভব করা যায়, এ কথা শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। ব্রহ্মই সকলের ভেতর অনুভূত হয়ে আছে। প্রত্যেক শক্তিকে ব্রহ্মরূপ ও ব্রহ্মশক্তিভাবে দেখা ব্রহ্মবোধের সহায়ক। বিশেষরূপে বিজ্ঞানোপাসনা, প্রাণোপাসনা ও বাক্-উপাসনার কথা বলা হেতে পারে। এদের ভেতর একটা সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত প্রাণ-সঞ্চার বাক্‌রূপে প্রকাশ পায়। বাক্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের সাধনায় একটা স্বাভাবিকতা আছে। সেটি হচ্ছে আমাদের স্বরূপের ভেতর বিরাটের আস্পৃহা। এই আস্পৃহার পরিচয় পেলে সাধনা অত্যন্ত সহজ হয়। তখন স্পষ্টানুভূতি হবে আমাদের অন্তরের কোন ক্ষুদ্র আশয়ে আমরা তৃপ্ত হইনে, হতে পারিনে; কারণ তা আমাদের স্বভাব বিরোধী। আমাদের স্বভাব হচ্ছে, বিরাটকে অনুভব করা—শুধু অনুভব করা নয়, বিরাট হওয়া। উপনিষদের সাধনার আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এখানেই। উপনিষদের সাধনা একটা স্তরে "নেতি" "নেতি" সাধনা থাকলেও একে শুধু অভাবমূলক সাধনা বলা যায় না। উপনিষদ ব্রহ্মের বিশ্বরূপ দেখেছে বলে, তার সাধনার ভেতর বিরাটজীবনের আকর্ষণ আছে। এই সাধনা ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র পায়, কিন্তু এতেই তৃপ্ত হই না। এই ব্রহ্মদৃষ্টি অন্তরে ব্রহ্মাকর্ষণ, এর পরিণতি ব্রহ্মের ঐক্যলাভে। এ অবস্থা এমনি যে সাধক এখানে ব্রহ্মদৃষ্টিকে অতিক্রম করে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়। সাধনার জীবনে এই পরিণতি চরম। এই প্রকৃত তত্ত্বানুভূতি।

উপনিষদের সাধনার আরম্ভ বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টি থেকে। ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন হলে আত্মদৃষ্টিও স্থাপিত হয়। ব্রহ্মদৃষ্টি পদার্থের আনন্দময় স্বরূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করে। আমাদের অন্তঃকরণও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে একটী দিব্য দীপ্তিতে। ক্রমশঃই স্থূলভাব—কি বিষয়ের, কি অন্তঃকরণের—দূরীভূত হয়। এবং সকলের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মসংস্পর্শ অনুভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি। এটা কল্পনা নয়। এ হল সত্যদৃষ্টি ও অনুভূতি। এরূপ অবস্থা লাভ হ'লে সাধক আরও উচ্চস্তরে উপনীত হয়। এরূপ দৃষ্টিলাভ হ'লে সাধকের অন্তরের অনেক বাধা অপগত হয়। সে হয় স্বচ্ছ। স্বচ্ছ অন্তর ভিন্ন পদার্থের ব্রহ্মরূপ অন্তরে প্রতিফলিত হয় না। অন্তরেও ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়; তাতেই অন্তর সত্ত্বের শক্তিতে পূর্ণ হয়। এ জন্যই উপনিষদে প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের উপাসনার কথা বলা হয়েছে এবং তত্ত্বগুলির আকাশ, বায়ু, বরুণ, অগ্নির উপাসনার কথা আছে। উদ্দেশ্য সবগুলিকেই ব্রহ্মময় করে তোলা। এতে সাধক জ্ঞান ও শক্তি দুই-ই লাভ করে।

এখানে উপাসনার ফলগুলি নির্ণীত হচ্ছে। প্রাণোপাসনা দ্বারা প্রাণশক্তির ধারণা বর্দ্ধিত হয় এবং বিশ্বপ্রাণের শুদ্ধতার ও শান্তিকে লাভ করি। প্রাণশক্তি শান্ত হওয়ায় বৃত্তিও শান্ত হয়ে আসে। শুধু কি তাই? বিশ্বপ্রাণের সঞ্চারে আমাদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তিও শান্তভাব ধারণ করে এবং বিশ্বপ্রাণের নিস্তরঙ্গ অবস্থাকে অনুভব করে' আনন্দ লাভ করে। উদ্বেলিত প্রাণশক্তি শান্ত হলে তার শক্তি বৃদ্ধি হয় ও জ্ঞানসাধনার পথ খুলে যায়। এই জন্যেই প্রাণোপাসনার আবশ্যক।

তেমনি মনের উপাসনায় আমাদের সূক্ষ্মপ্রাণ, সংকল্প, বিকল্প, শান্ত হয়ে আসে। সংকল্পের গতি হয় অপ্রতিহত। সূক্ষ্ম বিজ্ঞান দেয় বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয়। এই শক্তিগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্যক্ নিয়মিত হ'লে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে আমাদের সত্তা বিরাটের সত্তা ও শান্তিকে অনুভব করে। সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর লোকের প্রকাশ হয়। উপনিষদে উর্দ্ধলোকের কথা আছে। মানসানুভূতি বেদ্য নয় অথচ সত্তার শুচিতায় ও স্বচ্ছতায় স্বতঃই প্রকাশিত। এই উর্দ্ধগতির শেষ সীমা সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং 'অপহত-পাপ্মা' ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি। এখানে শান্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যে সাধক পূর্ণ হয়। উপাসনামার্গে সাধকের দিব্যপথে গতি। এই হল দেবযানমার্গ।

এ উপাসামার্গে সাধক হৃদয় গুহায় অবস্থিত হয়। (হৃদি হোষঃ আত্মা)। দহরাকাশে মন বিলীন ক'রে ব্রহ্মধ্যান করতে হয়। হৃদয়ই ধ্যানের প্রশস্ত ক্ষেত্র; একে আনন্দ-গুহাও বলা হয়। এখানে গভীর ধ্যানে সাধকের কাছে তত্ত্বের প্রকাশ। সাধক ব্রহ্মানুভূতি সম্পন্ন হয়। সঙ্কল্পানুযায়ী তার সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়। হৃদয়কে কেন্দ্র করে ধ্যান করলে সাধকের কাছে অতি শীঘ্রই একটা অখণ্ড স্বচ্ছ ব্যাপকতার প্রকাশ হয়। হৃদয় বলতে আমরা হৃদয়ের অবকাশই বুঝব। এ অবকাশের সীমা নেই। ধ্যান গভীর হলেই এর উপলব্ধি পাই। শুধু তাই নয়, ধ্যানের গভীরতায় এই হৃদয়গুহা হতে উর্দ্ধে প্রসারিত একটা সূক্ষ্ম পথের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সাধক এই পথে বিচরণ করতে সক্ষম হলে তেজোময় সত্তার সঙ্গে পরিচিত হয়। এবং ইচ্ছানুযায়ী শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে। এই পথ অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু এর পরিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকলে সাধকের জ্ঞান হয় অপরিসীম, গতি হয় অপ্রতিহত—কারণ এ পথেই তাদের দিব্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ, যার কোন তথ্য মনের দ্বারা বা বুদ্ধিদ্বারা বুঝিতে পারি না। দহরাকাশে চিন্তার ফলে সাধক অধ্যাত্মানুভূতি সম্পন্ন হয়; এবং তার অলৌকিক জ্ঞান হয় যা সত্যে উদ্ভাসিত, সতত প্রকাশশীল। কর্ম্ম একে স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণ বিজ্ঞান একে বুঝতে পারে না। অথচ এ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও দিব্য।

এই ভাবে অহংকারের নাশ হয়। তখন অনুভব করি এক স্বচ্ছ সর্ব্বব্যাপী অস্মিতা বোধের প্রকাশ। এই বোধ দ্যোতনশীল। এ বোধকে সূত্র করেই জ্ঞানের বৃহত্তর ও দিব্যতর সত্তার প্রকাশ। এই বিরাটের সাক্ষী হতে পারলে ব্রহ্মবোধ প্রতিষ্ঠা হয়। যেখানে লীন হয় কেন্দ্রীভূত 'অস্মিতা' জ্ঞান। অস্মিতার অনুসন্ধান দেয় অপার্থিব জ্ঞানের পথ। অস্মিতার সাক্ষী-দৃষ্টি দেয় দিব্য জ্ঞানের বিভব ও বিস্তৃতি হতে মুক্তি। জ্ঞানপথের সাধক এই ভাবে উপাসনাকে অবলম্বন করেও স্থিতি গ্রহণ করতে পারে।

ধ্যানকে সরস ও সরল করবার জন্যে উপনিষদের প্রধান উপদেশ হচ্ছে ব্রহ্মের কোন প্রতীক্ (চিহ্ন) অবলম্বন করে উপাসনা করা। প্রণব, গায়ত্রী মন্ত্র, বহু প্রতীক্ আছে। সকল পদার্থই প্রতীক্ হতে পারে। কিন্তু সাধারণ প্রতীক্ ও মন্ত্ররূপ প্রতীকের ভেতর একটু পার্থক্য আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ প্রতীক্ কোন ভাবনা জাগায় না, বরং ভাবনা দ্বারা তাদের করতে হয় প্রাণবন্ত। কিন্তু গায়ত্রী, প্রণব মন্ত্রের ভেতর আছে অন্তর্নিহিত শক্তি যা আমাদের ভাবনাকে সাহায্য করে, এবং আমাদের বৃত্তিকে দিব্য করে ও রমণীয় ক'রে তোলে। ভাবনার সঙ্গে মন্ত্রের ছন্দের যোগ হওয়াতে ধ্যান হয় গভীর ও সহজ। মন্ত্রাচার্য্যেরা বলে থাকেন, প্রত্যেক মন্ত্রটী শক্তি বিশিষ্ট। সে শক্তি অন্তঃকরণে শান্ত ও সূক্ষ্মভাব প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে।

শব্দের তরঙ্গ চিত্তে ভাবনা জাগিয়ে তোলে। এটা মানস প্রত্যক্ষ। মন্ত্র সূক্ষ্মপদার্থের দ্যোতক, অলৌকিক অনুভূতি ও জ্ঞান দেয়। এরূপ অলৌকিক অনুভূতিকে অবলম্বন করে শিষ্টেরা বলে থাকেন, 'প্রণব' ব্রহ্মের জ্ঞাপক। এই মন্ত্র অন্তঃকরণকে এমনভাবে ছন্দোবদ্ধ করে' যে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও কারণ জগতকে প্রকাশ ক'রে' কারণাতীত ব্রহ্ম বোধ দেয়। শব্দসাধনা অধ্যাত্মরাজ্যে আজও বর্ত্তমান। এ সাধনায় অন্তঃকরণের পরিণতি সহজেই হয়। অন্তঃকরণের সূক্ষ্মাবস্থাগুলি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মন্ত্রের আকর্ষণী শক্তি আছে। চিত্তের সূক্ষ্ম-পরিণতির সঙ্গে জ্ঞানের সূক্ষ্ম ভূমিগুলির প্রকাশ হয়। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত এরূপ শক্তি আছে যে চিত্তের সব আবর্জ্জনা চাঞ্চল্য দূরীভূত করে দিয়ে হৃদয় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাণ, মনকেন্দ্র হতে চেতনাকে মুক্ত ক'রে বিজ্ঞান ও তৎঊর্দ্ধকেন্দ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠিত করে, সঞ্চার করে বিশ্বাধারের অপরোক্ষ জ্ঞানের। এ কল্পনা নয়, এ সত্য প্রতিষ্ঠা। এ বিশ্বছন্দের প্রতিষ্ঠা ক'রে জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়ে দিব্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। প্রণব মন্ত্র এরূপ যোগবিভূতি সম্পন্ন করলেও এর পরমস্থিতি কিন্তু এখানেই নয়। এর এমন শক্তি আছে যে সত্তার স্বচ্ছতা-সম্পাদন ক'রে মহাপ্রাণের নিস্তরঙ্গ নিথর অবস্থাকে অতিক্রম করিয়ে মৌনস্তব্ধতায় প্রতিষ্ঠিত করে। ব্রহ্মই সনাতন স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতায়, এই শান্তিতে সৃষ্টির উল্লাস নেই, ধ্বংসের বিক্ষোভ নেই, স্থিতির সমতা নেই। এখানে চেতনা সকল উপাধিশূন্য, নির্ব্বিকার। এ সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে জ্ঞানের নিম্নতম-ভূমিকা হতে উচ্চতম ভূমিকা পর্য্যন্ত সকল ভূমিকার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। এ দেয় ঈশ্বরের জ্ঞান ও ব্রহ্মস্থিতি। এই উচ্চতম অবস্থা সম্ভব হয়, যখন সাধক সাধনার পথে অবলম্বন করে উদাসীন দৃষ্টি এবং কোন অবস্থা-বিশেষের শক্তি, ভূতি ও আনন্দে আকৃষ্ট হয় না। চিন্মাত্র সত্তার অবস্থিতি যখন পরম লক্ষ্য, তখন সাধনার অবস্থা-বিশেষ হতে উদ্ভূত হয় যে দীপ্তি ও শক্তি তার দিকে আকৃষ্ট হলেই সাধনার শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে আসে। সাধক মুক্তির চরম স্থিতি হতে চ্যুত হয়। তাই সাধকের সকল অবস্থাতেই অবলম্বন করে চলতে হয় একটা শান্তি, অচঞ্চল, আসক্তিহীন দৃষ্টি। তাই তাকে রক্ষা করে জীবনের সকল আবর্ত্ত হতে। এরূপ সাধনা সম্ভব হলে বিজ্ঞান, আনন্দ, অস্মিতা, সকল অবস্থাকে অতিক্রম করে সাধক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরুপাধিক সত্তা ও চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হল পরম ধৃতি।

এখানে লক্ষ্য করবার একটী বিষয় আছে। প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী হতে হলে অন্তঃকরণের কোন অবস্থাতে অনুরক্ত হতে নেই। সাধনার পথে নানা মনোরম বিকাশ হয় অন্তরে। সাধকের এরূপ বিকাশেরও সাক্ষী হতে হয়। এরূপ বিকাশে আকৃষ্ট হলে জ্ঞানের নির্ব্বিকার ভাবের লাভ হয় না। এইজন্যেই সাক্ষী ভাবকে সাধকের সব অবস্থাতেই রেখে চলতে হয়। বেদান্তবিদেরা এই জন্যেই সাক্ষীতে প্রতিষ্ঠিত হবার উপদেশ দিয়েছেন। অনাবৃত চেতনায় যে সুখ তা কেথাও নেই—স্বচ্ছতা ও সুক্ষ্মতা সম্পন্ন হলেই তার পরিণতি হয় বিরাটে। এ বিরাট জীবনের যে সম্পদ আছে তার ওপোরও ঔদাসীন্য না থাকলে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার অপরিমেয় শক্তি পাওয়া যায় না। সাক্ষীসূত্রকে ধরে রাখতে হয়। নতুবা মুল শক্তির আকর্ষণে এই পরমপদ হতে হয় চ্যুতি। জ্ঞানের সাধনায় যত এই সাক্ষীর ঔদাসীন্যকে রাখতে পারা যায়, ততই আমরা অগ্রসর হই। বিশ্বপ্রকৃতি তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে উপস্থিত হয়। পরা বৈরাগ্য স্থাপিত হলে, সে ঐশ্বর্য্য আর আমাদের আকৃষ্ট করে না। তখনই প্রকৃতি দেয় আমাদের মুক্তি। আত্মরূপে অবস্থিত হয়ে সাধক তার স্বরূপ উপলব্ধি। করে এবং স্বরূপেস্থিত হয়।" এই "মহিমা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ত্রী

ছান্দোগ্য উপনিষদে গায়ত্রী সাধনার কথা আছে। গায়ত্রী ছন্দ। ব্রহ্মোপসনার এই প্রধান অবলম্বন। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন অনেক প্রকার ছন্দ আছে, তার মধ্যে গায়ত্রীছন্দই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান দ্বার।

"গায়ত্রী বাক্‌রূপা (বাক্‌বৈ গায়ত্রীতি)। শিষ্টেরা বলে থাকেন এ মন্ত্রের গান করলে মুক্তি হয় বলেই একে গায়ত্রী বলে।"

গায়ত্রীমন্ত্রে বিরাটের স্বরূপের দ্যোতনা করা হয়েছে। এ মন্ত্র বিরাটের উপাসনা। বিরাটের রূপকে প্রকাশ করে। এ মন্ত্রে এমন ছন্দ যা অন্তঃসত্মাকে এক বিশাল ভাবে পূর্ণ করে; আমাদের প্রাণ ও মনকে শান্ত করে তার ভেতর জাগিয়ে তোলে বিরাট সত্তার স্পন্দন। এ স্পন্দন হতে হয় বিরাটের জ্ঞান।

প্রত্যেক মন্ত্রের এরূপ স্পন্দন সৃষ্টি করবার শক্তি আছে। এ স্পন্দনের ভেতর থাকে একটী স্বাচ্ছন্দ্য। কারণ মন্ত্র ছন্দকে নিয়েই হয় যুক্ত।

এদেশে পরবর্ত্তীকালে উপাসনা বিজ্ঞান আরও প্রণালীবদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেক উপাসনার ছন্দ, মন্ত্র ও দেবতা আছে। মন্ত্র করে শক্তির সঞ্চার। শক্তি প্রাণ, মণ, বিজ্ঞানের ছন্দ প্রকাশ করে। ছন্দবদ্ধ অন্তরে হয় দিব্য জ্ঞানের বিকাশ। দেবতা হয় এ দিব্য প্রকাশ। ব্রহ্ম উপাসনার গায়ত্রী ও প্রণব প্রধান ভিত্তি। প্রণব সংযুক্ত ক'রে করতে হয় গায়ত্রীর উপাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্র বিশেষে ছন্দের রূপ হয় ভিন্ন। সব মন্ত্রই একরূপ ধৃতি জাগায় না। যে সব মন্ত্র শক্তির ছন্দকে জাগায় তারা দ্যোতনশীল, জ্ঞানের দিকে তারা নিয়ে যায়। কোন কোন মন্ত্র আনন্দ বিধৃতি জাগায়। মন্ত্রশাস্ত্রে যাঁরা কুশল তাঁরা এ জন্যেই মন্ত্রের বিভাগ অতি নিপুণভাবে করেন।

গায়ত্রীমন্ত্র অত্যন্ত গম্ভীর। এর ছন্দ বিকাশশীল, অন্তরকে ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিনিবেশ থেকে উন্মুক্ত করে' বিরাট বোধে পূর্ণ করে। অন্তরকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও প্রসারিত করে।

এ গায়ত্রীমন্ত্রের এমনি ছন্দ যে অতিমানসানুভূতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়—বিশ্বচেতনা ও বিশ্বাতীত চেতনার সঙ্গে পরিচিত হই। মুক্তির কল্যাণস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে এ মন্ত্র। তখনই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের সঞ্চার।

গায়ত্রীমন্ত্রের তিনটি বিভাগ। চেতনার সূক্ষ্ম লোকে, স্থূল লোকে ও অন্তঃজগতে প্রকাশকে অবলম্বন করে এ বিভাগ নির্ণয় করা হয়েছে। ব্রহ্মচেতনা সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম লোকে প্রকাশিত, স্থূল লোকে প্রকাশিত, অন্তরেও প্রকাশিত। গায়ত্রীমন্ত্র এ প্রকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অন্তশ্চেতনা, বহিশ্চেতনা ও সূক্ষ্ম চেতনা সবই এক চেতনার বিকাশ—এটিরই স্মরণ ও বোধ করিয়ে দেয় গায়ত্রীমন্ত্র। গায়ত্রীমন্ত্র বিশ্ব-চেতনা (যার প্রতীক হল 'সবিতা') ও জীব-চেতনার ভেদকে অপসারিত করে দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন অন্তরদীপ্তির ও বিশ্বদীপ্তির সম্বন্ধ হয়, তখন অন্তর হয় বিশ্ববিজ্ঞানে পূর্ণ। সে যুক্ত হয় বিশ্ব-ছন্দে। যে কল্যাণ মূর্ত্তি সবিতৃ মণ্ডলের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত তার সঙ্গে হয় নিবিড় পরিচয়। অন্তরে ও বাহিরে কল্যাণরূপকে অনুভব করি। তখন স্বচ্ছতায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন হয় পূর্ণ। বিশ্বের ও অন্তর সত্তার কল্যাণতম রূপে সাধক তৃপ্ত হয়। সূক্ষ্ম চেতনার সঞ্চারে সুখময় বিশ্বের অনুভূতি সুস্পষ্ট।

সপ্ত লোক

উপনিষদে সপ্ত লোকের কথা আছে,—ভু, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য। এই লোকগুলিকে তাদের প্রকাশ ও স্বচ্ছতা অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক প্রথম বিভাগ। মহর্লোক দ্বিতীয় বিভাগ। জন, তপ ও সত্যলোক আর এক বিভাগ। শ্রীঅরবিন্দ এভাবে এস্তরগুলির সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ লোকগুলির ঊর্দ্ধ, মধ্য, অধঃ বিভাগ আছে। ঊর্দ্ধতমলোক সত্যলোক, তপলোক, জনলোক। সত্যলোকে সত্যের প্রকাশ। শুদ্ধ সন্মাত্র স্বরূপকে নিয়ে সত্যলোকের পূর্ণ বিকাশ। সত্যলোকে পরম সত্তা অখণ্ড ভাবেই প্রকাশিত। এই সত্তা সকলের সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। তপলোকে জ্ঞানশক্তির পূর্ণ প্রকাশ। এ লোকের আশ্রয় চিৎশক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনলোকে সত্যের আনন্দরূপের প্রকাশ, এই আনন্দ আনন্দঘন নয়, আনন্দের বিকাশ, আনন্দের মূর্ত্তরূপ। সচ্চিদানন্দে সত্তার, চেতনার ও আনন্দের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নেই। এ সকল লোক তমিস্রার অতীত,—জ্ঞানময় ও আনন্দময়। নিম্নস্তরগুলি হচ্ছে ভূ, ভুব ও স্বর্লোক। এই তিনটি স্তর অন্ন, প্রাণ ও মনের স্তর। ভূলোকে ও ভুবলোকে প্রকৃতির স্থূল রূপের প্রকাশ। এ দুটি স্তর অন্ন ও প্রাণের ভূমি। তৃতীয় স্তরটি মনের ভূমি। তার ওপোরের ভূমি মহর্লোক। সেটা বিজ্ঞানের ভূমি। এই বিজ্ঞানলোক মানসলোকের অতীত। মানসলোকে আছে দুটি স্তর, একটি ঊর্দ্ধ আর একটি অধঃ। অধঃ মানসলোকের সঙ্গে প্রাণের জগতের (vital world) খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ঊর্দ্ধ মানসলোকে জ্ঞান, সংজ্ঞা ও তাদের সম্বন্ধ স্ফূর্ত্ত। চিন্তা জগতের (thought world) কার্য্য প্রণালী এখানেই বিকশিত। বিজ্ঞান জগৎ (Idea world) এখান থেকেই প্রসূত। এখানে আছে অতিমানসের অনুভূতি। এই অনুভূতি মানসলোকের স্তরে অবতরণ কখনও কখনও করে এবং তখন একটা ঊর্দ্ধস্তরের সংবেগ মানস জগতে স্ফূর্ত্ত হয়—এই সব সংবেগগুলিকে সাধারণতঃ বলা হয় বেদবাণী। মানসস্তরে অবতরণ কর্‌লে বিজ্ঞানের নিজের অতিমানস রূপটির কিঞ্চিৎ লাঘবতা হয়। মানস স্তরে বোধ নানাবিধ মূর্ত্তি নিলেও সেগুলি চিন্তার প্রকার রূপেই (concepts) থেকে যায়। বিজ্ঞানলোকে এই মূর্ত্তি গুলি হয় প্রত্যক্ষ। তখন সে মূর্ত্ত ও উদ্‌ভাসিত অতিমানস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজ্ঞালোকে। বিজ্ঞানলোকে সৃষ্টির সূক্ষ্ম ধারার সঙ্গে পরিচয়। তপঃ, জন, সত্যলোকের সঙ্গে স্থূল ও সূক্ষ্ম সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানলোকের সঙ্গে ঊর্দ্ধলোকের ও অধঃলোকের সম্বন্ধ। এই বিজ্ঞানালোকে সত্য মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। তার রূপ ভাবমাত্র নয় (concept বা idea নয়), লীলায়িত, স্ফূর্ত্ত (spirit form)।

হৃদয়-গুহা থেকে ঊর্দ্ধ প্রসারিত পথ দিয়ে সাধক মহর্লোক ও তদূর্দ্ধলোকে করে প্রবেশ।

যোগের পথে সাধক অবস্থা থেকে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এবং শেষ ভূমিতে সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রাপ্ত না হলেও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়, তার দৃষ্টি কালকে অতিক্রম করে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ হন। সিদ্ধভূমিতে কালের অনুভূতি থাকেনা। কালই আমাদের জ্ঞানকে করেছে সীমাবদ্ধ। কালকে অতিক্রম করলে যুগপৎ বিশ্বের সব পদার্থের জ্ঞান হয়—এই জ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান, এজন্যেই বলা হয়েছে ঈশ্বরজ্ঞান অবাধিত। বস্তুর পরিণতি কালকে অবলম্বন করেই হয়। ঈশ্বরদৃষ্টিতে কাল সক্রিয় নয়, কালের ব্যবধান সে দৃষ্টিতে নেই, এ জন্যেই তিনি ত্রিকালজ্ঞ। যোগ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য হচ্ছে স্থূলে কারণ বা সূক্ষ্মের বিকাশ। স্থূলের ভেতর সূক্ষ্মের বিকাশ বিস্ময় উৎপন্ন করে, কারণ স্থূল জগতের কার্য্য প্রণালীর সঙ্গেই আমরা পরিচিত, স্থূলের অন্তরালে সূক্ষ্ম জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান আমাদের নেই। এজন্যেই যোগবিভূতিকে অত্যাশ্চার্য্য বলে মনে হয়। বস্তুতঃ যাঁদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম তাঁরা একে আশ্চর্য্য বলেন না।

মুক্ত পুরুষেরা এরূপ কালের অতীত হয়ে প্রকৃতির ওপোর কর্ত্তৃত্ব করেন। তাঁরা প্রকৃতির পরিণতির নিয়ম ও প্রক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে অনুভব করেন বলেই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকৃতির পরিণতি। এই-ই মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য। এ কল্পনা নয়। মানুষ স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীন; প্রকৃতির ওপোর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সাধনার শেষ হয় না। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বকে অতিক্রম করাই সাধনার উদ্দেশ্য—কি ব্রহ্মনির্ব্বাণে, কি ঈশ্বরসাযুজ্যে প্রকৃতির অধিকারকে অতিক্রম করবার কথা সুস্পষ্ট। তাই মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য তার অতিমানবত্বেরই জ্ঞাপক।

যাঁরা মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্যকে গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা যোগদৃষ্টি-সম্পন্ন নন। আদর্শবাদের দিক দিয়ে অনেক কথা আছে, কিন্তু মানবীয় রূপের অতিক্রম হলেই আদর্শ হবে না, এ দৃষ্টি বিচারসহ নয়। মানবত্বের সীমাকে অতিক্রম করে ঈশ্বরীয় শক্তি ও জ্ঞান লাভ করাই লক্ষ্য। মুক্ত পুরুষেরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও ঈশ্বর শক্তির সাথ ঐক্য অনুভব করেন। এ জন্যেই তাঁদের শক্তি অনেক সময়েই দুর্ব্বোধ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তি ও ঈশ্বর

উপনিষদে তপস্যা ও শ্রদ্ধার কথা আছে। তপস্যা ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়ে মুমুক্ষুরা অরণ্যে বাস করেন এবং যোগে সেখানেই গমন করেন যেখানে অমৃত অব্যয় আত্মার বিরাজ। আরো বলা হয়েছে যাদের দেবে ও গুরুতে পরাভক্তি আছে তাদের জন্যই এই পথ। ভক্তি শুধু দিব্য বুদ্ধিই দেয় না, আকর্ষণ করে দেবপ্রসাদ। এই দেবপ্রসাদই দেয় জ্ঞান।

দেবপ্রসাদ হলে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। এই যোগসূত্রকে অবলম্বন করে কেউ কেউ ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। কেউ বা ঈশ্বর থেকে পরা বিজ্ঞান লাভ ক'রে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরের ভেতর মানুষকে মুক্ত কর্‌বার স্পৃহা আছে। এ তাঁর জীবের প্রতি প্রেম। জীবকে তিনি বরণ করে নেন তাঁর প্রেমের দ্বারা। ঈশ্বরের জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, প্রেম ও শক্তি কিছুরই অভাব নেই। ঈশ্বরের প্রেমকেই যাঁরা মুক্তির কারণ বলে মনে করে' তাঁতে আকৃষ্ট হন, তাঁরা ঈশ্বরের একাংশই দেখেন, তার পূর্ণ বিরাট স্বরূপের আর কিছুই অনুভব কর্‌তে পারেন না। মুক্তির জন্যে প্রেম অবশ্যম্ভাবী হতে পারে কিন্তু মুক্তির ঊর্দ্ধভূমিকায় যে জ্ঞানের উদারতা, শক্তির বিশালতা ও আনন্দের উদ্বেলতা আছে তাকে জান্‌তে না পারলে ঈশ্বরের সম্যক্ পরিচয় হয় না। বিশুদ্ধ অন্তরে এই ধারণা হয়। ঈশ্বর-কৃপা জ্ঞানের পরিপন্থি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুলিকে সরিয়ে কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করে। শ্বেতাশ্বতরে উপনিষদে ও কৌষিতকী উপনিষদে মুক্তির জন্যে ঈশ্বর কৃপার কথা আছে। তাঁর অভিধ্যান দেয় চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধচিত্তে তিনি প্রকাশ করেন অনন্ত শক্তি, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান হচ্ছে জ্ঞানের চরম বিকাশ।

জীবন্মুক্ত

সবচেয়ে বড় আশার কথা হচ্ছে এই, ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান এ জীবনেই লাভ করা যায়, এ আশ্বাস শ্রুতি থেকে পাই। জীবন্মুক্ত বল্‌তে গেলে মুক্তির উদার তৃপ্তি ও অতুলনীয় শান্তিকে জীবনে অনুভব করাই বুঝি। জীবন সাধারণতঃ বেদনা, বিজ্ঞান ও আনন্দের ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়। জীবন্মুক্তের এ-সবের সঞ্চার নেই। তার বোধ ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিকশিত, আনন্দ অপরিসীম সত্তায় মগ্ন, তিনি সর্ব্বকালেই ব্রহ্মসম্পন্ন।

জ্ঞানের বিকাশ হলেই ব্যবহার সর্ব্বত্র সমান হয় না। ব্যবহার নিয়মিত হয় পূর্ব্বসংস্কারের দ্বারা। পূর্ব্বসংস্কার-গুলি জীবন্মুক্তের জীবনেও ক্রিয়াশীল হয় যদিও সে সংস্কার ভেতরে কোন উল্লাস বা অবসাদ সঞ্চার করে না। জ্ঞান প্রতিষ্ঠা হলেও জ্ঞানের এমন শক্তি নেই যে সমস্ত সংস্কারকে উন্মূলিত করে এবং প্রারব্ধ ভোগের ক্ষয় করে। এ জন্যেই জীবন্মুক্তের নানারূপ ব্যবহার দেখা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিও তার অন্তর জ্ঞানে পূর্ণ ও আনন্দে সমাহিত। তার চেতনার বিলয় কখনও হয় না; সক্রিয় হ'লেও সে শান্ত। চিত্তের নিরোধ বা বিক্ষেপ জীবন্মুক্ত পুরুষের জীবনে থাকে না। তাঁর চিত্তনিরোধও নেই, চিত্তবিক্ষেপও নেই। তিনি মুক্ত। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সহজভাবেই চিত্তের ওপোর ক্রিয়া করে। চিত্তে আসে শান্তি, প্রাণে আসে ধৃতি, কিন্তু জ্ঞানী উদাসীন চেতনায় নিমগ্ন।

উপনিষদে জ্ঞানীর শ্রেণীবিভাগ আছে: ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিৎবর, ব্রহ্মবিৎবরীয়ান, ব্রহ্মবিৎবরিষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এ শ্রেণী-বিভাগ যথার্থ নয়—জ্ঞানীর কোনও শ্রেণী নেই। জ্ঞান সত্যপ্রতিষ্ঠা, তা সর্ব্বত্রই সমান। কিন্তু জীবনের গতির সঙ্গে সত্যপ্রতিষ্ঠার একটা সম্বন্ধ আছে, ধ্যানের শান্তির ভেতর যে গভীর জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে পূর্ণরূপে ধারণ করতে হলে সত্যের কেবল অনুভূতিই যথেষ্ট নয়, তাকে এমন দৃঢ় করতে হয় যে জীবনের অঙ্গীকরণে তা হয়ে উঠ্‌বে অভিন্ন। এরই তারতম্যের অনুযায়ী জীবন্মুক্তের স্তর-বিভাগ।

জ্ঞান ও যোগ

যোগ দেয় ঈশ্বরসান্নিধ্য, জ্ঞান দেয় ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু যোগ অর্থে যদি বুঝি মানুষের সহজ বৃত্তিগুলিকে নিয়মিত করা, তাকে বিশেষভাবে কার্য্যকরী করে সুখের পথ অধিকার করা, তাহলে অত্যন্ত ভুল বোঝা হ'বে। যোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে অনেক সিদ্ধি আসতে পারে, কিন্তু উপনিষদের যোগের লক্ষ্য এমন কিছু নয়। মানুষকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই যোগের আবশ্যকতা। এবং এর শেষ পরিণতি সেখানেই। যোগ যে জ্ঞান দেয় তা দিব্য—মানবীয় বৃত্তিগুলিকে দূরীভূত করে সে ভাগবতী বৃত্তি স্থাপিত করে। এজন্যেই এ পথে যে জ্ঞান উদ্‌ভাসিত হয় তা প্রকৃতির স্বরূপের সন্ধান দেয় এবং তার তুচ্ছ স্বরূপের সন্ধান পেয়েই যোগ মার্গে সাধক অগ্রসর হয় প্রকৃতির অতীত ঈশ্বর উপলব্ধির দিকে।

ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ

মুখ্য মুক্তিমার্গে যাঁরা বিচরণ করেণ, তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে অদ্বৈত জ্ঞানের পর ব্রহ্মনির্ব্বাণ। তাঁদের কাছে ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রতিভাত হলেও তাঁরা সে বিষয়ে উদাসীন। যদি কিছুতে তাঁরা নিযুক্ত হন তো তার উদ্দেশ্য প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়—কিম্বা অধিকারিক পুরুষের বেলায়, কোন বিশ্ব-কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের কোন ইচ্ছে থাকে না। জ্ঞান প্রতিষ্ঠার পর কর্ম্মের কোন অবসর নেই—বিশেষতঃ যাঁরা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই জীবনের ভিত্তি করেন। কিন্তু যোগমার্গে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির সব স্তরে ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারেন; কারণ তাঁর সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে হৃদয়াভ্যন্তর হতে প্রসূত হয়ে যে জ্যোঃতি ধারা সমস্ত সূক্ষ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ প্রকাশ করে, সেই ধারাকে অবলম্বন করে হিরণ্যগর্ভ লোককে ভেদ ক'রে ব্রহ্মসন্নিধি লাভ করা, এবং স্বেচ্ছায় এই মার্গে গমন করা। এই পথের আবরণ উন্মুক্ত হলে সাধকের 'ভূ'হতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় এবং সাধক ক্রমশঃ উচ্চতর লোকের গতিধারা ও শক্তি ধারার সঙ্গে পরিচিত হন। তখন তাঁর মানসলোকের অস্পষ্টভাব দূরীভূত হয়, কোন সংকল্প বিকল্প থাকে না। তাঁর সমস্ত সত্তা তখন আলোড়িত হয় ব্রহ্ম শক্তিতে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা উপনিষদ সাধনার চরম লক্ষ্য। অন্তঃহৃদয়ে আত্মা পৃথিবীর চেয়ে বড়, অন্তরীক্ষের চেয়ে বড়, দিব্য দ্যোতনশীল জগতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকের চেয়ে। এই আত্মাকে জানতে পারলে মানুষ সর্ব্বগ্রন্থি হতে মুক্ত হয়। আত্মস্মৃতি জাগরিত হলে অন্তরের সকল গ্রন্থি—যাদের অবলম্বন ক'রেই ব্যক্তিত্ব,—ছিন্ন হয়, মানুষ মুক্তির পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এ জন্যেই মুখ্য মুক্তিমার্গে মুক্ত পুরুষের নিষ্ক্রামণের কথা বলা হয়নি। কারণ মুক্তপুরুষের কোথায় নিষ্ক্রামণ হবে—তার সত্তাই ব্রহ্মসত্তা।

মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য ও গতি

মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রুতিতে আছে। মুক্তপুরুষের ইচ্ছা অপ্রতিহত। তিনি কামনা করলেই সে কামনা সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি সকল সম্পদকে তাঁর কাছে প্রকাশিত করে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হয় পিতৃলোক, দেবলোক। মুক্তপুরুষের জ্ঞান অপ্রতিহত। কখনও কখনও মুক্তপুরুষ ঈশ্বরের মত শক্তিও লাভ করেন। মুখ্য মুক্তির পথে এরূপ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য না থাকতে পারে, কারণ এই তার লক্ষ্য নয়। এ ঐশ্বর্য্য উপাসনার ফল, গৌণ মুক্তির পথে অবশ্যম্ভাবী বিকাশ। মুখ্য মুক্তিমার্গে এরূপ বিকাশ অসম্ভব নয়, কিন্তু সাধক সে দিকে আকৃষ্ট হন বলে' প্রকৃতির রাজ্যের ওপর অভিভব করবার শক্তি তাঁর থাকলেও, তিনি সেরূপ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করেন না। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সমস্ত বিভূতির অতীত ব্রাহ্মীস্থিতির দিকে। গৌণ মুক্তিরমার্গে সাধক নানাবিধ বিভূতিসম্পন্ন হলেও—জগৎ ব্যাপারের ওপোর তাঁর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। প্রকৃতির নানাস্তরের জ্ঞানসম্পন্ন হয়েও বিশ্বধারার কোন পরিবর্ত্তন তিনি করতে পারেন না। তার ওপোর তাঁর কোন অধিকার নাই। সে অধিকার ঈশ্বরের। জ্ঞানের উচ্চস্তরে উঠলে সাধক জান্‌তে পারেন বিশ্বব্যপার এমনি কৌশলে নিয়মিত যে এতে হস্তক্ষেপ করবার কিছুই নেই। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে জগৎ ব্যাপারে যে সব বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায় গভীর দৃষ্টিতে তাদের একটি সামঞ্জস্য উপলব্ধ হয়। জ্ঞানের সীমা যত বেড়ে ওঠে, ততই সব বৈষম্যের স্বরূপকে বুঝে সৃষ্টির কৌশলে আশ্চর্য্য হই। বিরাট দৃষ্টিতে সকল বৈষম্যই দূর হয়।

যোগপ্রতিষ্ঠা বুদ্ধিকে এরূপ দৃষ্টি দেয়। এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে' চিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করে। যোগদৃষ্টিও জ্ঞানদৃষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেতরে যেটুকু শক্তির কথা আছে তাও ক্রিয়াশীল হয় বিশ্ব-বিধানকে অবলম্বন করেই। মানুষের অসীম শক্তি হলেও তার একটা সীমা আছে। এবং সে সীমা এই যে জগৎ ব্যাপারের ওপোর তার কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

যাঁরা উপাসনামার্গে বিচরণ করেন এবং দিব্যজ্ঞানে ও শক্তিতে অনুপ্রাণিত হন তাঁদের হয় ঊর্দ্ধগতি। তাঁদের মলিন সংস্কার বিলীন হয়। তাঁরা দিব্যসংস্কার প্রাপ্ত হন এবং তদনুযায়ী হয় তাঁদের শক্তি। উপাসনার দ্বারা চিত্ত দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং ঊর্দ্ধলোকের দিব্যসঞ্চার হয়। শুধু তাই নয়, একটী সূক্ষ্ম আলোকধারাকে অবলম্বন করে' তাঁরা ঊর্দ্ধলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উপনিষদের ভাষায় তাঁরা দেবযানমার্গে গমন করেন। এই ঊর্দ্ধলোক জ্যোতির্ম্ময়, শুভ্র। এই পথকে অবলম্বন করে তাঁরা ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

এ পথে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁদের অন্তরীক্ষলোক ও তদুপরি লোকের জ্ঞান হয়। এ লোকগুলিতে জীবনসংবেগ ধীর ও শান্ত। জ্ঞান উদার, প্রাণ ছন্দময়, বিজ্ঞান অব্যাহত। এ জন্যেই একে দিব্যমার্গ বলা হয়; দেহাবসানে এই মার্গে বিচরণশীল পুরুষের ঊর্দ্ধাম্নায়ে গতি হয়। ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিত অমানবক পুরুষের দ্বারা আদৃত ও নীত হন, কৌষাতকী উপনিষদে এই কথা আছে। যতই সাধক ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করতে থাকেন, তিনি ততই দিব্যতেজোসম্পন্ন হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হন অশরীরী দিব্যপুরুষের সঙ্গ। কিন্তু এই তাঁর গতির শেষ নয়। তাঁর গতির শেষ হয় ব্রহ্মলোকে। এই ব্রহ্মলোক হতে সাধকের আর পুনরাবৃত্তি (পুনরাগমন) হয় না। এই মার্গে বিচরণশীল সাধক হিরন্ময় কোষে প্রবেশ করেন, এবং সে কোষ ভেদ করে ব্রহ্মলাভ করেন।

মুক্তির সম্বন্ধে দুটী ধারণা উপনিষদে সুস্পষ্ট—একটী ব্রহ্মনির্ব্বাণ, আর একটী ব্রহ্মসাযুজ্য। প্রথমটী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম উপদেশটি সুস্পষ্ট; দ্বিতীয়টি কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্যে বিশেষতঃ দহরবিদ্যার শেষ দিকে সুস্পষ্ট। এদের ভেতর তেমন কোন বিরোধ নেই। ঈশ্বরকৃপা অপ্রতিহত জ্ঞান, অপরিমেয় সত্তার সন্ধানের পথ খুলে দেয়। অবস্থাবিশেষে দুটিতে দুরকম অভিজ্ঞতা; কিন্তু দ্বিতীয়টি হতে প্রথমটিতে উপনীত হওয়া যায়।

একথা নিঃসন্দেহ যে সাধকের যোগমার্গে ও উপাসনামার্গে—ঈশ্বরের দিকে গতি হয় এবং ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর লোকের ভেতর দিয়ে তিনি ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করেন।

পর্য্যাঙ্কবিদ্যার নির্ণয় করতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে। যাঁরা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে কুশল, তাঁদের গতির পথে চন্দ্রলোক, বিদ্যুৎলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোকের দর্শন হয়; পরিশেষে তাঁরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই লোকগুলি সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট নয়। তবে চেতনার সূক্ষ্ম বোধের সঙ্গে এরূপ স্তরের অনুভূতি হয়। এ সব স্তর জ্যোতিতে ও শক্তিতে পূর্ণ। এরা অতি মানসের স্তর বিশেষ এবং এসব বোধে অস্তিত্বের সূক্ষ্ম স্তরগুলি প্রকাশিত হয়। ঊর্দ্ধ মানস চেতনায় এসব লোকে অমানব পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। তারা আরও উচ্চতর স্তরে সাধককে চালিত করে। চিতি-পুরুষ (psychic-self) ক্রিয়াশীল হলেই এ সব লোকগুলির পরিচয় পাই।

এই চৈত্য পুরুষের জাগরণের সঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের নানা স্তর প্রকাশিত হয়। এ স্তরগুলির কথা সংক্ষেপে উপনিষদে বলা হয়েছে। চৈত্যপুরুষের সঙ্গে বিরাটপুরুষের (cosmic-self) একটী সম্বন্ধ (correspondence) আছে। চৈত্যপুরুষের অনুভূতির গভীরতায় লোকবিশেষের প্রকাশ। এই লোক-বিশেষের সূক্ষ্মতা অনুযায়ী নানারূপ অনুভূতি। তবে এই মার্গে তেজ, স্বচ্ছতা, প্রকাশ, স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়। শুধু তাই নয়—অন্তঃসত্তাও ক্রমশঃ প্রকাশশীল ও আবরণমুক্ত হয় এবং এ সব লোকের স্পন্দনকে অনুভব করে। সূক্ষ্ম বেদনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব সূক্ষ্ম লোকের অনুভূতি জাগে। কিন্তু এ দেবযানমার্গেও সাধক এইরূপ জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাদের এ সব স্তরগুলি অতিক্রম করে যেতে হয়। সাধকের আবশ্যক হয় সচেতন থাকা। চেতনার সঞ্চার ঠিক থাকলে সাধকের অন্তঃ প্রেরণা তাকে ঊর্দ্ধদিকেই নিয়ে যায়। যতক্ষণ না তার ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তার আস্পৃহা ও সত্তার অস্ফুট বেদনাই তাকে চরম ঈশ্বরানুভূতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। ভূমাতেই সাধকের তৃপ্তি, আমাদের অন্তরের এই ভূমার আস্পৃহাই ঈশ্বরসাযুজ্য দিয়ে দেয়। জীব ঈশ্বরে লীন না হয়ে তার অঙ্গরূপে, তার জ্ঞান, আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়।

এই মার্গও সূক্ষ্ম প্রাণের মার্গ। সূক্ষ্ম প্রাণকে গ্রহণ করে সাধক এরূপ বিকাশের অধিকারী হয়। এ মার্গে কোথাও লয়ের কথার উল্লেখ নেই। এ মার্গে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদ ভাবনা থাকলেও সেইভাব পূর্ণ অভিন্নত্বের ভাবনা নয় বলে এ মার্গে সাধক ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। তার জ্ঞান ও সত্তা অসীম ও উদার স্বরূপকে অনুভব করলেও, বিকাশ বিশ্বময় হলেও, পূর্ণরূপে নিস্তরঙ্গ নয়। জ্ঞান স্বচ্ছ, আবরণ শূন্য। বিশ্বসত্তা, বিশ্বাতীতসত্তা এই জ্ঞানে উদ্‌ভাসিত। এখানে কল্লোল আছে, কিন্তু তা শান্তিপূর্ণ; জ্ঞান আছে, কিন্তু সতত প্রকাশশীল; জীবন আছে, কিন্তু নেই স্তব্ধতা। ছন্দ আছে, অনাহত সঙ্গীত আছে, মৌন নীরবতা নেই। প্রাণে উদ্বেলিত, বিজ্ঞানে উদ্‌ভাসিত, ছন্দে মুখরিত, আনন্দে লীলায়িত জীবনই এরূপ স্তরে প্রকাশিত। কিন্তু জীবনের সকল সঙ্গীতধারা যে অপরিমেয় শান্তির ভেতর নীরব হয়ে যায়, সে মৌন উল্লাসহীন স্তব্ধতা, সে অসঙ্গ আত্মার পরিচয় এখানে হয় না। এখানেই সাধক সকল গ্রন্থি হতে মুক্ত হয়। জীবত্বের পরিধি যতই প্রসারিত হোক না কেন তার স্বরূপকে অপসারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে না পারলে তার ক্ষুদ্রতার পূর্ণ বিস্মৃতি হয় না। এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পৃথক অনুভূতি দেয়, এ সময় মানুষ চিত্তের সকল সংবেদন ও বেগ হতে পায় পূর্ণ বিশ্রান্তি। বিশ্বের সকল স্মৃতি হতে বিচ্যুতিই মুক্তি, স্মৃতি জীবন ধারাকেই অবলম্বন করে থাকে, স্মৃতি অপগত হ'লে মুখর জীবনও স্তব্ধ হয়। জীবনসঙ্গীতের মধ্যে আছে স্তব্ধতা, এই স্তব্ধতাকেই অবলম্বন করে অনাহত সঙ্গীতের ছন্দ প্রতিষ্ঠিত। গৌণ মুক্তিমার্গে জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়। ক্রম-ঊর্দ্ধলোকের জ্ঞান নিম্নভূমিকার জ্ঞানকে রূপান্তরিত করে। এই সব লোকের ভেতর সম্বন্ধসূত্র আছে। নিম্নকার ভূমিকা ঊর্দ্ধভূমিকার শক্তিদ্বারা সঞ্চারিত। এভাবে সত্তা ও জ্ঞান রূপান্তরিত ক'রে ঊর্দ্ধপথে আরোহণ করতে পারি।

এই যে স্তর বিভাগ এও জ্ঞানের অবস্থা বিশেষ, এ অবস্থাগুলি আমাদের রূপান্তরিত জ্ঞানের প্রকাশ। যাঁরা এই দৃষ্টি সম্পন্ন তাঁরা ব্রহ্মকে সমস্ত বিশ্বেই ওতপ্রোত ভাবে দেখেন, কারণ সমস্ত সত্তাই যে ব্রহ্মরূপ। কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি মূল লক্ষ্য, এবং সে দৃষ্টি খুলে গেলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি হয়।

কৌষিতকী উপনিষদে দেবযানমার্গে বিচরণশীল পুরুষের আহ্বানের একটী সুন্দর চিত্র আছে। ঈশ্বর দিব্য শক্তিগুলিকে দেবযানমার্গের সাধকদের যোগ্য সম্মান দিতে বলেন। তাঁরা এরূপ মুক্তপুরুষের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরূপ আহূত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মলোকাভিমুখে অগ্রসর হন। তাতে যথাক্রমে "ব্রহ্মশব্দ", "ব্রহ্মরস", "ব্রহ্মতেজ", "ব্রহ্মযশঃ", প্রবেশ করেন।

রূপক ভাবে এখানে গভীর অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির অতীত হয়ে মুক্তপুরুষের চৈতন্য যখন অধঃপ্রকৃতির সীমা অতিক্রম করে, তখন তার দিব্যস্বচ্ছতা, দিব্যানন্দ, দিব্যতেজ প্রাপ্তি হয়। চেতনার এরূপ বিকাশ মুক্তাত্মার দিব্য স্বরূপের বিকাশ। তার অনুভূতি সকলই দিব্য।

সন্ন্যাস যোগ

উপনিষদগুলি পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে যে ব্রহ্ম-সাধনা, ব্রহ্মবিচার সকল আশ্রমেই হতে পারে। শিষ্য ব্রহ্মবিদ্যার জন্যে গুরুর কাছে সমাসীন হতেন। এমন কি পুত্রও পিতাকে গুরুর স্থানে বরণ করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতো। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যে রকম ব্রহ্মবিচার করতেন, গৃহস্থাশ্রমীও করতেন সেই রকম বিচার। জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মবিদ্যা নিস্পন্ন হ'ত।

ব্রহ্মবিদ্যার কারণ আধ্যাত্মযোগ। সে আশ্রম ধর্ম্মকে অপেক্ষা করে না, অপেক্ষা করে জ্ঞানকে। জ্ঞানের প্রধান কারণ সুদৃঢ় ভাবনা, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও সম্যক্ দৃষ্টি। তার সঙ্গে আশ্রম ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নেই। শুদ্ধ সংযত পুরুষেরাই জ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞানের আর কোন বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ নেই। একাগ্রবৃত্তি, যোগ ও ধ্যান জ্ঞান লাভের সহায়ক।

উপনিষদে অনেক গৃহস্থাশ্রমী জ্ঞানীর উল্লেখ আছে। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ঋষিরা গৃহধর্ম্মানুষ্ঠান করতেন। সন্ন্যাসের কথা উপনিষদে কমই আছে। জ্ঞান বাইরের অবস্থাকে আশ্রয় করে থাকে না, আশ্রয় করে না আশ্রম ধর্ম্ম, সংস্থিতির ব্যবস্থা। জ্ঞান তত্ত্বের বিকাশ। একথা স্বীকার করতে হবে যে বাইরের অবস্থা অনুকূলরূপে বা প্রতিকূলরূপে জ্ঞান সঞ্চয়ে সাহায্য করে, বা বাধা জন্মায়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবার জন্যে অন্তঃকরণের বিষয়াকর্ষণ হতে বিমুক্তি আবশ্যক। বিষয়রত চিত্তে জ্ঞানের নির্ম্মল বিকাশ হয় না। আশ্রম বিশেষে এই আকর্ষণ বেশী বা কম। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বা বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমে জ্ঞানের বাধা খুব কম। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাদ্বারা ওজঃ শক্তির বৃদ্ধি হয়, চিত্তের ওপোর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। হৃদয়গুহায়প্রবিষ্ট সাধক ব্রহ্মধ্যানের অধিকারী। ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। এতে শরীর, মন, প্রাণ সবই দৃঢ় হয়। তাদের ভেতর আসে সমতা। সমতাই দেয় উচ্চতর ধ্যান ও জ্ঞানের অধিকার। এ জন্যই উপনিষদে এর এত প্রশংসা। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার ভেতর থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আস্পৃহা। আস্পৃহা দেয় প্রেরণা।

ব্রহ্মচর্য্য জীবনকে পরিচালন করবার একটা কৌশল। এ মনের সঙ্গতিসম্পন্ন ভাবনা, প্রাণের ছন্দোময় গতি, শরীরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাচ্ছন্দ্য। এতে সূক্ষ্ম বুদ্ধির জাগরণ হয়। জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারলে এর সুন্দর বিকাশ ও পরিণতি দেখা যায়। এজন্যেই ব্রহ্মে চরণ করার কথা পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্রহ্মে চরণ জীবনের উচ্চতম কলা ও কৌশল। এ দেয় বুদ্ধির উন্মেষ, অন্তরের বিকাশ, ছন্দোবদ্ধ জীবনের পরম সুখ ও শান্তি। জীবনে ছন্দের একবার প্রতিষ্ঠা হলে, তা আর নষ্ট হয় না।

গৃহস্থাশ্রমে এই ছন্দোময় জীবনের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী, এখানে হৃদয়ে হৃদয়ে ছন্দের ক্রীড়া হ'তে থাকে। একটি ছন্দ মূর্ত্ত হয় নানা ব্যক্তির ভেতর দিয়ে। এ আশ্রমে ছন্দ লাভ করতে পারে না একটা সহজ গতি—কারণ তা অবরুদ্ধ থাকে প্রাণস্তরের কোন আকর্ষণে। বিজ্ঞানের ছন্দে অধিরোহণ কর্‌লেও প্রাণের আকর্ষণ থেকে নির্ম্মুক্ত হয় না। তাই গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্যান্য আশ্রমের কথাও বলা হয়েছে। সেখানে প্রাণের কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ নেই। প্রাণের ছন্দ বিজ্ঞানের ছন্দে পূর্ণ হয়। বিরাট জীবনের স্পন্দন, আনন্দ ও আকর্ষণ এখানেই। প্রাণ তার চেষ্টাকে এই বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ দেয়। প্রাণের চেষ্টার চেয়ে প্রাণের আরাম আরও বেশী সুখপ্রদ। প্রাণায়াম দেয় এই বিশ্রান্তি। যদি বিষয় ভোগের আকর্ষণ প্রাণে থাকে তবে প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা হয় না। বিষয় ভোগ হতে উপরত হলেই প্রাণ পায় উচ্চ শক্তি; সে শক্তিই দেয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকার। সন্ন্যাস আশ্রমে ও বানপ্রস্থে প্রাণের বিতৃষ্ণা থেকে বিমুক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাস আশ্রমে জীবনের গতি স্বাধীন, উন্মুক্ত। সকল আকর্ষণ মুক্ত হয়ে' চেতনার বিরাট অবকাশের ভেতর প্রাণের স্বচ্ছন্দে বিচরণ। তখন উন্মুক্ত চেতনার সঙ্গে প্রাণের ছন্দের মিল। জড়তা, চাঞ্চল্য রহিত হয়ে প্রাণ স্ফূর্ত্ত হয় এক সহজ গতিতে। ক্ষুদ্র আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ায় এর ভেতর সঞ্চারিত হয় বিশ্ব-আকর্ষণ ও বিশ্বগতি। জ্ঞান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল বিশ্বে আত্মারই প্রকাশ দেখে। প্রাণ, মন হয় বিরাটের ছন্দে পূর্ণ, অনুভূতির গভীর স্তরে নিমগ্ন। আশা আকাঙ্খার অভিসন্ধানে এরূপ চিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্য হয় না। জ্ঞান স্বাচ্ছন্দ্য ও অভয়। সন্ন্যাসযোগে এই স্বাচ্ছন্দ্যের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। বিরাট জীবনের ছন্দ এরূপ স্বাচ্ছন্দ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এর মুখ্য ফল আত্ম-প্রতিষ্ঠা, নিরন্তর আত্ম-স্মৃতি; স্বাভাবিক জীবনের কিঞ্চিৎ আকর্ষণ থাকলেও এই স্মৃতি সম্ভব হয় না। সাধারণ জীবনের বিস্মৃতি হতে হয় এই স্মৃতির সঞ্চার। আত্ম-স্মৃতির জন্যেই সন্ন্যাস আবশ্যক। যাজ্ঞবল্ক্য এই আত্মজ্ঞানে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা হলেই সংসারের বোধ নষ্ট হয়ে যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে :— "এই আত্মাকে জেনে ব্রাহ্মণেরা পুত্র, বিত্ত, ধনের স্পৃহা হতে মুক্ত হয়ে ভিক্ষাচর্য্যা গ্রহণ করেন। মানুষের এষণার ভেতর এই তিনটীই প্রধান। এদের মূলে আছে জীবত্বের আকর্ষণ, এ আকর্ষণ হতে মুক্ত হবার জন্যেই সন্ন্যাস যোগের ব্যবস্থা হয়েছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাস দু রকম হতে পারে। জ্ঞান লাভের জন্যে সন্ন্যাস, পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সন্ন্যাস। প্রথমটীকে বলা হয় বিবিদিষা-সন্ন্যাস দ্বিতীয়টীকে বলা হয় বিদ্বৎ-সন্ন্যাস।

বিবিদিষা-সন্ন্যাসের মূলে আছে ব্রহ্মবিজ্ঞানের আস্পৃহা, এবং বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের মূলে আছে ব্রাহ্মীস্থিতির আস্পৃহা। জ্ঞান লাভ হলেও জ্ঞানের স্থিতির জন্যে আবশ্যক হয় কর্ম্ম-বিরতি। জ্ঞানকে দৃঢ় করতে হলে জীবনের সকল বেগ এমন কি সকল ছন্দেরও অবসান করা দরকার।

জ্ঞান মৌন প্রতিষ্ঠা। এ জন্যেই অন্তরের সকল গ্রন্থির উন্মোচনের প্রয়োজন। বিদ্বৎ-সন্ন্যাস এই অধিকার দেয়। জীবনের স্বাধীন গতিও এখানে শান্ত। যেখানে জীবনের সকল ছন্দের বিরাম জ্ঞানী সেখানে জাগ্রত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদ ও বর্ত্তমান ভারত

বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার দৃষ্টি ও লক্ষ্য নিরূপণ করা কঠিন। নানা ভাবধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি। দার্শনিকেরা অভিব্যক্তির ধারায় সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বিরাট বোধের সন্ধান পাচ্ছেন। সৃষ্টি অগ্রসর হচ্ছে একটা সমষ্টি চেতনার দিকে, যার ফলে সত্য, সুন্দর, শিবের বিকাশ হবে। অভিব্যক্তি ধারার ঊর্দ্ধগতিতে সৃষ্টি এখন উচ্চতর স্তরে উপনীত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলেছেন সৃষ্টি ধ্বংসের পথেই যাচ্ছে। সৌরলোকের নাকি এমন কিছু পরিবর্ত্তন হচ্ছে যার জন্যে বিশ্বধ্বংসের আশঙ্কা আছে। অন্যদিকে কবির দৃষ্টি মানবত্বের অভিনব মূর্ত্তি দেখতে পেয়েছে, সে গাইছে মানবের জয়গান।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বা দার্শনিকের দৃষ্টিতে বিশ্বের গতির রূপ যাই হোক না কেন, বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান কথা হচ্ছে মানবের অধিকারের কথা। সকল দেশেই মানব সমাজ-সংস্থিতির পরিবর্ত্তন চল্‌ছে। মানুষ তাকে বুঝতে চাচ্ছে মানুষের অধিকার নিয়ে। শুধু জ্ঞানের কথাতেই সে পরিতৃপ্ত নয়, সে চাইছে এমন কোন প্রাপ্তিকে যা তাকে শুধু একটা কল্প-লোকের আদর্শ দিয়ে তৃপ্ত করবে না, তাকে মণ্ডিত করবে মানবত্বের পূর্ণ মহিমায়। মানুষ অলীক নয়, সে এখানে চায় সব প্রাপ্তিকে। আজ সে চাইছে তাকে বুঝতে, তার শত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বলতা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে শুভ্র ও অখণ্ড মানবত্ব লাভ করতে। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই হয়েছ আজ সভ্যতার কথা। এই কথাটী আজ রূপ নিচ্ছে শুধু সমাজে নয়, দর্শনেও। প্রাচীন কালের দর্শনের গতি ছিল এক বিশ্বাতীত সত্তার দিকে যেখানে মানুষ মুক্ত হয় তার খর্ব্বতা থেকে। সেখানে সে পেত অশরীরী বাণী ও সত্য, সুন্দর, মঙ্গলকে। মানুষ তৃপ্তি খুঁজেছে সেখানে কারণ সেখানেই সে পেত তার স্বরূপকে।

একালের দার্শনিকেরা এ কথাকে অস্বীকার করেননি। তবে তাঁরা বলেন সভ্যতার ক্রমবিকাশে এই মর্ত্ত্য নিচ্ছে অমৃতের রূপ। এই অমৃতকে রূপ দেবার জন্যেই মানব সমাজে সব চেয়ে আজ বড়ো হয়েছে মানুষের অধিকারের কথা, মানুষের সুখের কথা। তাই আজ সাম্যবাদের অবতারণা। সকলের ভেতর সুখের ও আত্ম-বিকাশের সমান সুযোগ দেবার কথা হচ্ছে।

ধনী ও নির্ধনের শ্রেণীবিভাগ নষ্ট করে' মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে সকলেরই বিকাশের পথ উন্মুক্ত করতে হবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের কথা এই। আর যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদী নন্ তাঁরা জাতিবিশেষের সামর্থ্য ও শক্তিকে স্ফূর্ত্ত করে, শক্তিমানের যোগ্যতা ও প্রতিষ্ঠাকে স্থাপন করতে চাইছেন। সকল মানবেরই সমান অধিকার নেই, হতেও পারে না। প্রকৃতি বৈষম্যই সৃষ্টি করে; প্রকৃতিগত বৈষম্য নষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেই মানব সমাজের বৈচিত্র্য নষ্ট হয় এবং শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হয়। শক্তির সঞ্চার প্রকৃতিগত বৈষম্য থেকে—এই বৈষম্য থাকবার জন্যেই মানুষের ভেতর আছে একটা তীব্র আকাঙ্খা, যার ফলে তার যোগ্যতা অর্জ্জনের প্রচেষ্টা। গুণ ও শক্তিগত অধিকারের ফলে মানব সমাজে উচ্চ নীচ পরিস্থিতি সকল সময় বিদ্যমান থাকবে। সাম্যবাদের মূলে যে দৃষ্টি আছে তা অস্বাভাবিক। গুণ বৈষম্য অস্বীকার করে বলেই তা সমাজের হিতকর নয়।

অবশ্য বর্ত্তমান জগতে একথাগুলি প্রধানতঃ উঠেছে অর্থ ও সাম্রাজ্য সমস্যা নিয়ে। জার্ম্মানী ও ইতালী তাদের জাতীয় গৌরবে উদ্বুদ্ধ—রাশিয়া সাম্যবাদে। কিন্তু এ দুইএর ভেতর বর্ত্তমান আছে একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা। রাশিয়া সমস্ত জগতে মানুষের ভেতর শ্রেণী বিভাগ চায় না এবং সকল মানব সমাজকে আহ্বান করেছে বিশ্ব-মানবসঙ্ঘ সৃষ্টি ক'রে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করতে। অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও এদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মূল লক্ষ্য নিয়ে। ইতালী ও জার্ম্মানী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তাদের জাতির অভ্যুদয়। তারা শক্তিকেই জাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বলে মনে করে। রাশিয়া চাইছে সকল জগত থেকে অর্থ-নৈতিক অসামঞ্জস্য দূর করে ধনীও শ্রমিক বিভাগ লোপ করতে।

জার্ম্মান দার্শনিক নীট্‌শের শক্তিবাদ ও অতিমানববাদকে অবলম্বন করেই ইতালী ও জার্ম্মাণী আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাইছে। নীট্‌শে সোপেনহারের শক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অতিমানববাদ প্রচার করেছিলেন। সোপেনহারের মতে শক্তি বিশ্ব প্রসব করে, শক্তিরই ক্রীড়া এই জগত। শক্তির সঞ্চারদ্বারাই মানুষ নানা জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

শক্তি দেয় প্রতিষ্ঠা। এই শক্তির তারতম্য অনুসারে জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে ভেদ। এ শক্তি ব্যক্তিবিশেষ এরূপ ভাবে লাভ করতে পারে যে অতিমানবে (Super man) পরিণত হয়। অতিমানব সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন, প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী (contra-natural) হয়ে নয়, বরং প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করে, (super-natural)। এ জন্যেই আধ্যাত্ম জীবনে প্রাকৃত জীবনের সকল ভয়, সন্দেহ দূরীভূত হয়। এ হল শান্তির জীবন, ছন্দের জীবন। অধ্যাপক Santayanaর ভাষায় বলা চলে এ হল জীবনের সাবলীল গতি। ছন্দ প্রকাশিত জীবনের সঙ্গীতে, জীবনের রূপবৈচিত্র্যে। অধ্যাত্ম জীবনের আস্পৃহা উচ্চ থেকে উচ্চতর অনুভূতির সঙ্গে অশরীরী তত্ত্বের দিকে ধাবিত। অধ্যাত্ম জীবন জ্ঞানে, ধ্যানে, ও সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত। সর্ব্বত্রই সে অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিকশিত, সহজ বুদ্ধির দ্বারা অধিকৃত।

জীবনের গতিকে এখানে আরোহক্রমে দেখা হয়েছে। জড় থেকে চেতনার উৎপত্তি এবং চেতনার গতি উচ্চতর তত্ত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে। এ দৃষ্টির ভেতর একটা ঊর্দ্ধগতি আছে—যা'র ভিত্তি মানুষের স্বাভাবিক সংস্কারের বাইরে নয়।

ধর্ম্ম জীবনের একটা আস্পৃহা আছেই। কিন্তু এই আস্পৃহার রূপ নিয়ে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে—পাশ্চাত্যে অনেকের দৃষ্টি এ রূপকে প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করে। ভারতের দৃষ্টি এ রূপকে আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে। এ জন্যেই ভারতে এ রূপকে এবং তার সংবেদনাকে চিরকাল আত্মারই স্বচ্ছ বিকাশের সঙ্গে স্থান দিয়েছে। উচ্চ অভিব্যক্তির ভেতর একটী দিব্য আস্পৃহা আছেই। এ দিব্য আস্পৃহা প্রাকৃত নয়, তার স্বরূপ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বলেই সে প্রাকৃতকে নিজের ছন্দের দ্বারাই রূপান্তরিত করে তোলে। এখানেই ভারতীয় দৃষ্টির বিশেষত্ব।

মানুষের ভেতর আছে যে প্রাণের প্রেরণা তাকেই অবলম্বন করে মনস্বীরা সন্ধান পেয়েছেন আরও উচ্চতর বিকাশের দৃষ্টি। ফলে পাশ্চাত্যে অনেকের দৃষ্টি এ জড় শক্তির আকর্ষণ থেকে মুক্তি পায়নি। তাদের ভাবধারার ভেতর জড়েরই স্থান প্রধান। জড়প্রকৃতি বিশ্ব-মাতৃকা। তাকে অতিক্রম করে চেতনার ও অধ্যাত্মরূপের অভিব্যক্তির আস্পৃহা উৎপন্ন হয়। জড়ের ভেতর চেতনার ক্রিয়া আছে; কিন্তু চেতনা জড় থেকে বিকশিত হয় না। উপনিষদের দৃষ্টি জড় বলে কোন পদার্থই স্বীকার করে না; চেতনার বিকাশই বিশ্ব, এ বিকাশের তারতম্য ভেদে জড়তার জ্ঞান হয়—কারণ সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ চেতনার সঞ্চার নেই। চেতনার সঞ্চার হলেই জড়তা নষ্ট হয়ে যায়। চৈতন্যের বিকাশের তারতম্য থাকলেও চৈতন্য ভিন্ন বস্তু নেই। মানুষের পূর্ণ চৈতন্যই স্বভাব। এই স্বভাব বিচুত্যির জন্যে তার চেতনার সীমার হয় অনুভূতি—এই স্বভাবের পূর্ণ পরিস্থিতি তার পরম কাম্য। এই পরিস্থিতি দেয় তাকে তার বিরাট স্বরূপের অনুভূতি, যা জ্ঞানে স্বচ্ছ, আনন্দে পূর্ণ, সকল বন্ধন হতে মুক্ত।

উপনিষদের এ মতের ছায়া Plotinusএ খুব সুস্পষ্ট। Plotinus অদৃশ্য ও অব্যক্তের উপাসনাই করেছেন। পরতত্ত্ব জ্ঞানে বা ধ্যানে পাওয়া যায় না। এর স্বরূপ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত। এ তত্ত্ব তা নয়, সে সব শক্তি নয়, যা ধ্যানে বা অলৌকিক দর্শনে (vision) পাওয়া যায়। একে ঈশ্বর বলে ভাবলেও, এর স্বরূপচ্যুতি হয়। ঈশ্বর সত্তার ব্যক্তিত্ব আছে। এ কিন্তু নির্ব্যক্তি। বিশ্বস্থ বিজ্ঞান সত্তার (Cosmic Ideation) এ অনাদি নিস্তব্ধতার (Eternal Silence) পর্য্যায়ে স্থান নেই। বিজ্ঞান পুরুষের জ্ঞান একে নির্ণয় করতে পারে না। এ সনাতন নৈঃশব্দ সকল বিজ্ঞানের অতীত। উপনিষদ এ সনাতন নৈঃশব্দকে অনুভূতির উচ্চতম স্তরে গ্রহণ করেছে। এখানেই উপনিষদ বিদ্যালাভ করে চরম সার্থকতা। উপনিষদ বিদ্যার এই শ্রেষ্ঠ রূপ। এ বিদ্যাকে অধিকৃত করবার জন্যে সত্তার সব স্তরে জাগিয়ে তুলতে হয় বিরাটের অনুভূতি। এ বিরাটের অনুভূতি প্রাণে, মনে, বিজ্ঞনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বমন, বিশ্ববিজ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয় দেয়। সামর্থ্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, পূর্ণ করে। এর প্রত্যেক স্থিতিই উচ্চতর স্থিতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। উপনিষদ বিদ্যা এরূপে আমাদের সত্তার সব লাঘবতা দূর করে ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্ম শক্তিতে পূর্ণ করে। অবশেষে সনাতন নৈঃশব্দ রূপ চরম সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

বর্ত্তমান ভারতও এ দৃষ্টি হতে বিচ্যুত হয় নি, যদিও তার জীবনে সকল দিকে নবীনতার স্ফূর্ত্তি হচ্ছে। ভারতের সমাজ প্রাচীন সংস্থিতিকে ত্যাগ না করলেও সমাজে নবীন ভাব প্রবিষ্ট হচ্ছে। রামমোহন রায়ের সময় হতে এ পর্য্যন্ত একটা নূতন ভাব ধারা ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে, প্রচারিত হয়েছে। প্রাচীন সমাজের পরিস্থিতিকে এ ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। মানবত্বের মহিমা এবং সমাজে গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা রামমোহন রায়ের সময় হতে আরম্ভ। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ সকলেই ভারতের নবজাগরণের সাহায্য করেছেন। বিবেকানন্দের দৃষ্টি বেদান্তের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলেও, তিনি এ অদ্বৈত বেদান্তের ওপোর অখণ্ড ভারত-বর্ষের একটা মানস-রূপ দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্বমানবের আদর্শের ভিত্তি পেয়েছেন ব্রহ্মের বিশ্বরূপে। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তা বোধের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভারতের প্রাচীন আদর্শ। তিনি চাইছেন দেব-বুদ্ধিকে স্থাপিত করে সমাজকে দিব্যসম্পদে ও বিভূতিতে পূর্ণ করতে ; জীবনের ভেতর অধ্যাত্ম শক্তিও সামর্থ্যকে জাগিয়ে তুলে মানব সমাজকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষতঃ ভারতের অন্তঃসত্তাকে এ আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজে জ্ঞানদীপ্ত, পূতচরিত্র, বিশাল হৃদয় ব্রাহ্মণের ওপোর সমাজের নেতৃত্বভার অর্পণ করেছেন। বাল গঙ্গাধর তিলক গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের ভেতর বর্ত্তমান ভারতের মুক্তির পথ দেখে জাতিকে কর্ম্মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা শক্তিমান করতে চেয়েছিলেন। তাঁরও আদর্শ ছিল জ্ঞানের উপর কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা। কর্ম্মসন্ন্যাস প্রকৃত সন্ন্যাস নয়। নিষ্কাম কর্ম্মই প্রকৃত সন্ন্যস। মহারাষ্ট্রে এরূপ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হই। রামদাস স্বামীর দাসবোধে, গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকাতেও এর ছায়া আছে। এরূপে প্রাচীনের আদর্শের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ সূত্র রক্ষা করে নবীন জাতীয়তা বোধের উদ্বোধন হয়েছে।

বর্ত্তমান ভারতের নেতৃত্ব কর্‌ছেন মহাত্মা গান্ধী। বিরাট মানবত্ববোধ সম্পন্ন তিনি; বিশ্বকল্যাণ দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষে মানবপ্রীতি মানবশ্রদ্ধা তিনি বিশেষ ভাবে প্রচার করেছেন। ভারতের অগণিত অস্পৃশ্য সমাজকে তিনি পূত ও পবিত্র করে তাদের জন্যে শ্রদ্ধার ও অধিকারের দাবী করছেন। গান্ধীজীর এই মানবকল্যাণের স্পৃহা তার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনে দিয়েছে এক অভিনব রূপ। সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি যে বিরাট সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করতে চাইছেন তা সম্পূর্ণ নতুন না হলেও তা সত্যই প্রাচীন-পন্থীর দৃষ্টি হতে পৃথক। রামমোহন রায় থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত সকলেই ভারতবর্ষে একটা নবীন সুরের প্রবর্ত্তন করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা করেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে অনেকেই ত্যাগ করেন নি, গান্ধীও করেন নি। কিন্তু প্রাচীন সংস্থিতির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে রূপ পাওয়া যায়, এঁরা, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী তা স্বীকার করেন নি। বর্ণাশ্রম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থা—গুণগত বিধান। কিন্তু এর দ্বারা মানব সমাজে কোন স্থিতিশীল ও অপরিবর্ত্তনশীল জাতি-সংঘ প্রস্তুত হয় না।

এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় দৃষ্টির ভেতর একটা ধারাবাহিক সূত্র আছে। একত্ব বোধের ভেতর বৈচিত্র্যানুভূতি, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের দৃষ্টি ভারতীয় জীবনধারাকে দিয়েছে বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে নয়, তার ভেতর দিয়ে এককে অনুভব করেই রচিত হয়েছে সমাজের ভিত্তি। এ বৈচিত্র্যকে স্বীকার না করলে সমাজজীবন প্রতিষ্ঠ হয় না। বৈচিত্র্যস্বীকৃতির মধ্যে আছে জীবনের প্রকাশ, রূপ ও আদর্শবিশেষের স্বীকৃতি। একে সামঞ্জস্য করবার চেষ্টাতেই হয় সমাজের নানা রূপের সৃষ্টি। কোন সমাজই এক স্থিতিশীল রূপ নেয় না, নিলেও বেঁচে থাকে না। গতিশীল সমাজ চিরকালই বেঁচে থাকে বৈচিত্র্যকে বুঝে, তার বিকাশ, প্রকার ভেদকে সামঞ্জস্য করে'।

সমস্ত জগতের ও ভারতের এই বর্ত্তমান পরিস্থিতির ভেতর ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগিতা আছে কিনা তাই বিবেচ্য। বহুতর পরিবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে মানবকল্যাণ ধর্ম্মের আদর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ সকলেই গ্রহণ কর্‌ছেন। সত্যই মানব জগতে এমনি একটা সময় এসেছে যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্থানে মানব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে।

এই যুগে ভারতবর্ষ নবীন ভাবে উদ্বোধিত ও অগ্রসর হ'লেও তার সনাতন দৃষ্টি কোথায় তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

মানুষের ধর্ম্মের দুইরূপ। একটা শাশ্বত, আর একটা অনিত্য। একটী মানুষের প্রকৃত সত্তার পরিচায়ক, অপরটী কাল ও দেশানুযায়ী পরিস্থিতির ব্যবস্থা। কাল বিশেষের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, একেই কালধর্ম্ম বলে (time spirit)। কালবিশেষে ও দেশ বিশেষে মানুষের ভাবনা ও পরিস্থিতি বিভিন্ন। কোন কালে জীবনের অশেষ বৈচিত্র্যের ভেতরে কোন একটা রূপ প্রধান। জীবনের শক্তির ভেতর এ বিশেষ ভাব গ্রহণ করেই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। কালের ধর্ম্মে সমাজ রূপ নিচ্ছে নানা ভাবে। তার পরিচয় নিত্যই পাচ্ছি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আধুনিক রূপের শৈথিল্য সুস্পষ্ট।

কিন্তু এ দেশকালের বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে' মানুষের চিত্ত কালের অতীত সনাতন সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চাচ্ছে, কারণ মানুষের মূল সেখানে। সুধু কি তাই, সৃষ্টির ভেতর দিয়েও সত্যের অনন্ত প্রকাশ ও রূপের কোন লাঘবতা হয়নি। মূর্ত্তবিশ্বে সত্যের অমূর্ত্ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বাতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েও সত্য বিশ্বস্থ। কোন দেশ ও কালে সত্যের বিকাশ বিশেষের ভেতর দিয়ে স্ফূর্ত্ত হয় তার বিরাট সংবেদনা। কারণ, তাই তার স্বরূপ। স্বরূপ চ্যুতি সত্যের কখনই হয় না।

ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশ হয়েছে এ সনাতন সত্যকে অবলম্বন করে। এ তামস স্থিতি নয়—চেতনার স্থিতি। বিপুল সঞ্চয়ে যে পরিমাণ মানব সমাজে সুখ সম্পাদনের কথা ছিল তা হয়নি। বরং বৈষম্য সৃষ্টি করেছে সর্ব্বত্র, শাশ্বত ও দিব্যমানব ধর্ম্ম হতে আমরা চ্যুত হয়েছি।

উপনিষদের দৃষ্টি দেয় এ বিশালতা যেখানে মানুষের অন্তঃসত্তা এক অখণ্ড সত্তারূপেই প্রতীত, যেখানে বিশ্বমানবের মৈত্রী হয় পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। মানবের এই অখণ্ড বোধ উপনিষদ যেমন দেয়, জগতের কোন সাহিত্যই সেরূপ দেয় না। এজন্যেই বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে ভারতে ব্রহ্মদৃষ্টির আবশ্যকতা এখনও রয়েছে। সকল দেশের মানব সমাজ আজ নানাসূত্রে একত্র হচ্ছে। কিন্তু এ ব্রহ্মদৃষ্টির ভিত্তিতে মানব সমাজে একীকরণ বোধ স্ফুট নয় বলেই আজ নানাবিধ কোলাহলের সৃষ্টি হচ্ছে। উপনিষদ দৃষ্টির বর্ত্তমানে আমাদেরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ভারতের নবীন জীবনের উষার আলোকে দিগন্ত সমুদ্ভাসিত। নবীন আশায় উৎফুল্ল হয়ে ভারত আজ মানবসংঘে যোগদান করবার জন্যে উৎসুক। এ পুণ্যদিনে ভারতের দৃষ্টি কি শুধু তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

জাতীয় মুক্তির দিকে বদ্ধ থাকবে? না বোধিসত্ত্বের ন্যায় ভারত তার বিশ্বকল্যাণের স্পৃহা নিয়ে বিশ্ব-সভায় যোগদান করবে? ভারতের কল্যাণবাণী ও বিশ্বাত্মার সন্ধান শুধু ভারতেই বদ্ধ থাকবে না—এই হবে মানব সভ্যতার প্রধান ভিত্তি। এর রচনা ভারতেই আরম্ভ হয়েছে—বিবেকানন্দ বলেছিলেন "মূর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞান ভারতবাসী আমার ভাই।" রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের ভারততীর্থ বাস্তবেরই পরিচয়। এ ভারতে নানা ধর্ম্মের বেদী রচিত হয়েছে—এ ভারতে নানা সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছে—কিন্তু ভারতের শান্ত তপোবনে যে বিরাট ছন্দে অখণ্ডাত্মার বোধে দেব, মানব, সকলেই উদার মহনীয় সত্তার বিরাটানুভূতিতে মগ্ন হতেন, সে ছন্দের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয়েছে বিশ্বের অন্তরে। কোন সভ্যতা অন্তরের দীপ্তি ভিন্ন, বাইরের কোন সংযোগ সূত্রে অখণ্ড মানব সমাজ গঠিত করতে পারেনা।

এ সমতার বাণী ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণী হলেও যোগ্যতার দৃষ্টি হতেও ভারত কখনও চ্যুত হয়নি। যোগ্যতা না থাকলে সমতার বাণীর কোন অর্থ থাকে না। এ যোগ্যতা অর্জ্জন করবার জন্যেই উপনিষদে যোগানুশাসনের কথা। জ্ঞান দেয় সমতা, যোগ দেয় শক্তি। এ শক্তির আধার হচ্ছে ছন্দ-প্রতিষ্ঠিত প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান। এ ছন্দোবদ্ধ জীবনে বিশ্বছন্দ বিধৃত। বিশ্বছন্দে শক্তির পূর্ণ স্ফূরণ। সমতার ওপোর ছন্দ প্রতিষ্ঠিত বলেই শান্তির সঙ্গে সূক্ষ্ম শক্তির উদ্বোধন। সম বুদ্ধির স্বরূপ সর্ব্বত্র এক হলেও ছন্দের তারতম্য অনুযায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্যতার নির্দ্দেশ। ছন্দের গৌরবে জীবন যোগ্যতায় পূর্ণ হয়। ছন্দ সেখানে ব্যাপক, শুভ্র মানবত্ব সেখানে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত। ছন্দের বেগ এরূপ অবস্থা লাভ করতে পারে যে, মানবত্বের স্থানে অতিমানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মানবত্ব দিব্যশক্তির বিকাশে পূর্ণ, সমতাবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ পুরুষ বিশেষকে উপনিষদের ভাষায় ঋষি বলা হয়। উদার জ্ঞানের সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সংমিশ্রণই ঋষিত্বের নিদর্শন। জীবনের মূলে আত্মশক্তি বর্ত্তমান থাকার জন্যে ভারতীয় সভ্যতার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মানুভূতির ওপোর সমতা ও যোগ্যতা স্থাপন করা। এ যোগ্যতা শুধু সৃজন করবার শক্তি নয়; এ বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যের অনুভব করে। এ অনুভূতি শক্তি জাগিয়ে তোলে, এ অনুভূতির স্তরে শক্তির স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হই। অধ্যাত্ম শক্তিই শক্তি। অন্যান্য শক্তি তারই বিকার মাত্র। এ অধ্যাত্ম শক্তি সর্ব্বত্র বিকশিত হয়। এর সূক্ষ্মরূপ জ্ঞানীর নিকটেই প্রতিভাত হয়। সৃষ্টিতে এর গতি নিম্নদিকে। সৃষ্টির ভেতর এর নানারূপের বিকাশ হয়। এই চেতনাই অন্তর্যামী। এর নিবাস অন্তরে ও বিশ্বকেন্দ্রে। উপনিষদ জীবনের সব চাঞ্চল্য ও সব গতিকে অতিক্রম করে এই শান্ত শিব স্বরূপ তত্ত্বের আরাধনা করেছে। এ তত্ত্বের বিরাট দৃষ্টিতে সব ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ও কামনা নিয়মিত হয়ে গতির ঊর্দ্ধে স্থিতি লাভ করি, এ স্থিতি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, অখণ্ড। এই অখণ্ড স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লে হৃদয়ের বুদ্ধির আবরণ অন্তর্হিত হয়। চেতনার সমতার দৃষ্টি লাভ করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই উন্মুক্ত চেতনায় পরিস্থিতি লাভ করতে পারলে গতির অবরোধ হয় না। জীবনের গতি স্বচ্ছ, সরল, সরস, শুভ্র ও ছন্দ যুক্ত হয়। অন্তঃকরণ প্রচ্ছন্ন বাসনা হতে মুক্ত হয়। ক্ষীণ সত্তা হতে মুক্ত হয়ে অসীমের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই। এ প্রতিষ্ঠা শুধু অপরিচ্ছন্ন বোধিতে প্রতিষ্ঠিত করে না, অন্তরকে শুদ্ধ প্রেমে পরিপূর্ণ করে। আত্মপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই প্রকৃত প্রেমিক। প্রেম হৃদয়ের বৃত্তি। হৃদয় যখন জীবত্বের সংস্কার হতে মুক্ত তখন সেখানে আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত, প্রেম প্রতিষ্ঠিত। প্রেম আত্মার বিশ্বদৃষ্টি। আত্মার এ উদার দৃষ্টির ওপোর সমাজ সংস্থিতির ব্যবস্থা। সমাজ অসীমের ছায়া, অখণ্ড মানবত্ব বিরাটের প্রতীক। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানব সমাজ অখণ্ড সমাজ, এর কোন দেশগত পরিধি নেই। মানব সমাজের সমতা ব্রহ্মদৃষ্টির ওপোরই নির্ভর করে। যেখানে সমতা অন্য কোনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে তার ফল ক্ষণস্থায়ী বা নিত্য হয় না। বৈষম্য প্রকৃতির ধর্ম্ম, সাম্য জ্ঞানের ধর্ম্ম। বৈষম্য শক্তির ধর্ম্ম। শক্তির অন্তরালে জ্ঞানের এ সমতার দৃষ্টি না থাকলে প্রকৃতির বৈষম্যের দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট হবেই এবং সে বৈষম্য ভেদ নীতির প্রবর্ত্তন করবেই।

উপনিষদের দৃষ্টি সকল বৈষম্যকে অতিক্রম করেছে জ্ঞানের দৃষ্টিদ্বারা এবং এ জ্ঞানকে অবলম্বন করে খণ্ডের ভেতর সন্ধান পেয়েছে অখণ্ডের, বৈষম্যের ভেতর সন্ধান পেয়েছে পরম সমতার, সকল স্ফূর্ত্তির ভেতর সন্ধান পেয়েছে নিত্য স্ফূর্ত্তির।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ দৃষ্টি স্ত্রী পুরুষের ভেতর, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে মৈত্রী, সমতা ও শান্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরতত্ত্বকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ তাকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে সে সত্য হতে চ্যুত হয়। যে বৈশ্য তাকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে সে মিথ্যার আচরণ করে।

উপনিষদের দৃষ্টির গভীরতা এখানেই, ভেদের ভেতর অভেদকে দেখা, সসীমের ভেতর অসীমকে অনুভব করা। এ অনুভূতি যখন শুদ্ধ হয়ে জাগ্রত হয়, তখনই মানুষ তার প্রকৃতিগত বৈষম্য বা সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে বিরাটের অনুসন্ধান পায়। এ বিরাটের অনুভূতিই সমাজ সংস্থিতির প্রধান ভিত্তি। বৈষম্যকে অতিক্রম করতে পারলেই বিরাটের ভেতর অখণ্ড মানব সমাজের মূর্ত্তি দেখতে পাই। বিরাটের অনুভূতি জীবনের সকল বিকাশকেই ছন্দায়িত করে, বৈশিষ্ট্যের ভেতর সমতার দৃষ্টি স্থাপন করে। উপনিষদের এই উদার দৃষ্টির আবশ্যকতা আজকার দিনেও আছে। রাশিয়ার মানব সমাজের দৃষ্টি খাঁটী অখণ্ড দৃষ্টি নয়। স্বভাবগত বৈষম্যকে অনৈসর্গিক উপায়ে সাম্য করবার চেষ্টা করছে। সত্যের সাম্য মূর্ত্তির সঙ্গে রাশিয়ার পরিচয় নেই। আইন, শৃঙ্খলা কখনই মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারে না যদি তার ভেতর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সমতা স্থাপিত না হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্যতানুযায়ী নির্ব্বাচন প্রথার কিছু সত্য থাকলেও তার ভেতর এ ব্রহ্মদৃষ্টির সমতার অভাব আছে। ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্যানুযায়ী সভ্যতার রচনা যতই সুন্দর হোক না কেন, তারদ্বারা সকলের ভেতর একটা ব্যাপক দৃষ্টি এবং জ্ঞানের সমতার প্রতিষ্ঠা হয় না। এজন্যেই বর্ত্তমান সমাজ সংস্থিতির ব্যবস্থা যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, তার ভেতর কোন গভীর দৃষ্টির পরিচয় পাইনে।

কোন বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলতে হলে আবশ্যক হয় দুটী উপাদান—যোগ্যতা ও সমতা। যোগ্যতা দেয় শক্তি, সমতা দেয় অখণ্ড দৃষ্টি ও শান্তি। যোগ্যতার দ্বারা মানুষ ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারে, এবং সর্ব্বশক্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে। কিন্তু সমদৃষ্টি না থাকলে যোগ্যতা ক্লেশেরই কারণ হয় এবং যে স্বচ্ছ ব্যাপক দৃষ্টির আবশ্যক হয় কোন গঠন কার্য্যে, অনেক সময় তার অভাব হয়।

যোগ্যতা মানুষকে সাধারণ স্থিতি অপেক্ষা উচ্চতর স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করে কিন্তু তা দুঃখের ও অত্যাচারের কারণ হয় যদি সে যোগ্যতার সঙ্গে না থাকে সমদৃষ্টি। সমদৃষ্টি দেয় হৃদয়ের ব্যাপকতা, যোগ্যতা দেয় শক্তি। সমদৃষ্টির সঙ্গে যোগ্যতার সংমিশ্রণে হয় প্রকৃত আদর্শের সৃষ্টি। কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত জীবনে এ দুয়েরই আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী, একটীর অভাবে সমাজ পুষ্ট হতে পারে না। বর্ত্তমান সভ্যতা এই সমদৃষ্টিহীন হওয়াতে তার হয়েছে যত বিপদের কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিবৃদ্ধি হলেও জীবনে বিরাট, বিশাল ব্যাপকভাব না থাকবার জন্যেই মানবসংঘের পুষ্টি হচ্ছে না। অতিমানবও শক্তিতে ভিন্ন, বুদ্ধিতে, কৌশলে, দৃষ্টিতে। এই অতিমানব বিরাটের ছায়া, বিরাটের মানব প্রতীক। অতিমানবের ভিত্তি হল বিরাট শক্তি। যেখানে শক্তি সেখানেই যোগ্যতা, সেখানেই প্রতিষ্ঠা। শক্তিমান্ জাতির স্বাভাবিক পরিচালক। এই দৃষ্টিতে জাতির ভেতর শক্তির অনুসারে শ্রেণী বিভাগ স্বাভাবিক। এই শক্তির অনেকরূপ আছে। নীট্‌শে কিন্তু তার স্বরূপের অবতারণা করেন নি; তিনি খৃষ্টের আদর্শকে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে খৃষ্টের ভাব ও আদর্শ মানুষকে দুর্ব্বল করে এবং জীবন যাত্রার পথে মানুষকে অনুপযোগী করে তোলে। নীট্‌শের অতিমানব বীর্য্য ও শৌর্য্যের প্রতীক, অমানুষিক শক্তিতে পূর্ণ, তার দৃষ্টি বদ্ধ ভোগও ঐশ্বর্য্যের দিকে, অনন্ত প্রসারিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার দিকে নয়। বুদ্ধ বা খৃষ্ট নীট্‌শের মতে অতিমানব নন্। যে ধর্ম্ম বা মতবাদ জীবন যাত্রায় মানুষকে অশক্ত করে সেই ধর্ম্মকে তিনি শ্রদ্ধার অবদান দিতে রাজী নন্। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশ্বমানবের ওপোর কর্ত্তৃত্ব করা, বিশ্ববিধানের নেতৃত্ব করাই হল এরূপ অতিমানবের বিশেষত্ব। মানুষের এরূপ অভ্যুদয় সম্ভব ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের দ্বারা।

জার্ম্মাণ জাতি নীট্‌শের এই দৃষ্টির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে গত যুদ্ধে তার শক্তিকে পরিচালনা করেছিল। তারা কাইজারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেতর এই অতিমানবের রূপ দেখতে পেয়েছিল। জার্ম্মানি আজও এ আদর্শচ্যুত হয়নি।

রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের মূল ভিত্তি হল জড় শক্তিবাদ (Dynamic Materialism)। শক্তির রূপ জড় বা চেতন, তার একটী দার্শনিক সার্থকতা থাকলেও জীবনের পক্ষে শক্তি-বাদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জাতিকে সকল রকমে জীবিত ও স্ফূর্ত্ত করা, প্রাণ ও বিজ্ঞান শক্তিকে জাগ্রত করে জীবনের পূর্ণ বিকাশের পথ প্রস্তুত করা। এ বিষয়ে রাশিয়া ও জার্ম্মানী বা ইতালীর দৃষ্টি প্রায় একরূপ, কিন্তু শক্তিবাদের যে চরম পরিণতি, অতিমানববাদ, দার্শনিক সিদ্ধান্ত হিসাবে রাশিয়া তাকে স্বীকার করে নি। কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হয়েছে এরূপ এক অতিমানবের দ্বারা। রাশিয়ার মূলনীতি যে সাম্যবাদ (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) তা জার্ম্মানীতে ও ইতালীতে নেই। জগতে মানবমাত্রেরই সমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সমান সুখের অধিকার তাঁরা স্বীকার করেন না।

রাশিয়াতে মানুষের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরিস্থিতি স্বীকৃত হয় না। তার কারণ এর মূলে মানুষের যে চিন্ময়-ব্যক্তিত্ব আছে তা গৃহীত হয় না। মানুষের অভিব্যক্তি, সমাজের অভ্যুদয়, সকলই সম্পন্ন হয় জড়শক্তির ও অর্থনৈতিক সংস্থানের দ্বারা। মানুষের কোন নৈতিক ও স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নেই। তার কর্ম্মস্পৃহা ও শক্তি নির্ণীত হয়, বাইরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থার সমাবেশে ; অন্তঃকরণের কোন ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় নয়। মানুষকে এইভাবে অবস্থার দাস করা হয়েছে।*

সমাজ সংস্থিতির কথা যাই হোক না কেন, ইউরোপের এ সব সংস্থিতির ভেতর যে দৃষ্টি আছে তা শক্তির দৃষ্টি, এ দৃষ্টি দিয়েছে তার সংস্থিতির বিশেষত্ব। যে সমতা বা বৈষম্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হচ্ছে তা শক্তিরই সমতা বা বৈষম্য। মানুষ প্রকৃতির বিবর্ত্তনে উর্দ্ধতম বিকাশ। অধুনা পাশ্চাত্ত্যে যাঁরা অধ্যাত্ম জীবনের সুষমায় আকৃষ্ট, তাঁরাও বলেন মানুষের ভেতর সহজ প্রবৃত্তিই (instinct) মানুষকে পরিচালিত করে। এরূপ সহজ জীবনের উর্দ্ধ বিকাশ আছে; এই বিকাশ দেয় জীবনের ভেতর একটা স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ। কিন্তু এ বিকাশের মূল প্রাণের সংবেগ এবং তার তৃপ্তি প্রধানত প্রাণ স্তরে।

---

* Karl Marxএর শিক্ষা আজ সমাজে সংস্থিতির অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করছে, বিশেষতঃ রাশিয়ায়। Marxএর একটা দার্শনিক মত আছে। তাকেই Dynamic materialism বলা হয়। Marxএর ভাবধারায় Hegel এর ছায়া থাকলেও Hegel হতে তার মত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বিশেষতঃ তত্ত্বের দিক দিয়ে ও ইতিহাসের স্বরূপ বোধের দিক দিয়ে। Hegelএর মতে বিশ্বসৃষ্টি চেতনা থেকেই হয় ; চেতনার আত্মপ্রকাশই সৃষ্টি, চেতনা শক্তির আশ্রয়, তারই ভেতর সৃষ্টির সহজ প্রেরণা আছে। Marxএর মতে চেতনধারা ব্যক্তিতেই নিষ্ট। কিন্তু চেতনধারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়। মানুষের যখন জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় তখনই তার ভেতর নানা প্রবৃত্তি জাগে। এ গুলির সমষ্টিই জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞান ব'লে কোন পদার্থ বিশ্বের মূলে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধুনা ইউরোপের কোন কোন মনীষী ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে এরূপ মতই প্রকাশ করছেন। এই অভিব্যক্তি প্রাকৃত হলেও তার ভেতর একটী নবীন ধারা প্রকাশিত হয়। সৃষ্টি ভিন্ন এর একটী অন্তর্মুখী গতি আছে। এ বরণ করে নেয় সত্যের দৃষ্টি এবং স্থিতি।

যাহক, মুক্তি সংকীর্ণতার অপসারণ। জীবনের ছন্দ সেখানে উন্মুক্ত এবং বিশ্বব্যাপী। বিশ্বছন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষই অনন্ত শক্তির আধার হয়। জ্ঞানে এর প্রতিষ্ঠা, শান্তি ও ছন্দ এর প্রকাশ, শক্তি এর বিধৃতি। আত্ম-দৃষ্টি শক্তির মূলে। এই আত্মদৃষ্টি দেয় পরমসমতা, সত্তার পরিসরতা হতে দেয় শক্তির উদ্বোধ। আত্মশক্তিই বিরাট শক্তি। এ শক্তি যেখানে পরিস্ফুট, সেখানে প্রজ্ঞা, মেধা, শ্রী পূর্ণভাবে বিরাজিত। আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দেয় আত্মদৃষ্টি। আত্মদৃষ্টিতে দিব্যশক্তির প্রতিষ্ঠা; সেখানে ইচ্ছা অপ্রতিহত, তার গতি বিশ্ব-কল্যাণে।

এজন্যেই উপনিষদে জ্ঞানী পুরুষের নানা ঐশ্বর্য্যের কথা আছে। ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ তাঁর জ্ঞান ও শক্তিতে পূর্ণ। শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক হলে সমাজ সংস্থিতি বিধানের জন্যে এরা অনায়াসে তার প্রয়োগ করেন। অবশ্য হলেও অপ্রতিহত বিশ্বকল্যাণ ভিন্ন এদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হয় না। ইচ্ছা নিত্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলেই এদের ইচ্ছা স্বার্থানুসন্ধানে প্রযুক্ত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের জীবন শক্তির নানা রূপনির্ণয় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। শক্তিই দেয় জীবনে সাবলীল গতি ও নানা স্ফূর্ত্তি। শক্তির স্ফূর্ত্তি জীবনকে করেছে নানা সম্পদে পূর্ণ। জীবন যখনই হারিয়ে ফেলে তার উন্মুক্ত ভাব, তখনই শক্তির সঞ্চার হয় সংকুচিত। শক্তি উন্মুক্ত বিধৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্রকে, অল্পকে অবলম্বন ক'রে শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না। এ উন্মুক্ত স্থিতি ভিন্ন শক্তির বিরাট রূপের বিকাশ হয় না। এ জন্যেই মুক্ত পুরুষ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, কারণ তাঁর স্থিতি ও গতি দুই-ই উন্মুক্ত। বিশ্বের কল্যাণেই তিনি উদ্বুদ্ধ, তিনি বিশ্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত।

এ যোগ্যতার এবং সমতার সমন্বয় সাধন মানব সমাজে বিশেষরূপে আবশ্যক। কিরূপে এ সমন্বয় সাধন করতে হয় এবং কিরূপে এদের প্রয়োগ করতে হয় তাও উপনিষদে আমরা যেমন পাই অন্য কোথাও তেমন পাইনে। ছন্দ সূক্ষ্ম শক্তির স্ফুরণ করে। চিত্ত-ছন্দই সকল শক্তির মূলে। অন্তঃস্তরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, দিব্য-শক্তিতে বিভূষিত করে। এমন কি বিশ্বশক্তির সাথে দেয় অভিন্নতা। এরূপ জাগরণ ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন করে। এ ব্রাহ্মী শক্তির স্পর্শে বিরাট ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। কিন্তু এ শক্তির জাগরণে সমতা একটুও নষ্ট হয় না। শক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ। দিব্য-শক্তির জাগরণে স্বরূপের অসীমের সাথে পরিচয়। অসীমবোধে প্রতিষ্ঠিত শক্তি বিশ্ব-কল্যাণে নিয়োজিত। আত্মস্থিত পুরুষই শক্তির পূর্ণ কেন্দ্র। এটা শুধু বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে উপরতি নয়। এ বিষয়ের আকর্ষণ বিকর্ষণ হতে মুক্তি। এ মুক্তি হলেই আত্ম-রতি পুরুষ আত্মক্রীড়া করে। শক্তির সঞ্চারে মানুষের দৃষ্টিকে ও সত্তাকে পবিত্র, পূর্ণ করে। কখনও সৃষ্টিধারায় জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রতিষ্ঠা করে। কখনও সুন্দর ও শিবের ছন্দ কল্যাণ ও সুষমায় প্রতিষ্ঠা করে।

উপনিষদের এ দৃষ্টি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থের কল্পনা সত্য হ'বে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এবং সত্যব্রতের সিদ্ধি হয় একাত্ম অনুভূতির দীপ্তিতে। উপনিষদের যোগশক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত শক্তির আধার ও আশ্রয় হবে। শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন, দিব্য মানব সংঘের হবে প্রতিষ্ঠা।

উপনিষদ বিদ্যা শুধু তত্ত্ব নির্ণয় করে না। সত্তার সব স্তরকে ছন্দোবদ্ধ করে, তত্ত্বের প্রকাশ করে। উপনিষদে সমগ্র জীবনকে সঙ্গতি সম্পন্ন করবার কৌশল আছে—তত্ত্বদৃষ্টি এর লক্ষ্য। সঙ্গতি এ দৃষ্টি লাভ করবার উপায়। এ জন্যেই জ্ঞানের সঙ্গে যোগের গূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। যোগ দেয় জীবনের শিল্প, সেই শিল্পে জীবন গঠিত হয়ে স্বচ্ছ বিকাশে পূর্ণ হয়। সত্য এতেই বিধৃত। জীবন যখন বিশ্ব-ছন্দে ধৃত তখনই তত্ত্বের পরম দৃষ্টি।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দ-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অতিমানব	১২১, ১৩৩, ১৩৪
অদ্বৈতবাদ	১০, ৬১, ৬৫
অধ্যাত্মযোগ	৩
অধিভূত, অধ্যাত্ম, অধিদৈব শক্তির ব্রহ্মরূপে উপাসনা	১৯, ২০, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯
অপরাবিদ্যা	১১
অভেদ ন্যায়	৬০
অমূর্ত্ত ব্রহ্ম	৫২
অরবিন্দ	৩, ১২৪, ১৩৯
অস্মিতা	৯২
অগ্নি	৫৫
আধুনিক বাংলার ও ভারতের প্রেরণা	১২৪, ১২৫, ১২৬
আনন্দ আত্মা	২৯, ৩০
আনন্দের পর্য্যায়	৩১
আনন্দ ও আনন্দঘন	৩২
আনন্দ সংবেদনা	৩২
আত্মমিথুন	৩৫
আত্মস্বারাজ্য	৩৫
আত্মরতি পুরুষের আত্মক্রীড়া	১৩৯
আরণ্যক	৪
ইন্দ্র	৫৬
ঈশা	৩, ৫
উপাসনা	১২,১৫,১৬,১৮,২০,৮৬
উপাসনা ও তার ফল ও লাঘবতা	২০, ৮৫
উপাসনার ফলের নির্ণয়	৯০,৯১
উপনিষদ	১,২,৩
১। ব্রহ্মতত্ত্বপর	৫
২। ভগবৎতত্ত্বপর	৫
৩। যোগতত্ত্বপর	৫
উপনিষদের সংখ্যা	৫
ঋষি	১৩০
ঐতরেয়	৬
কঠ	৫
কর্ম্ম (কর্ম্ম-মীমাংসা ও ভোগ)	১৩,১৪
কারণ, নিমিত্ত, উপাদান	৩৮
কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ	৩৭
কেন	৫
ক্রম-অভ্যুদয় ও গতি	৮১,৮২
গতিশীল ও স্থিতিশীল সমাজ	১২৬,১২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
গায়ত্রী উপাসনা	৯৬
গৃহস্থাশ্রম	১১৫
চিতি বা চৈত্য পুরুষ	১১০
ছন্দসৃষ্টি ও প্রাণশক্তি	৬,৭,৮,১৮,১৯
ছান্দোগ্য	৫
জনলোক	১০০
জীব-জগৎ	৪৭
জীবত্বের রূপ	৫৭,৫৮
জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধঃ—	
অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে	৬৫,৬৬
দ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে	৬২
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে	৬২,৬৩
জাগ্রত—জ্ঞান	৬৯
জ্ঞানমার্গ	৮০,৮১
জ্ঞানবাদ	৩
জ্ঞানীর শ্রেণী বিভাগ	১০৪
জীবগোস্বামীপাদ	৫
জীবন মুক্ত	১০৩, ১০৪
তপঃলোক	১০০
তুরীয় জ্ঞান	৭৩
তেজবিন্দু	৫
তৈত্তিরীয়	৫
দহরাকাশ	৯১
দহরোপাসনার ফল	৯১,৯২
দয়সন	২
দিব্য পুরুষ	১০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেবযানমার্গ	৯১,১০৮,১১২
দেবেন্দ্রনাথ	২
দ্বৈতবাদী	১০
ধ্যানবিন্দু	৫
নাদ	৪৯
নাদবিন্দু	৫
নিটশের অতিমানববাদ	১২০
নির্গুণ	৫২,৫৩
নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা	১১,১২
নিঃশব্দের শব্দ	৪৯
নেতি নেতি	৮৯
পরাজ্ঞান	৩৫
পরাবিদ্যা	১১
পরাশব্দ	৪৯
পর্য্যঙ্কবিদ্যা	১০৯
পুরুষোত্তম	৪৮
প্রজ্ঞালোক	৪
প্লটীনাস	২, ১২৩
প্রেয়	৭৬
প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানের উপাসনার ফল	৯০, ৯১
প্রণবোপাসনা	৯৩, ৯৪
প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনের গতি	১১৯
বাক ও অর্থ	৪৯
বায়ু	৫৫
বাঙ্ময় বিশ্ব	৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাস্তব ও মায়িক সৃষ্টি	৭২
বাদরায়ণ	১
বিবিদিষা ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস	১১৭
বিজ্ঞান পুরুষ	১২০
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী	১০
বিষয়ে আনন্দ দৃষ্টি	৩১
বিন্দু	৪৯
বিবর্ত্ত	৩৮
বিবেকানন্দ	৩,১২৫,১২৯
বৃহদারণ্যক	৫
ব্যষ্টি জগৎ—জীবজগৎ	৪৭
ব্রহ্মদৃষ্টিতে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির উপাসনার ফল	৮৫
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ	১০
ব্রহ্ম আনন্দ	২৮
ব্রহ্ম নির্ব্বাণ	১০৫
ব্রহ্ম প্রাণ	২৪,২৬,২৭
ব্রহ্ম বিজ্ঞান	২৭
ব্রহ্ম মন	২৭
ব্রহ্মচর্য্য	১১৪,১১৫
ব্রহ্ম সাযুজ্য	১০১
ব্রহ্মসূত্র	১
ভুবলোক	৯৮, ৯৯
ভূমা	৩৪
ভুলোক	৯৮, ৯৯
ভেদন্যায়	৫৯,
ভেদাভেদন্যায়	৫৯,৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মন্ত্র (মন্ত্র ও অতিমানসচেতনার সম্বন্ধ	৮
মহর্লোক	৯৯, ১০০
মহাবাক্য	৫৭
মায়া	৩৯,৪০,৪১
মায়িক সৃষ্টি	৭২
মাণ্ডুক্য	৫
মুক্ত পুরুষ ও বিশ্বকর্ত্তৃত্ব	১০১, ১০৭
মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য	১০৬,১০৭
মুক্তি (সদ্য ও ক্রম)	২১,৩৫,৮০, ৮৩,৮৪,১০৭
মুক্তি ও ছন্দ	৮২,৮৩
মুণ্ডক	৫
মূর্ত্তব্রহ্ম	৫২
যোগ	৭৮
যোগ,—১। ঈশ্বরের সঙ্গে	৭৮,৭৯
২। ব্রহ্মের সঙ্গে	৭৯,৮০
যোগৈশ্বর্য্য	৭৯
রস ও আনন্দ	৩০
রবীন্দ্রনাথ	৩,১২৪,১২৯
রামমোহন	২
রামানুজ	২
হিরণ্ময় কোষ	১০৯
হিরণ্যগর্ভ	৪৭
হৈমবতী	৫৬
শঙ্কর	১,২
শ্রদ্ধা	৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রেয়	৭৬	সাক্ষী	৭৫,৯৫
সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা	১১,১২	স্বর	৮
সনাতন নৈঃশব্দ	১২৩,১২৪	স্বাধ্যায়	৭
সভ্যতার উপকরণ—সমতা ও যোগ্যতা	১৩৩,১৪৩	স্বারাজ্যসিদ্ধি	৮০
সমতা ও যোগ্যতার সমন্বয় সাধনা	১৩৮	স্থিতি ও গতি	৩৬
সবিতৃ মণ্ডল	৯৮	স্থূল ও সূক্ষ্ম আকাশ	৫০,৫১
		স্বপ্নজ্ঞান	৭১
		সুষুপ্তি জ্ঞান	৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

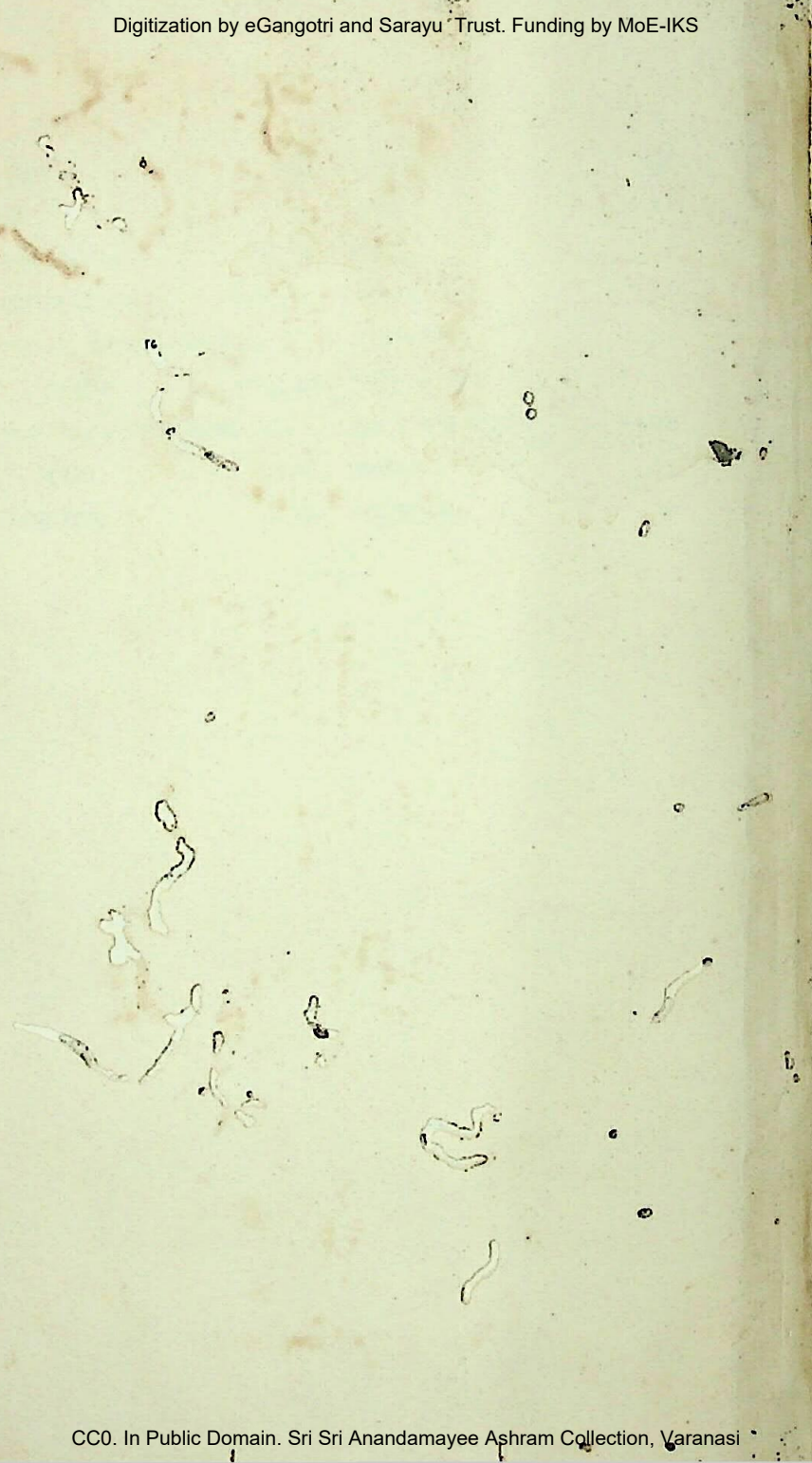

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

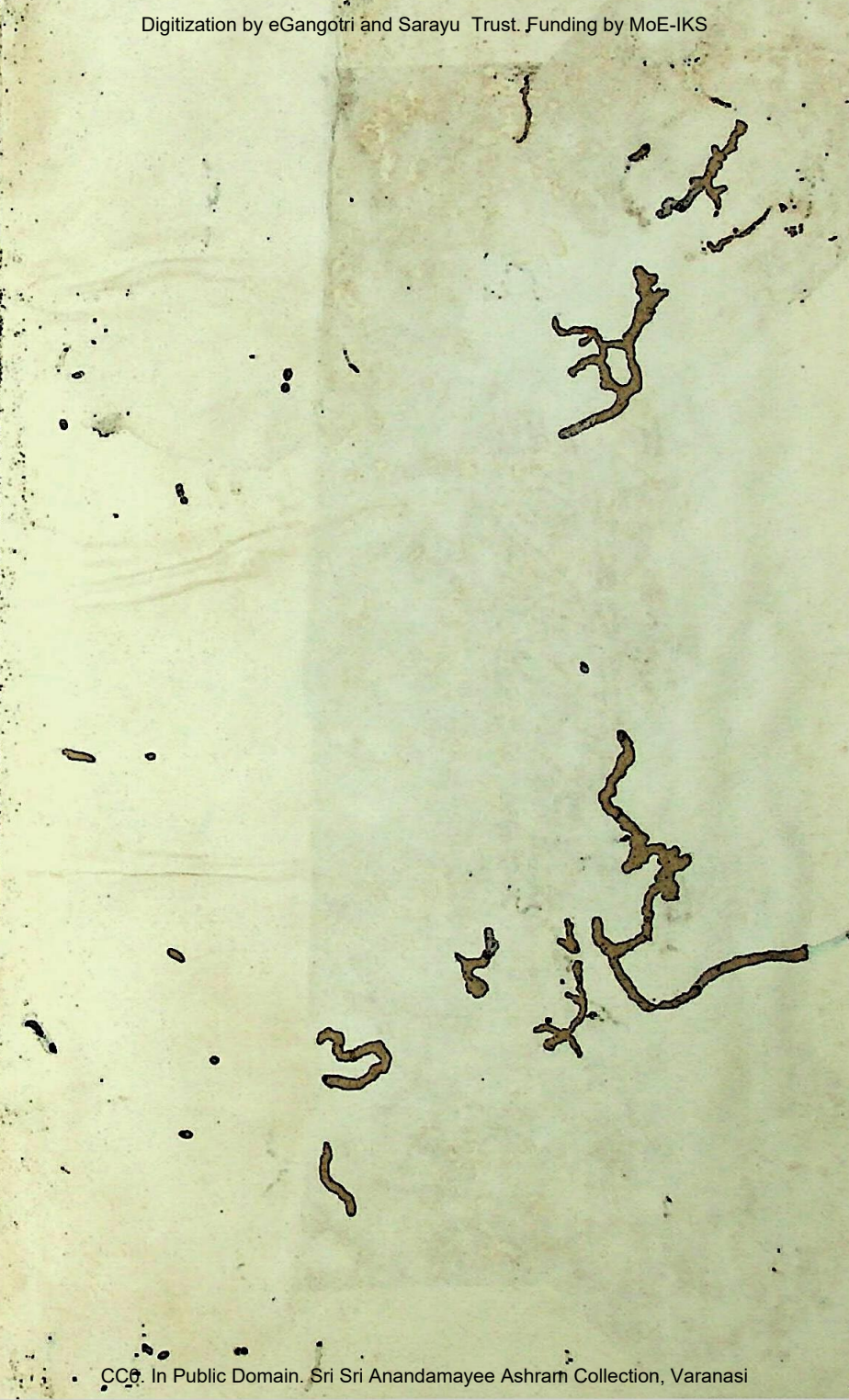

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi